শ্রীভক্তিকৌস্তুভ।

(লঘু)

[বাঙ্গালা পদ্য]

পূর্ব্বভাগ।

১ম—১৬শ আহ্নিক।

শাস্ত্রধর্ম্ম প্রচার সভা হইতে প্রকাশিত
৯১নং চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা-২০।

শ্রীভক্তিকৌস্তুভ

(লঘু)

পূর্ব্বভাগ

পরিচয়

শ্রীভক্তিকৌস্তুভ (লঘু) গ্রন্থের ইতিহাস ও পরিচয় মূল ভাগটীতে দেওয়া হইয়াছে। এই গ্রন্থটী পাঠ করিলে বৈষ্ণব কবি গোবিন্দদাসের পদ মনে পড়ে।

ভকত কল্পতরু অন্তরে অন্তরু
রোপল ঠামহি ঠাম।
তছু পদতলে অবলম্বই পন্থিক
পূরল নিজ নিজ কাম॥

এই শ্রীভক্তিকৌস্তুভ গ্রন্থ সঙ্কলন করিয়া মহাপুরুষ শ্রীশ্রীউপেন্দ্রমোহনজী প্রতি পাঠকের অন্তরে ভক্তিবীজ বপণ করিয়া দিয়াছেন। সেই বীজ হইতে ভক্তিরূপ কল্পবৃক্ষকে অবলম্বন করিয়া পাঠকের নিজ নিজ অভীষ্ট পূর্ণ হইবে।

সূচীপত্র

আহ্নিক	বিষয়	পত্রাঙ্ক
	উপোদ্‌ঘাত	১
১। ১	উত্তমশ্লোকগুণানুবর্ণনম্	২
১ ২	শ্রীভগবানের নাম মাহাত্ম্য	৩
১। ৩	শ্রীভগবদ্‌-বন্দনা	৫
২য়	সৎসঙ্গ মাহাত্ম্য	৭
৩ ১	পরম মোক্ষ মার্গ নিরূপণ	১১
৩। ২	মুরারির তৃতীয় পন্থা	১২
৩। ৩	মুমুক্ষুর শরণাতি	১৩
৪র্থ	মোক্ষ প্রকার নির্ণয়	১৪
৫ম	ভক্ত গীতম্	১৬
৬ষ্ঠ	বাসুদেব গীতা	২০
৭। ১	মোক্ষসাধন	২৪
৭। ২	ভক্তি সাধন	২৫
৭। ৩	সংসারের অনিত্যতা	২৬
৮।	ভক্ত-মাহাত্ম্য	২৭
৯।	ভক্তি মাহাত্ম্য	৩১
১০।	কপিল দেবহুতি সংবাদ	৩৫
১১। ১	সতী দেহত্যাগ	৩৮
১১। ২	নারদকুট	৪১
১২শ	বৃত্রাসুর বৃত্তান্ত	৪৩
১৩শ	হিরণ্যকশিপু উপাখ্যান	৪৭
১৪শ	প্রহ্লাদের উপাখ্যান	৫১
১৫শ	হিরণ্যকশিপু বধ	৫৭
১৬শ	বলিরাজার উপাখ্যান	৬২

শ্রীবামনদাস সেন কর্তৃক ট্রুথ প্রেস, ৩নং নন্দন রোড, কলিকাতা-২৫ হইতে মুদ্রিত।

শ্রীশ্রীগোপালকৃষ্ণো বিজয়তেতরাম্ ।

শ্রীভক্তিকৌস্তুভ।

(লঘু)

উপোদ্ঘাত ঃ

বিনা কারণে কার্য্য হতে দেখা নাহি যায়।
ভক্তি বিনা ব্রহ্মজ্ঞান কভু না মিলয় ।।
অধিকারী কি না প্রশ্ন ভক্তিমার্গে নাই ।
ভক্তি নিরুপদ্রব জানেন সবাই ॥
কোটী কল্পেও মুক্তি নাই বিনা বিষ্ণুভক্তি ।
ব্রহ্মাদিরও ইহা হ'তে নাহিক নিষ্কৃতি ॥
ত্রিপাদ্ বিভূতি উপনিষদের বচন ।
সংশয় করিতে ইথে না হয় কারণ ।।
হঠ করি চিত্ত জয়ে যে হয় উদ্যত।
অতি মূঢ় সেই জন হয় পরাহত ।।
এই চেষ্টা সফল না হয় কোন মতে ।
মত্ত হস্তী বদ্ধ হয় কি মৃণাল তন্তুতে।
মুক্তিকা উপনিষদ্ বলেন এই মতে ।।
শ্রীহরিচরণে যিনি পরম ভক্তিমান্।
গুরুপদেও তেমতি যদি হ'ন নিষ্ঠাবান্ ।।
সেই মহাত্মাই হ'ন সর্ব্বশাস্ত্রে বিদিত ।
শাস্ত্রের গূঢ় অর্থ তাঁর কাছে প্রকটিত।
যোগশিখা উপনিষদে ইহাই কথিত ।।
উক্ত বচনগুলি হ'তে এই বুঝা যায় ।
ভক্তিতেই মোক্ষের পথ পাওয়া যায় ॥
কলিতে মোক্ষের পথ কেশবকীর্ত্তন ।
এই বচন ধরি ত্যজ অপর সাধন ।।
অজ্ঞানেতে নষ্টদৃষ্টি কলির জীব যত।
শাস্ত্র বুঝিতে তারা হয় বুদ্ধিহত ॥
পুরাণ ইতিহাসাদি-পূর্ণ শাস্ত্র পারাবার ।
তাহার মন্থনে উঠে কৌস্তুভ শাস্ত্র-সার ।।
অপরূপ ছটা তার সমুজ্জ্বল জ্যোতিঃ ।
অজ্ঞান আঁধার নাশিতে অদ্ভুত শকতি ।।
বৃক্ষমূল ভূমির রস করিয়া গ্রহণ ।
কাণ্ড শাখা পত্রে তাহা করে সঞ্চারণ ।।
শাখা আদিতে হয় বটে রসের সঞ্চার ।
ফলেতেই মিলে রসের সুস্বাদ অপার ।।
দুগ্ধ মধ্যে ঘৃতের হ'লেও অবস্থান ।
ঘৃতাস্বাদ পাবে না যদি দুগ্ধ কর পান ।।
ঘৃতকে পৃথক্ যদি কর দুগ্ধ হ'তে ।
আনন্দিত দেবগণ তাহা আস্বাদিতে ।।
ইক্ষুদণ্ডে মিষ্ট রস ব্যাপিয়াই থাকে ।
তা' হ'তে লব্ধ চিনি কত মধুর লাগে ।।
কত ভাল কথা আছে শাস্ত্র পারাবারে ।
তা'হতে লব্ধ-কৌস্তুভে জীবের প্রাণ ভরে ।।

শ্রীশ্রীগোপালকৃষ্ণো বিজয়তেতরাম্।

শ্রীভক্তিকৌস্তুভ।

(লঘু)

প্রথম আহ্নিক।

প্রথম পরিচ্ছেদ—উত্তমশ্লোকগুণানুবর্ণন।

যোগসিদ্ধি ও মুক্তি মিলে যাঁহার প্রসাদে।
নমি যোগতত্ত্ব বৈষ্ণবশ্রীরামের পদে॥

[পরিচয়—
সরস্বতী নদীতীরে বদরিকাশ্রমে।
চিন্তিত বেদব্যাস ভাবেন মনে মনে॥
হেনকালে অকস্মাৎ তথায় উপস্থিত।
দেবর্ষি নারদ যিনি সবার পূজিত॥
অভ্যর্থিত হয়ে ক'ন ব্রহ্মার নন্দন।
কি কারণ মুনি তব চিন্তাকুল মন॥
উত্তরে কহেন তবে ব্যাস মহামুনি।
বুঝিতে পারি না আমি কিছুই না জানি॥
তোমারে জিজ্ঞাসি বল ইহার কারণ।
কেন চিন্তাকুল এত হয় মম মন॥]

নারদ কহেন শুন কৃষ্ণদ্বৈপায়ন।
অপ্রসন্ন মন তব যাহার কারণ॥
ভারতাদি বহু গ্রন্থ করিলে প্রকাশ।
নাহি দেখি তাহে হরিলীলার বিকাশ॥
ধর্ম্মার্থ অভীষ্ট লাভের হয়েছে বর্ণন।
নাহি তাহে শ্রীবাসুদেব-মহিমা কীর্ত্তন॥
বহু পরিশ্রম তুমি করেছ মুনিবর।
কৃষ্ণগুণগান-হীন বলি হয়েছে বিফল॥১-২॥
বিচিত্র রচনাযুক্ত সরস বচন্।
তাহে না থাকিলে হরিলীলার কীর্ত্তন॥
কদাচ না তৃপ্ত তাহে হন ভাগবতগণ।
কাকের ক্রীড়াস্থানে যথা হংসগণ।
অনাহারে মরিলেও না যায় কখন॥
সেই রূপ পরম হংস হরিভক্তগণ।
হরিলীলা ভিন্ন কথা না করেন শ্রবণ॥৩॥
শ্রীহরির যশোযুক্ত নাম প্রতি শ্লোকে।
কীর্ত্তিত হইলেও তাহা অপশব্দেতে॥
দুঃখরাশি দূর করি গ্রন্থের পঠন
ছিন্ন করে পাপীর দুশ্ছেদ্য বন্ধন॥
অমৃত কথায় জীবের পরম কল্যাণ
কীর্ত্তনে শ্রবণে ভক্ত মহানন্দ পান॥৪॥
অচ্যুত-ভাব-বর্জ্জিত ব্রহ্মতত্ত্বকথা।
শোভা নাহি পায় কভু বিষম সর্ব্বথা॥
হরিপদে না অর্পিলে কাম্য কর্ম্মফল।
কষ্টসাধ্য অনুষ্ঠান সকলি বিফল॥৫॥
ভক্তিমান্ সত্যনিষ্ঠ তুমি মহামুনি।
যশস্বী অমোঘ-দৃষ্টি সংযমের খনি॥
সমাধিতে রত হইয়া জীবহিত তরে।
শ্রীহরির লীলা কথা বলুন প্রাণভরে।৬॥
নানা কথা বলে থাকে বহির্মুখ জন।
কিন্তু মনে শান্তি তারা না পায় কখন॥
তুফানে নৌকা যেমন করে টলমল।
তেমতি মানব চিত্ত সদাই চঞ্চল॥
বিষয় ঝঞ্ঝায় হয় ব্যাকুল তার মন।
হরিকৃপা বিনা শান্তি নাহি হয় কখন॥৭॥
কাম্য কর্ম্মের ফল বলা হয়েছে ভারতে।
লোকে অনুরক্ত হবে তাহে লোভবশে॥
শাস্ত্রসঙ্গত তাহা জানিয়া মনে মনে।
নিবৃত্তি মার্গের কথা না শুনিবে কাণে॥
ভাল না হইল ইথে অনর্থ ঘটিবে।
নিষেধ করিলেও তাহা কেহ না শুনিবে॥৮॥
কাম্যকর্ম্মে উপদেশ করেছেন ভারতে।
ভাল না হইল তাহা বুধজন মতে॥
কাম্য কর্ম্মমধ্যে আছে অনেক নিন্দিত।
হরিগুণ বর্ণন তাই সদাই বিহিত॥
সমদৃষ্টি সকলের সংসারে না হয়।
কিরূপে ঘুচিবে বলুন তাদের সংশয়॥
তাই বলি আপনাকে ব্যাস তপোধন।
ভাগবত লীলা সবারে করান শ্রবণ॥৯॥

প্রেমেতে করিয়া হরিনামের ভজন।
যদ্যপি হয় তাঁহার অকালে মরণ॥
তথাপি মায়ায় বদ্ধ না হন সে জন।
শ্রীমুকুন্দ পাদপদ্মে লয়েছেন শরণ॥
হরি না ভজিয়া কোন্ ভুবনে মানব।
সাধিয়া স্বধর্ম্ম পায় স্বরগ বৈভব॥১০॥
উর্দ্ধ হতে অধোলোক করিয়া ভ্রমণ।
যে ধন নাহি মিলে না পাইয়া জীবন॥
বিবেকী তাহা অনায়াসে করতলে পান।
শ্রীহরির লীলা যিনি অহর্নিশ গান॥
সুখ দুঃখ ভোগ হয় জীবের কর্ম্ম ফলে।
দুঃখবৎ সুখও জীবের বিনায়াসে মিলে॥১১
ভক্তিতে হরিপাদপদ্ম করিলে পূজন।
বুঝিবে মহিমা ইহার যত পাপীজন॥
অচিরে ঘুচিবে তার করম বন্ধন।
সুমধুর হরি লীলা যে পায় আস্বাদন।
সে কি আর কখন তাহা করিবে বর্জ্জন॥১২
শ্রীভগবান্ যে নিত্য ও সদানন্দময়।
তাঁর সৃষ্টিতে কিন্তু সুখ দুঃখসহ রয়॥
ভগবান্ করেন এই বিশ্বের সৃজন।
তিনিই করেন শেষে সৃষ্টির নাশন॥
এ সকল কথা মুনি জানেন আপনি।
দিগ দর্শন মাত্র তাই করিলাম আমি॥১৩॥

অমোঘদর্শন পরাশরের নন্দন।
জীবহিতে করুন কৃষ্ণ লীলার বর্ণন।
বিস্তারি কহিবেন যেন বুঝে সর্ব্বজন॥১৪॥
যাগ যজ্ঞ দান তপ বেদ অধ্যয়ন।
সবার শ্রেষ্ঠ হয় শ্রীহরির লীলার কীর্ত্তন।
এই কথা একবাক্যে কহেন জ্ঞানিগণ॥১৫॥
সর্ব্বকর্ম্ম শ্রীহরিপদে করিলে অর্পণ।
ঘুচিয়া যায় জীবের ত্রিতাপ দহন॥১৬॥
যাহাতে করায় দেহে ভোগের উৎপত্তি
চিকিৎসিত হ'লে তাহাতেই রোগনিবৃত্তি
॥১৭॥
যে কর্ম্মে হয় জীবের সংসারে পতন।
হরিকে অর্পিলে তাহাই ঘুচায় বন্ধন॥১৮॥
হরিতোষকর কর্ম্মের হ'লে অনুষ্ঠান।
তুষ্ট হ'য়ে দেন হরি মোক্ষপ্রদ জ্ঞান॥১৯॥
হরি কৃপায় তাঁহারা হইয়া মগন।
বড় ভাগ্যে তাঁরা করেন লীলার কীর্ত্তন॥
হরিগুণ গান সাধুগণের বাঞ্ছিত।
জগৎ পবিত্র হয় হরিনামেতে নিশ্চিত॥
সর্ব্বতাপ শান্তির ইহাই কারণ।
প্রাণভরে হরি লীলা করুন কীর্ত্তন॥২০-২১

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ শ্রীভগবানের নামমাহাত্ম্য।

[পরিচয়

অজামিল নামে অতি সুশীল ব্রাহ্মণ।
সঙ্গদোষে হইল সে অতীব দুর্জ্জন॥
মৃত্যুকাল তাহার উপস্থিত হইলে।
অজামিল কেঁদে ডাকে নারায়ণ বলে॥
যমদূতগণে নিবারি বিষ্ণুদূতগণে।
লিঙ্গদেহ লয়ে যান বৈকুণ্ঠ ভুবনে॥
যমরাজে কহে দূত এ কেমন বিচার।
কার সাধ্য খর্ব্ব করে তব অধিকার॥
দূত মুখে যমরাজ শুনিয়া বারতা।
শ্রীহরি স্মরিয়া তিনি কহেন এই কথা॥]

শুন ওহে দূতগণ আমার বচন।
আমার ঈশ্বর হ'ন প্রভু নারায়ণ॥
বস্ত্রেতে ওতপ্রোত যথা সূতার বিস্তার।
সেইরূপ সর্ব্বব্যাপী তিনি বিশ্বাধার॥
তাঁহার ইচ্ছায় দেখ জীবজন্তু যত
ঘুরিতেছে নাক ফোঁড়া বলদের মত॥১॥

দড়ি দিয়া বাঁধা থাকে যথা ধেনুগণ।
তাঁর আজ্ঞায় সূত্রে বাঁধা আছে ত্রিভুবন ॥
কৃতকর্ম্মের বশেতেই সর্ব্বপ্রাণী চলে।
তাঁহার শাসন মানিতে বাধ্য সকলে ॥২॥

ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু বরুণ বিশ্বদেবগণ।
শিব ব্রহ্মা পবনদেব সিদ্ধ সাধ্যগণ ॥
একাদশ রুদ্র অষ্টবসু ও নির্ঋতি।
দ্বাদশ আদিত্য অগ্নিদেব ও আমি ॥
অন্যের কি কথা কব যত দেবগণ।
ভৃগুআদি ব্রহ্মর্ষি আছেন যত জন ॥
মায়ার সাগরে সবে হাবুডুবু খায়।
সকলেই নির্ব্বিশেষে মোহিত মায়ায় ॥৩-৪॥

নয়ন যেমন করে সবই দরশন
নিজেকে কিন্তু সে না দেখে কদাচন ॥
সেইরূপ সর্ব্বেশ্বর প্রভু নারায়ণ।
সর্ব্বজীবে স্থিত কিন্তু হ'ন অদর্শন ॥৫॥

পরমেশ্বর নারায়ণের দাসগণ।
প্রভুর মূরতি ধরি করেন বিচরণ ॥৬॥
অদৃশ্য থাকিয়া আসেন ভক্তরক্ষা তরে।
আমাদের হাত হ'তে বাঁচান জীবেরে ॥৭॥
শ্রীহরি প্রণীত হয় ধর্ম্মের বিধি।
মর্ম্ম তার নাহি জানেন দেব মুনি ঋষি ॥
অসুর দানব কিংবা সিদ্ধ নরগণে।
ভাগবত ধর্ম্ম তারা কেহ নাহি জানে ॥৮॥

নারদ কপিল ভীষ্ম জনক স্বয়ম্ভু।
সনৎকুমার মনু শুকদেব শম্ভু ॥
ধ্রুব প্রহ্লাদ বলি আমি এই বার জন।
কিছু বুঝি মোরা সবে হরি কৃপার কারণ ॥
পবিত্র ভাগবতধর্ম্ম গুহ্য ও গহন।
এই তত্ত্ব জানিলে তাঁর মিলে মোক্ষধন ॥৯ ১০॥

উভলোকে সার বস্তু ভকতি রতন।
সাধুগণ সাথে হরির লীলার কীর্ত্তন।
নারায়ণ বলি পুত্রে করিয়া আহ্বান।
মৃত্যুকালে অজামিল পায় পরিত্রাণ ॥
কলিকালে কৃষ্ণলীলা শ্রবণ কীর্ত্তনে।
কি অদ্ভূত ফল হয় দেখ দূতগণে ॥১১-১৩॥

বৃথা যাগ যজ্ঞ বৃথা তপস্যার ফল।
হরিনাম বিনা হয় সকলি বিফল ॥
চান্দ্রায়ণ বারব্রত নানা উপবাসে।
মনের মালিন্য মহাপাপ নাহি নাশে ॥
ফলফুলে সুশোভিত বেদ তরুবর।
সকল উপরে ভক্তিলতা মনোহর ॥১৪॥
সকল ত্যজিয়া হরিভক্ত হন যাঁরা।
আমা হতে দণ্ডের ভয় নাহি পান তাঁরা ॥
যদি কিছু পাপ তাঁহাদের থেকে থাকে।
হরিনাম কীর্ত্তনে নিঃশেষে তাহা নাশে ॥১৫।
গাহেন যাঁদের গুণ দেব ও সিদ্ধগণ।
সমদর্শী শরণ্য শুধু শ্রীহরিচরণ ॥
শ্রীহরির গদা রক্ষা করেন অনুক্ষণ।
তাঁদের কাছে কভু নাহি যাও দূতগণ ১৬॥
শ্রীকৃষ্ণচরণপদ্মের সেবন ভজন।
অকিঞ্চন ভকতের আদরের ধন ॥
সংসারে আসক্ত যাদের নাই ভক্তির লেশ।
নরকে আনিবে তাদের আমার আদেশ ।১৭॥
যার জিহ্বায় নাহি হয় কৃষ্ণগুণগান।
ভুলেও কভু না করে হরিপদ ধ্যান
শ্রীকৃষ্ণ চরণে কভু না নোয়ায় মাথা।
আনিতে সে দুষ্টগণে না কর অন্যথা ॥১৮॥
এই বলি ধর্ম্মরাজ কৃতাঞ্জলিপুটে।
প্রার্থনা করেন ক্ষমা শ্রীহরি নিকটে ॥
মম দূতগণে ক্ষমা কর নারায়ণ।
ক্ষম মম অপরাধ করি নিবেদন ॥
প্রণমেন যমরাজ শ্রীহরিচরণে।
দূতগণ দেখে তাহা চকিত নয়নে ॥১৯॥
দেখ রাজা পরীক্ষিৎ হরিনামের মহিমা।
ভুবন মঙ্গল নামের বেদে নাহি সীমা ॥
মহাপাপ নাশে নাম লভয়ে নিষ্কৃতি।
নামগুণ কীর্ত্তনে জনমে হরিভক্তি ॥২০
হরিভক্তিতেই জীবের শুদ্ধ হয় মন।
ব্রতাদি প্রায়শ্চিত্তে তাহা না হয় কখন ।২১॥
শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম-মধুর স্বাদ যেবা পায়।
মায়াজনিত আসক্তির লেশ চলে যায়
সে রসে বঞ্চিত হয়ে প্রায়শ্চিত্তে রত।
পুনঃ পাপে লিপ্ত হ'য়ে হয় সে দুর্গত ॥২২॥

তৃতীয় পরিচ্ছেদ—শ্রীভগবানের নামমাহাত্ম্য।

[পরিচয়—
ব্রহ্মশাপে পড়ি যবে রাজা পরীক্ষিত।
শুকদেব চরণে হ'লেন নিপতিত ॥
নিবেদেন তাঁরে রাজা মধুর বচনে।
অজ্ঞান তিমির যায় যে কথা শ্রবণে ॥
সেই সুমধুর কথা বলুন আমাকে।
মুক্ত হই সঙ্কটেতে মহাপাপ হ'তে ॥
উত্তর দিবার আগে শ্রীব্যাসনন্দন।
করজোড়ে করিলেন মঙ্গলাচরণ ॥]

শ্রীশুক ক'ন সর্ব্বোত্তম পুরুষ প্রধান।
সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়ের তিনিই নিদান ॥
তাঁহার মহিমা যত কহিতে না পারি।
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব নামে বিরাজিত হরি ॥
তাঁর শ্রীচরণে নমি কোটী কোটীবার।
অলক্ষ্য অন্তর্য্যামী যিনি মূলাধার ॥১॥
নমোনমঃ সত্ত্বমূর্ত্তি দেব নারায়ণ।
ভকত-বৎসল যিনি পাতক-নাশন ॥
নমি সেই পরমহংস হৃদয়-বিহারী।
নমোনমো নারায়ণ দৈত্যদর্পহারী ॥২॥
ভক্তের পালক প্রভু ভক্ত প্রাণধন।
ভক্তিহীন জন তোমা না জানে কখন ৩॥
কীর্ত্তনে যাঁহার নাম হরে অমঙ্গল।
শ্রবণে দর্শনে পাপ যায় যে সকল ॥
স্মরণে অর্চ্চনে সদা শ্রেষ্ঠ ফল ফলে।
নমোনমো শ্রীহরির শ্রীপদকমলে ॥৪॥
যে চরণ সেবা করি সুধী বিচক্ষণ।
সংসার আসক্তি সুখ করিয়া বর্জ্জন ॥
কতই আনন্দ লভি তাঁরা ইহকালে।
অনায়াসে মুক্তিপদ পান পরকালে ॥
সুমঙ্গল যশ যাঁর পবিত্র করণে।
পুনঃ পুনঃ নমি আমি তাঁহার চরণে ॥৫॥
তপস্বী যশস্বী আর মনস্বী সুজন।
মন্ত্রবিদ্ দানশীল যত মহাজন ॥
কর্ম্মফল সঁপি যাঁরে শ্রেষ্ঠ ফল পান।
সুমঙ্গল যশোদাতা নমো ভগবান্ ॥৬॥

কিরাত পুলিন্দ হূন আভীর যবন।
পুক্কস শকাদি অন্ধ্র পাপজাতিগণ ॥
আর যত দুষ্ট আছে পাপ-পরায়ণ।
ভক্তসঙ্গে হয় তাদের পাপের নাশন ॥
ভকতবৎসল প্রভু দয়াময় হরি।
শ্রীপাদপদ্মেতে তাঁরে নমি ভূরিভূরি ॥৭॥
বেদময় ধর্ম্মময় তপোময় যিনি।
আত্মারূপে সর্ব্বজীবে অধিষ্ঠিত তিনি ॥
ব্রহ্মা শঙ্করেরও দুর্বোধ্য যে জন।
নানা মূর্ত্তি নানারূপ করেন ধারণ ॥
সেই ভগবান্ প্রসন্ন হউন মম প্রতি।
শ্রীচরণে করি আমি কোটিশঃ প্রণতি ॥৮॥
লক্ষ্মীপতি যজ্ঞপতি পৃথিবীর পতি।
প্রজাপতি-পতি তিনি অগতির গতি ॥
যদুবৃষ্ণি সাত্বত ও অন্ধকে রক্ষিবারে।
অবতীর্ণ হন যিনি সাধুদের তরে।
সে কৃষ্ণ প্রসন্ন হউন আমা পরে ॥৯॥
যে চরণ ধ্যান করি জ্ঞানিগণ যত।
আত্মতত্ত্ব দর্শন করেন অবিরত ॥
কেহ বা সগুণ ব্রহ্ম কেহ বা নির্গুণ।
সেই মুকুন্দ মমোপরি প্রসন্ন হউন ॥১০॥
আদিকল্পে পিতামহে সৃষ্টি আজ্ঞা দিয়া।
চতুর্মুখে চারিবেদ প্রকাশ করিয়া ॥
ব্রহ্মার বদনে প্রকাশেন সরস্বতী।
সেই প্রভু প্রসন্ন হউন মম প্রতি ॥১১॥
দেহপুর মধ্যে যিনি করেন শয়ন।
পুরুষ বলিয়া নাম কহেন জ্ঞানিগণ ॥
পঞ্চমহাভূতে ষোলকলায় প্রকাশি।
একাদশেন্দ্রিয় মধ্যে মন পুরবাসী ॥
আত্মারূপী হরি তিনি করুন করুণা।
মনোরম কৃষ্ণ কথা করিব রচনা ॥১২॥
কবিগুরু বেদব্যাসে করিয়া প্রণতি।
যাঁহার মুখপদ্মে বাণী করেন বসতি ॥
যাঁর মুখপদ্ম হ'তে হরিকথা শুনে।
পবিত্র হইয়া যায় মহাপাপিগণে ॥১৩॥

সত্যপর সত্যব্রত সত্য অবতার।
সত্যের পালক তুমি ত্রিসত্য তোমার॥
সত্যময় সত্যক্ষেত্র তোমাতে উৎপত্তি।
সত্য ঋত দুই নেত্র সত্যাত্মক তুমি।
তব শ্রীপাদপদ্মে করি একান্ত প্রপত্তি॥১৪॥

এই দেহ প্রপঞ্চ আদিবৃক্ষরূপ হয়।
প্রকৃতিই হয় এই দেহের আশ্রয়॥
সুখ দুঃখ দুই ফল ত্রিগুণ মূল হয়।
ধর্ম্মার্থাদি চতুর্ব্বর্গ চারিরস হয়॥
দেহের পঞ্চ ইন্দ্রিয় ইহার জ্ঞান হয়।
শোক মোহ জরা মৃত্যু ক্ষুধা তৃষ্ণা হয়।
আদিবৃক্ষের স্বভাবেতে হয় পরিচয়॥
রস রক্ত মেদাদি মজ্জা শুক্র এই সাত।
এ বৃক্ষের বন্ধন রূপে হয় প্রতিভাত॥
পঞ্চেন্দ্রিয় মনোবুদ্ধি আর অহঙ্কার।
এই আটটি শাখা ও প্রশাখা ইহার।
নয়টি ছিদ্র হয় দেহের নবদ্বার॥
দশবিধ পরাণ হয় বৃক্ষের পত্রাদি।
প্রাণ অপান উদান ব্যান সমানাদি॥
এই আদি বৃক্ষের শাখাদির উপরে।
পরমাত্মা জীবাত্মা দুই পক্ষী বাস করে॥১৫॥

আপনিই এই বৃক্ষের সৃষ্টি স্থিতি লয়।
মায়াধীনের চক্ষে নানা প্রতিভাত হয়॥
কিন্তু নাহি দেখেন তাহা যাঁরা জ্ঞানবান্।
অদ্বিতীয় শ্রীহরি সর্ব্বত্র বিরাজমান॥১৬॥

জ্ঞানময় প্রভু তুমি জীবহিত তরে।
নানামূর্ত্তি ধর সত্ত্বগুণের আশ্রয়ে॥
সাধুভক্তগণে তাহা পরমানন্দ কয়।
দুরন্ত খলের তাহা বিনাশক হয়॥১৭॥

নির্ম্মল সত্ত্বগুণের তুমি নিকেতন।
সমাধিতে তোমাতে নিবিষ্ট করি মন॥
নির্ম্মল সত্ত্বগুণী সজ্জন বিবেকী।
মহৎ কৃপায় শরণ্য তব চরণতরী।
গোষ্পদবৎ পার হ'ন দুস্তর ভববারি॥১৮॥
ভক্তগণ প্রতি তব কৃপা অফুরণ।
সদা স্মরেন তাঁরা তব রাতুল চরণ॥
পার হইয়া ভববারি তোমার কৃপাতে।
শ্রীচরণতরী রাখেন জীবহিত তরে॥১৯॥
মুক্তির অভিমানী কর্ম্মমার্গী জন।
বিশুদ্ধ নাহিক হয় তাহাদের মন॥
বহুকষ্টে শ্রেষ্ঠপদে হইয়া উন্নীত।
অন্তিমেতে অতি নীচে হয় যে পতিত।
হে মাধব, কিন্তু তোমার ভকত সজ্জন।
তব শ্রীচরণে বাঁধা তাঁহাদের মন।
কখনও নাহি হয় তাঁদের পতন॥
তোমার করুণা কবচের প্রভাবেতে।
বিঘ্নকে দলিত করি উঠেন ঊর্দ্ধেতে॥২০-২১॥
লোকপালনার্থে তুমি জগতের স্বামী।
কর্ম্মফল-প্রদ সত্ত্বমূর্ত্তি ধর তুমি॥
তুমি করিয়াছ প্রভু মূরতি গ্রহণ।
তাই ক্রিয়াদিতে তোমা করিয়া স্মরণ।
সক্ষম হয় জীব তোমা করিতে অর্চ্চন॥২২॥
সত্ত্বের মূর্ত্তি যদি না করিতে পরিগ্রহ।
ভেদনাশী বিজ্ঞান উৎপন্ন না হইত॥
ত্রিগুণের প্রকাশে যাহা হয় লক্ষিত।
ইন্দ্রিয় লব্ধ জ্ঞান যুক্ত যাহার সহিত।
তবেই তব স্বরূপ কিছু অনুমিত হয়।
তব কৃপা বিনা অনুভূতি নাহি হয়॥২৩-২৪॥
তব মঙ্গলময় রূপ করেন চিন্তন॥
সুধাময় নাম যাঁরা করেন কীর্ত্তন॥
সর্ব্বজনে আদরেতে করান শ্রবণ।
শ্রীপদকমল সেবাতে সদা রত হন।
সংসারে তাঁহাদের না হয় পুনরাগমন॥২৫॥

ইতি শ্রীভক্তিকৌস্তুভে প্রথম আহ্নিক শ্রীভগবান-নাম-মাহাত্ম্য নামে তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

দ্বিতীয় আহ্নিক—সৎসঙ্গমাহাত্ম্য।

শ্রীকৃষ্ণে কহেন উদ্ধব অতি প্রেম ভরে।
মনের সংশয় মম ঘুচাও কৃপা করে॥
কোন্ পথে হয় জীবের পরম কল্যাণ।
নানা মুনি দেন তার বিবিধ বিধান।
সকলই প্রধান কিম্বা একটী প্রধান।
কৃপা করি কর কৃষ্ণ ইহার সমাধান॥১॥

উদ্ধবে কহেন কৃষ্ণ ইহার উত্তরে।
ভিন্ন ভিন্ন মত হয় প্রকৃতি অনুসারে॥২॥

আমার মায়াতে মুগ্ধ হ'য়ে কোন জন।
রুচি অনুযায়ী করে পথ প্রদর্শন॥
স্বভাব বশেতে বেদের কদর্থ সে করে।
মনোমত পথ তারা দেখায় অপরে॥৩-৪॥

ধর্ম্ম যশ কাম সত্য ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ।
মানব জীবনের লক্ষ্য ইহা বলে কেহ॥
যজ্ঞ দান ত্যাগ ব্রত অথবা সংযম।
কেহ বলে পুরুষার্থের এই ত নিয়ম॥
কর্ম্মলব্ধ ফল যত সকলই অনিত্য।
শোকাবহ মন্দ আর হয় মোহযুক্ত॥৫-৬॥

সর্ব্বভাবে নিরপেক্ষ হন যেই জন।
আমাতে করেন যিনি আত্ম-সমর্পণ॥
তাঁর হৃদে থাকি আমি সর্ব্বানন্দময়।
শাশ্বত সুখভোগ তাঁহারই হয়॥
বিষয়াসক্ত জীবের তাহা কভু নাহি মিলে।
কেমনে পাইবে বল আসক্তি না গেলে॥৭

নিষ্কিঞ্চন শান্ত যাঁর হয় ইন্দ্রিয় জয়।
আমাতেই তুষ্ট তাঁর সব সুখময়॥৮॥

আমাতে করেন যিনি আত্মসমর্পণ।
আমারে ছাড়িয়া কিছু না চাহেন কখন॥
ব্রহ্মপদ ইন্দ্রপদ কিংবা যোগসিদ্ধি।
সার্ব্বভৌম পদ রসাতল অধিপতি॥
মুক্তিও তাঁহার কাছে কাম্য নাহি হয়।
আমা বিনা তাঁর মন কিছু নাহি চায়॥৯॥

তব সম প্রিয় মম কেহ না উদ্ধব।
সঙ্কর্ষণ ব্রহ্মা কিংবা সর্ব্বত্যাগী ভব।
কমলাকে এমন কি নিজেকেও না দেখি।
তোমাকে প্রেমেতে আমি সদাই নিরখি॥১০॥

নিরপেক্ষ নির্ব্বৈর শান্ত মুনিগণ।
আমা বিনা কিছু নাই অপেক্ষা কারণ।
নিত্য আমি করি তাঁদের পশ্চাৎগমন॥
নিজেকেও অন্তঃস্থিত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডকে।
পূত করিতে তাঁদের চরণ রেণুতে॥১১॥

মমানুরাগী নিরভিমান শান্ত সুজন।
সর্ব্বজীব-বৎসল শান্ত নিষ্কাম সজ্জন
অহৈতুকী ভক্তিরসে সদা নিমগন।
অপরে বুঝিতে তাহা নারে কদাচন॥১২॥

জিতেন্দ্রিয় ভক্তেরা আমা প্রতি ভক্তিতে।
বিষয়ে অভিভূত না হয়েন কোনমতে॥১৩॥

কাষ্ঠ যেমন অনলেতে ভস্মীভূত হয়।
মদ্ভক্তি তেমতি সর্ব্বপাতক নাশয়॥১৪॥

সাংখ্য যোগ ত্যাগ ধর্ম্ম তপ ও স্বাধ্যায়।
কিছুতেই আমাকে নাহি পাওয়া যায়।
একান্ত ভক্তিতে উদ্ধব আমাকে মিলায়॥১৫॥
শ্রদ্ধাযুক্ত একনিষ্ঠ মম ভক্তজন।
প্রিয় আত্মা আমাকে তাঁহারাই প্রাপ্ত হন॥
অধম চণ্ডালও হয় ভক্তিতে পবিত্র।
পাপ ঘুচি হয় তার অপূর্ব্ব চরিত্র॥১৬॥
দয়া-যুক্ত ধর্ম্ম সত্য বা বিদ্যা তপঃযুক্ত।
ভক্তিহীনে না পারে সম্যক্ করিতে পবিত্র ১৭॥
ভক্তিতেই পবিত্র হয় মানব হৃদয়।
রোমাঞ্চ ও অশ্রু বিনা চিত্ত কি শুদ্ধ হয়॥১৮॥
কণ্ঠ যাঁর বাষ্পরুদ্ধ দ্রবীভূত চিত্ত।
হাসেন কাঁদেন আর করেন কভু নৃত্য॥
লজ্জা ভয় নিন্দা যশ লক্ষ্য নাই তাঁর।
মম ভক্ত পবিত্র করেন জগৎ সংসার।১৯।

সুবর্ণের মালিন্য অগ্নি দূর করি যথা
তাহার উজ্জল রূপ আনয়ে সর্বথা ॥
ভক্তিতে তেমতি যত বাসনা দূর করি।
অনায়াসে অনুরাগ আনে আমা প্রতি ॥২০॥
মম পুণ্যগাথা আদি শ্রবণে কীর্ত্তনে।
আত্মার মালিন্য যত ঘুচে দিনে দিনে ॥
সূক্ষ্ম বিষয়ের অনুভব হয় তখন।
চক্ষু যথা স্পষ্ট দেখে লাগালে অঞ্জন ॥২১॥
বিষয়ের চিন্তায় মন মাতে বিষয়েতে।
আমাকে স্মরিলে মন লীন হয় আমাতে ॥২২॥
যাবতীয় অসদ্‌বস্তু হয় স্বপ্নবৎ মিথ্যা।
তাহা ত্যজি হে উদ্ধব আমাকে কর চিন্তা ॥২৩॥
যোগ যাগ তপঃ জ্ঞান অহিংসা ও দান।
আমাকে বশ করিতে না হয় শক্তিমান্ ॥২৪॥
সঙ্গদোষ নাশ করে সৎসঙ্গ যেমন।
যজ্ঞব্রত তীর্থাদিতে না হয় কদাচন ॥২৫॥
দৈত্য রক্ষঃ সিদ্ধ চারণ গন্ধর্ব্ব কিন্নর।
ভুজঙ্গম খগ মৃগ আর বিদ্যাধর ॥
রজঃ তমঃ প্রকৃতির বৈশ্য শূদ্রগণ।
নারী ও অন্ত্যজ জাতি কত অগণন ॥
সত্যাদি যুগেতে সাধু সঙ্গের প্রভাবে।
আমার চরণ তারা সহজে লভেছে ॥২৭-২৮॥

বৃষপর্ব্বা বলিরাজ সুগ্রীব হনুমান্।
জটায়ু ময়দানব আর ঋক্ষ জাম্বুবান্ ॥
প্রহ্লাদ বৃত্রাসুর ও রক্ষঃ বিভীষণ।
ব্রজভূমে কুব্জা আর প্রেমী গোপীগণ ॥
তুলাধার ধর্ম্মব্যাধ যজ্ঞপত্নীগণ।
অনেকেই পাইয়াছে আমার চরণ ॥২৮-২৯॥

ব্রত তপ করেনি তারা বেদ না পড়েছে।
মহতের সেবা তারা কভু না করেছে ॥
সাধুভক্ত সঙ্গের অশেষ প্রভাবেতে।
আমার চরণ তারা অন্তিমে পেয়েছে ॥৩০॥

সন্ন্যাস সাংখ্য যোগ ও তপস্যা আচরি।
দান ধ্যান যজ্ঞাদি ও শাস্ত্রাভ্যাস করি ॥
কভু নাহি পারে তারা আমাকে লভিতে।
অনায়াসে বশ হই অনন্য ভক্তিতে ॥

ভক্তিতেই পেয়েছে আমায় ব্রজগোপীগণ।
ধেনু গিরি নাগ মৃগ আর সিদ্ধগণ ॥৩১-৩২॥

মথুরায় গেলে আমি অক্রুর সহিত।
অনুরক্ত হৃদয়ে প্রেমেতে গোপীযুথ ॥
আমার বিরহে তারা কান্দে উচ্চৈঃস্বরে।
অন্য কোন সুখ তাদের মনে নাহি ধরে ॥৩৩॥

বহু রাত্রি ক্রীড়াকাল ক্ষণার্দ্ধ হয় মনে।
বাহ্যজ্ঞান শূন্য হয়ে যাপন করে সবে ॥
আমার বিরহে সেই রাত্রি সমুদয়।
তাহাদের পক্ষে কোটীকল্প মনে হয় ॥৩৪॥

নদীগণ বহিয়া যথা পড়ি সাগরেতে।
নামরূপ অস্তিত্ব তারা হারায় তাহাতে ॥
সমাধির কালে যথা যোগী মুনিগণ।
নিজনামরূপ বিস্মৃত হয়েন যেমন ॥
কৃষ্ণপ্রেমে গোপীরা বাঁধিয়া নিজচিত্ত।
দেহ গেহ পতি পুত্র স্মরিতে অশক্ত ॥৩৫ ॥

আমার স্বরূপ তত্ত্ব তারা না জানিয়া।
জার জ্ঞানে ভজি মোরে আত্মসমর্পিয়া।
দীর্ঘকালে সৎসঙ্গেতে সুকৃতির ফলে।
অজ্ঞানে ও প্রেমে পরব্রহ্ম তাদের মিলে ॥৩৬॥

শুন সখে সমুদয় বৃথা তার হয়।
শ্রোতব্য নিবৃত্তি শ্রুতি স্মৃতি বেদচয় ॥
সব ত্যজি আত্মারূপী মোরে কর ভক্তি।
অনায়াসে দূর হবে যাবতীয় ভীতি ॥৩৭-৩৮॥

আত্মাই সৎ এই জ্ঞান ও দেহাদি অসৎ।
ইহাকে সাত্ত্বিক জ্ঞান কহেন মহৎ ॥
আমিও আমার ভাব রাজস জ্ঞানে হয়।
সাংসারিক জ্ঞানকে তামস জ্ঞান কয়।
নির্গুণ গুণেতে দেখে সবই ব্রহ্মময় ॥৩৯॥

বনে বাস সাত্ত্বিক ও গ্রামে রাজসিক।
জুয়া আদি কুকর্ম্মে রতি বাস তামসিক।
ভগবদ্‌ভাবে যাঁর অহর্নিশ কাটে।
তাহাই নির্গুণ বাস জ্ঞানিগণ মতে ॥৪০॥

অনাসক্ত মনে যদি সর্ব্বকার্য্য হয়।
সাত্ত্বিক কর্ত্তা বলি তাঁরে জানিহ নিশ্চয় ॥

আসক্তিতে অন্ধ হ'লে রাজস কর্ত্তা বলে।
তামস কার্ত্তা নিজের খুসীমত চলে॥
নির্গুণ কার্ত্তা করে মোরে একান্ত আশ্রয়।
মম সেবায় শ্রদ্ধাতে নির্গুণ শ্রদ্ধা হয়।
কর্ম্মেতে শ্রদ্ধা রাজসী নাম ধরে।
তামসী শ্রদ্ধায় অধর্ম্মকে ধর্ম্ম বলে ॥৪১-৪২॥

সহজ লব্ধ পবিত্র আহার সাত্ত্বিক।
রসনাপ্রিয় রাজসিক অশুদ্ধ তামসিক ॥৪৩॥

হরিকীর্ত্তনে যে সুখ তাহাই সাত্ত্বিক।
বিষয়ে রাজসিক মোহ দৈন্যে তামসিক॥
হরিপদাশ্রয় হ'তে যে সুখ মিলয়।
তাহাই নির্গুণ সুখ জানিহ নিশ্চয় ॥৪৪॥

দ্রব্যদেশ ফল কাল জ্ঞান কর্ম্মকর্ত্তা।
শ্রদ্ধা অবস্থা আকৃতি তার সাথে নিষ্ঠা।
এই একাদশ সত্ত্বাদি ত্রিগুণাত্মিকা ॥৪৫॥

লভি এই নরদেহ জ্ঞান বিজ্ঞান যুক্ত।
আসক্তি ত্যজিয়া হও ভজনে প্রবৃত্ত ॥৪৬॥

পেটুক লম্পট সঙ্গ কভু না করিবে।
অন্ধ চালিত অন্ধবৎ নরকে পড়িবে ॥৪৭॥

দুষ্টেরে ত্যজিয়া তুমি সাধু সঙ্গ কর।
সাধু কৃপায় আসক্তি ঘুচিবে সত্বর॥
আমাতে অর্পিয়া চিত্ত নিরপেক্ষ সজ্জন।
সমদর্শী নিরহঙ্কার অনাসক্ত হন॥
দ্বন্দ্বহীন সহিষ্ণু মোহ করিয়া বর্জ্জন।
দারা সুতাদিতে আসক্ত না হন কখন ॥৪৯॥

তাঁরা করেন নিত্য মম লীলাপ্রসঙ্গ।
শ্রদ্ধায় শুনিলে ঘুচে পাপের তরঙ্গ ॥৫০॥

সেই কথা যারা শুনে আর পালন করে।
অনুমোদন করে যারা শ্রদ্ধায় আদরে।
তাহাদের ভক্তি হয় শীঘ্র আমাপরে ॥৫১॥

আনন্দ অনুভব অনন্ত গুণাধারে।
মধুর পরমাত্মার স্বরূপ আমাতে॥
ভক্তিলাভের সৌভাগ্য হৈল যাঁহার।
কোন কিছু অপূর্ণ নাহি থাকে তাঁহার ॥৫২॥

অগ্নি যথা নাশে অন্ধকার শীত ভয়।
সাধু সেবায় তথা ত্রিবিধ পাপ যায়॥
অজ্ঞান আঁধার জাড্য ভবভয় আর॥
সাধুর সেবায় এই তিন দূরে যায় ॥৫৩॥

জলেতে পড়িয়া যারা হাবুডুবু খায়।
নৌকাই তাদের হয় পরম আশ্রয়॥
সংসার সাগরে যারা হতেছে মগন।
তাদের আশ্রয় হন সাধু মহাজন ॥৫৪॥

প্রাণিদিগের পক্ষে অন্নই প্রাণ হয়।
আর্ত্তজনের কিন্তু আমিই আশ্রয়॥
পরলোকে ধর্ম্মই হন একমাত্র ধন।
ভবভীত জনের শরণ্য সাধুজন ॥৫৫॥

তপন উদয়ে জীব বহির্নেত্র পায়॥
জ্ঞানচক্ষু পায় নর সাধুর কৃপায়॥
দেবতা বান্ধব মোদের হন সাধুজন।
সাধুভক্তে আমা সম করিও চিন্তন ॥৫৬॥

গঙ্গাসাগর আদি তীর্থ জলময়।
দেববিগ্রহ যত মৃণ্ময় শিলাময়॥
পাতক নাশিতে তাদের দীর্ঘকাল যায়।
সাধুদের দর্শনমাত্রে পাতক পলায় ॥৫৭॥

অগ্নি সূর্য্য চন্দ্র তারা আর ভূমি জল।
মন বাক্য নীলাকাশ এই বায়ুমণ্ডল
তাদের পূজিলে ভেদবুদ্ধি নাহি যায়।
অবহেলে কাটে জ্ঞানীর মুহূর্ত্ত সেবায় ৫৮॥

মাংস ও শোণিতময় এই নরদেহে।
মমতাবুদ্ধি যাদের দারা পুত্র গেহে॥
জ্ঞানী ভক্ত ত্যজি যার জলে তীর্থবুদ্ধি।
গর্দ্দভ তাহারে জান হলেও নরাকৃতি ॥৫৯॥

সব ত্যজি নিয়ত করে আমার ভজনা।
তার হৃদে পশি ঘুচাই যতেক কামনা ॥৬০॥

অখিলাত্মারূপে মোর দর্শনের ফলে।
হৃদয়-গ্রন্থি টুটিয়া সংসার যায় চলে ॥৬১॥

অতএব সংসারে বিরাগ আর জ্ঞান।
মদ্‌ভক্তের কিরূপে তারা করিবে কল্যাণ॥

তপঃ কর্ম্মযোগ বিগ্রহাদি যা দিতে পারে।
সকলি লভেন ভক্ত ভক্তির প্রভাবে॥
স্বর্গ বা মোক্ষ তাঁদের সহজেই মিলে।
বৈকুণ্ঠেতে গমন হয় অভিলাষ হইলে॥৬২-৬৪॥

আমার একান্ত ভক্ত ধীর সাধুগণ।
আমা ছাড়া কিছু নাহি চাহেন কদাচন॥
মদ্দত্ত কৈবল্য মুক্তিও না করেন গ্রহণ॥৬৫॥

কামনা ত্যাগের হয় অত্যুত্তম ফল।
কামনা ত্যাগেই মিলে ভকতি সুফল॥৬৬॥

বুদ্ধিরূপ প্রকৃতির পারে আছেন যিনি।
পরমাত্মা পরমেশ্বর পরব্রহ্ম তিনি॥
তাঁর কৃপায় তাঁরে প্রাপ্ত হন যেই জন।
রাগদ্বেষহীন সেই সাধুভক্তগণ॥
সর্ব্বভূতে হয় তাঁর সম দরশন।
পাপপুণ্য ভোগ তাঁদের না হয় কখন॥৬৭॥

মৎকথিত অনুষ্ঠান যাঁরা করেন পালন॥
মায়াতীত মঙ্গলময় স্থানে করেন গমন।
পরব্রহ্ম-তত্ত্ব তাঁরা অবগত হন॥৬৮॥

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

তৃতীয় আহ্নিক ঃ

প্রথম পরিচ্ছেদ—পরম মোক্ষমার্গ নিরূপণ।

এই মহামায়া কেবা পারে তরিবারে।
বিষ্ণুর ভক্ত ভিন্ন অন্যে নাহি পারে ॥১॥
বিবিধ কর্ম্মে হয় নানা কামনা বাসনা।
কামনা সকল করে যেন জালের রচনা ॥
সেই জালে জড়ায় তাহারই বাসনা।
প্রবৃত্তি মার্গ তাই কেহ ছাড়িতে চাহে না ।।
সংসার নিবৃত্তি পথে চলিতে প্রবৃত্তি।
কভু নাহি হয় জীবের এরূপ সুমতি ॥
অনাদি কালের ভ্রমে বুদ্ধি বিপরীত।
অনিষ্টেতে ইষ্ট দেখে হিতেতে অহিত ॥২॥
ইষ্টলাভে সুখ আর দুঃখ অলাভেতে।
জীবমাত্রেরই এই বুদ্ধি হ'য়ে থাকে ॥
স্বরূপ জ্ঞানলাভের পথে প্রবৃত্তি হয় না।
অক্ষুণ্ণ সুখ তাই তাদের হইতে পারে না ॥৩॥
স্বরূপ জ্ঞান চেষ্টার অভাবে ইহা হয়।
বন্ধ-মোক্ষের হেতু কি বিচার না করয় ॥
এই ভ্রম আমাদের হয় কি কারণে।
প্রবল অজ্ঞান এই ভ্রম দেয় এনে ॥
অজ্ঞান-প্রাবল্য এত আসে কোথা হ'তে।
ভক্তিজ্ঞান বৈরাগ্য বাসনার অভাবে ॥
মনে সে অভাবের উৎপত্তি কিসে আসে।
অন্তঃকরণের অত্যন্ত মালিন্য বশেতে ॥৪॥
ভবসাগর তরণ কিসে হয় তবে ?
গুরু কি বলেন মন দিয়া শুন সবে ॥
জন্মে জন্মে বেদাদি সিদ্ধান্তের অভ্যাসে।
উত্তম সুকৃত হয় পাপের বিনাশে ॥
অত্যুৎকৃষ্ট সুকৃতের পরিপাক হ'লে।
সাধুভক্ত সজ্জনের সঙ্গ তার মিলে ॥
সঙ্গগুণে বিধি নিষেধের জ্ঞান জন্মে।
সদাচারে প্রবৃত্তি তাহাতেই আনে ॥
আচার পালনে হয় অখিল পাপক্ষয়।
অন্তঃকরণ অতি নির্ম্মল তবে হয় ।।
নির্ম্মল মনেতে শুভ আকাঙ্খার উদয়।
তাহে সদ্‌গুরু-কৃপা-কটাক্ষ লাভ হয় ॥৫॥
মিলে যদি সদগুরুর করুণার কণা।
সিদ্ধ হয় তার যত বিশুদ্ধ বাসনা
বাধা বিঘ্ন যত আর যাহা প্রতিকূল।
অচিরে সকলই হয় একান্ত নির্ম্মূল ॥
আপনা হইতে আসে শ্রেয়ঃ ও মঙ্গল।
সদ্‌গুরুর করুণার এই ত সুফল ॥৬॥
গুরূপদেশ বিনা কোটী কল্পে নাই জ্ঞান।
রূপ জ্ঞানে বঞ্চিত জন্মান্ধের সমান ॥
মিলিলে সদ্‌গুরুর কৃপাকটাক্ষের লেশ।
অচিরেই তত্ত্বজ্ঞান লভিবে বিশেষ ॥৭॥
সদ্‌গুরু-কৃপাকণা মিলিলে ভাগ্যেতে।
শ্রদ্ধা জন্মে হরিকথা শ্রবণে ও ধ্যানে।।
ভক্তিভরে হরি কথা শুনিতে শুনিতে।
হৃদয়ের দুর্বাসনার গ্রন্থি যায় টুটে ॥
কামাদি ষড়রিপু হয় সমূলেতে নাশ।
হৃৎপদ্ম-মধ্যে হন পরমাত্মার প্রকাশ ।।৮।।
দৃঢ়া ভক্তিলাভ হয় সদ্‌গুরুর কৃপায়।
ভক্তিধন হইতে হয় বৈরাগ্যের উদয় ॥
বৈরাগ্য হইতে জ্ঞান ও বিজ্ঞান জনময়।
অভ্যাস করিলে তাহা পরিপক্ক হয়।
জীবন্মুক্ত বলি সবে তাহাকে কয় ॥
শুভাশুভ কর্ম্ম আর যত বাসনাদি।
কিছুই থাকে না তাঁর জীবন্মুক্ত যিনি ॥৯॥
শুদ্ধ সাত্ত্বিক বাসনা হলে দৃঢ়তর।
বিশেষ ভক্তির উদয় হয় অতঃপর ॥
তখন যেদিকে তিনি ফিরান নয়ন।
নারায়ণ বিনা কিছু না হেরে লোচন ॥১০॥
ভক্তিমার্গে অধিকারী ভেদ নাহি থাকে।
মুক্তি সুনিশ্চিত নিরুপদ্রব ভক্তিমার্গে ॥
ভক্তিমার্গে অনায়াসে বুদ্ধিমান্ জন।
তত্ত্বজ্ঞান অচিরেই তিনি প্রাপ্ত হন ॥১১॥
ভক্তকে রক্ষা করেন ভকতবৎসল।
তাহাতেই হয় হেন অপরূপ ফল ॥
মোক্ষলাভ বিঘ্ন যত সব দূর করি।
অভীষ্ট দিয়া মোক্ষ দেওয়ান শ্রীহরি ॥১২॥

কোটী কল্পেও মুক্তি নাই বিনা বিষ্ণুভক্তি।
ভক্তি বিনা ব্রহ্মারও কোটী কল্পে
নাই মুক্তি ॥১৩॥
বিনা কারণে কার্য্য কেমনে হইবে।
ভক্তি বিনা ব্রহ্মজ্ঞান কভু না মিলিবে ॥১৪॥
অতএব সব ত্যজি ভক্তিপথ ধর।
নিষ্ঠা করি ভক্তিমার্গে হও হে তৎপর ॥
সকল প্রকার সিদ্ধি ভক্তিতে পাইবে।
হরিভক্তিতে অসাধ্য কিছু না রহিবে ॥১৫॥

আমার উপাসনায় হয় সকলি মঙ্গল।
আমার উপাসনায় জয় সর্বত্র কেবল ॥
মম উপাসক হন উত্তম সবার।
মম উপাসক বন্দনীয় সর্ব্বজনার।
সংসারে অসাধ্য কিছু না থাকে তাঁহার ॥১৬॥
সকল বন্ধনের নাশ হয় সমূলেতে।
সদ্‌বৃত্তবৎ তাঁরে সেবেন সর্ব্বদেবে
শেষে পরমানন্দ লক্ষণ নিরতিশয়।
অদ্বৈত পরমব্রহ্ম স্বরূপ তাঁর হয় ॥১৭॥

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ—মুরারির তৃতীয় পন্থা।

[ব্রহ্মাণ্ডের কৃপাদৃষ্টিতে ঘটে অঘটন।
বরাহ উপনিষদের এইটী বচন ॥]
মোক্ষধামে যাইতে দুইটী পথ আছে।
শুকমার্গে অথবা বামদেব মার্গেতে ॥
শুকমার্গ যাঁহারা করেন অনুসরণ।
সদ্যো মুক্তিলাভ করেন ধীর স্থির জন ॥১॥
ক্রম মুক্তি লভে জীব বামদেব পথে।
সাংখ্যযোগ সত্ত্বাদি কর্ম্মে জনমে জনমে ॥
দুইটী মার্গই হয় দেবতা-কল্পিত।
দুইটীর স্বরূপ জানা হয় যে উচিত ॥২॥
শুকমার্গেতে পক্ষিবৎ উড়ে চলি যায়।
বামদেব পিপীলিকা ক্রমশঃ পৌঁছায় ॥৩॥
*নেতি নেতি বিচার বিধি নিষেধ পালন।
মহাবাক্যাদির তত্ত্ব করি আলোচন।
সাংখ্যযোগ সমাধিতে লভি তত্ত্ব জ্ঞান।
শুকবৎ তাঁহারা সদ্যঃ পরমপদ পান ॥৪-৫॥
বহু কষ্টে করি যম নিয়মাদি আসন।
নানা বাধা বিঘ্ন করে তাঁহাকে আক্রমণ ॥
তাহাতেও আকাঙ্ক্ষিত ফল নাহি মিলে।
পুনরায় জন্মলাভ হয় শুদ্ধ কুলে ॥

জন্মে জন্মে অভ্যাস করিয়া সুমতিতে।
বিষ্ণুপদ প্রাপ্ত হন বামদেবপথে ॥
ভূমি হৈতে পিপীলিকা ছাদে যেতে চায়।
দেওয়াল বাহিয়া ধীরে অগ্রসর হয় ॥
পদস্খলনের শঙ্কা আছে পদে পদে।
ধৈর্য্য না হারাইয়া চেষ্টা করিতে সে থাকে ॥
তেমতি সাধনমার্গে জন্ম জন্মান্তরে।
বিষ্ণুপদে পৌঁছিয়া যান তিনি ধীরে ধীরে ॥৬-৮॥
দুইটী মঙ্গলপথ ব্রহ্মপ্রাপ্তিকর।
বহুজন্ম লব্ধ এক সদ্যোমুক্তি অপর ॥
সর্ব্বভূতে ভগবান্ তিনি করেন দর্শন।
মোহাদিতে আচ্ছন্ন নাহি হন কদাচন ॥৯॥
তত্ত্বজ্ঞানের অনুভবী পুরুষ রতন।
কৃপা করি যারে করেন করুণাবর্ষণ ॥
হ'লেও মহাপাতকী সে অতি দুর্জ্জন।
সর্ব্বপাপ হইতে হয় তাহার মোচন ॥১০॥
হ'লেই বা ভোগদেহী খেচর ভূচর।
ভাগ্যেতে হৈলে ব্রহ্মজ্ঞের দৃষ্টিগোচর ॥
কোটী জন্মের পাপ তার হৈয়া বিনাশন।
সদ্যোমুক্তি লভি করেন বৈকুণ্ঠে গমন ॥১১॥

* নেতি=ন+ইতি। ইহা নহে উহা নহে এইরূপ বিচার।

তৃতীয় আহ্নিক।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ—মুমুক্ষুর শরণাগতি।

সর্ব্বজন-পূজ্য শ্রীকৃষ্ণ, বিশ্ব যাঁর বশ।
একই তিনি নানারূপে হয়েন প্রকট॥
(সে) পীঠস্থ দেবে যিনি ভজেন অনুক্ষণ।
তাঁহারি নিত্য সুখ অন্যের নহে কখন॥১॥

নিত্যের মধ্যে নিত্য চেতন হতে চেতন।
বহুর মধ্যে এক হন বাঞ্ছাপূরণ॥
অন্তঃস্থ সেই দেবে যিনি করেন ভজন।
তিনি বিনা স্থায়ি সুখ না পান কোন জন॥২॥

পরম পদ ভজিয়া যিনি নিষ্পাপ হন।
গোপরূপী শ্রীকৃষ্ণের তিনি পান দরশন ৩॥
ব্রহ্মাকে সৃজিয়া যিনি সৃষ্টির পূর্ব্বেতে।
বেদ উপদেশ দেন তাঁহারি বিধিমতে॥
জীবকে সুবুদ্ধি দিয়া যিনি দেন জ্ঞান।
মুমুক্ষুর শরণ্য তিনি শ্রীকৃষ্ণ ভগবান্॥৪
বিশ্বের স্বরূপ স্থিতি লয়ের কারণ।
বিশ্বেশ্বর গোবিন্দে প্রণমি অগণন॥৫॥
তত্ত্বজ্ঞানের মূর্ত্তি যিনি পরমানন্দময়।
নমো নমঃ শ্রীকৃষ্ণে গোপীনাথ দয়াময়॥৬॥
কমল নয়নে নমি যিনি কমলমালী।
কমলনাভি যিনি মা কমলার পতি॥৭॥
সুন্দর শিখিপুচ্ছের মুকুট যাঁর শিরে।
অকুণ্ঠ মেধাবী রামে নমি ভক্তিভরে॥
মা লক্ষ্মীর পরম আনন্দদাতা যিনি।
শ্রীগোবিন্দের পাদপদ্মে পুনঃ পুনঃ নমি॥৮॥
কংস-বংশ নাশন কেশী চাণূর ঘাতন।
পার্থের সারথি যিনি শ্রীশিবের পূজন॥
সেই শ্রীকৃষ্ণে করি অসংখ্য বন্দন॥৯॥
যমুনাতট-বিহারী কর্ণেতে কুণ্ডল।
গোপিকা বেষ্টিত হইয়া করেন নর্ত্তন॥
প্রণত জনেরে যিনি করেন পালন।
ভগবান শ্রীকৃষ্ণে করি সতত বন্দন॥১০-১১॥
পাতক-নাশন গিরি-গোবর্দ্ধন-ধারী।
পূতনা নাশন তৃণাবর্ত্ত-প্রাণহারী॥
পূর্ণ পরব্রহ্ম শুদ্ধাশুদ্ধের অতীত।
অদ্বিতীয় শ্রীকৃষ্ণপদে করি প্রণিপাত॥১২-১৩॥
পরমানন্দময় যিনি পরম ঈশ্বর।
আধি-ব্যাধি-সর্প-দংশনে হয়েছি কাতর।
এ পাতকীরে রক্ষা কর করুণার আকর॥১৪॥
শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীকান্ত গোপী মনোহর।
সংসার সাগর হতে মোরে ত্রাণ কর॥১৫॥
ক্লেশহারী নারায়ণ জনার্দ্দন কেশব।
রক্ষা কর পরমানন্দ গোবিন্দ মাধব॥১৬॥
শ্রীকৃষ্ণই হন মোদের পরম দৈবত।
ধ্যান-পূজা-ভক্তি-প্রেম তাঁহাকেই উচিত।
ওঁ তৎসৎ মন্ত্রে পরব্রহ্ম হয়েন পূজিত॥১৭॥

চতুর্থ আহ্নিক।

মোক্ষপ্রকার নির্ণয়।

[অযোধ্যায় সিংহাসন-স্থিত রঘুবরে
জিজ্ঞাসেন মুক্তিপথ মারুতি ভক্তিভরে]

ভক্তির একটী পথ কহেন মুনিগণ।
কাশীধামে রামনাম জপ অনুক্ষণ।
এই উপদেশে জীবের হইবে তারণ ॥১॥
কোনও মুনির মতে উত্তম হয় সাংখ্যযোগ।
কেহ বলেন শ্রেষ্ঠপথ হয় ভক্তিযোগ ॥
অন্য কোন মুনিশ্রেষ্ঠ করেন নির্দ্দেশ।
বেদান্ত বাক্যবিচারে ফল পাইবে বিশেষ ॥ ২॥
শ্রীরাম কহেন মুক্তি চারিটি প্রকার।
পরমার্থ-রূপিণী কৈবল্য, শ্রেষ্ঠ তাহার ॥৩॥
দুরাচারও একমনে যদি মোরে ভজে।
লোকান্তর না হইয়া সালোক্য মুক্তি লভে ॥৪॥
কাশীধামে ব্রহ্মনালে যদি দেহ যায়।
রাম নাম মন্ত্র পেয়ে সেই মুক্ত হয়।
জনম মরণ হ'তে পরিত্রাণ পায় ॥৫॥
কাশীধামে কাহারো যদি যায় প্রাণ।
তার দক্ষিণ কর্ণে শিব রামমন্ত্র দেন ॥
সর্ব্বপাপ হ'তে সে মুক্তি লাভ করে।
সারূপ্য সালোক্য সে পায় মন্ত্রের বরে ॥৬-৭॥
অনন্যমনেতে দ্বিজ মোরে করি ধ্যান।
সালোক্য সারূপ্য সামীপ্য মুক্তি তিনি পান ॥৮॥
গুরুর উপদেশ মত মোরে করি ধ্যান।
ভ্রমর কীটবৎ সম্যক্ করিবে ভজন ॥
ব্রহ্মানন্দদাত্রী সাযুজ্য মুক্তি লাভ হবে।
আমার উপাসনায় জীব সকলি পাইবে॥৯ ১০॥
অষ্টোত্তর উপনিষদ্ করিলে সেবন।
তিন প্রকার ভাবনার হয় অবসান ॥
বাসনা কামনা যত সব দূরে যায়।
বৈরাগ্য জ্ঞানের হয় তত্ত্বজ্ঞানের উদয় ॥১১॥

বেদবিদ্যাব্রত পূজা গুরুর সমীপে।
শান্তি পাঠ সহ উপনিষদ্ শুনিবে।
এইরূপে উপনিষদ্ করিলে সেবন।
প্রারব্ধ ক্ষয়ান্তে তিনি জীবন্মুক্ত হন ॥১২-১৩॥
কালক্রমে হইলে প্রারব্ধের ক্ষয়।
বিদেহ মুক্তি লাভ করেন নিশ্চয় ॥১৪॥
সর্ব্বোপনিষদের সার অষ্টোত্তর শত।
শ্রবণে সকল পাপ হয় দূর গত ॥
অতিগুহ্য শাস্ত্র ইহা পবননন্দন।
জ্ঞানে বা অজ্ঞানে পাঠে টুটয়ে বন্ধন ॥১৫-১৬॥
নাস্তিক কৃতঘ্ন কিম্বা কদাচারে রত।
ভক্তিহীন হৈয়া শাস্ত্রের কদর্থেতে ব্যস্ত ॥
শাস্ত্রের প্রকৃত অর্থ না হয় অধিগত।
হিতাকাঙ্ক্ষী শিষ্য গুরু সেবা পরায়ণে।
সুশীল সৎকুলজাত মম ভক্ত জন ॥
সম্যক্ পরীক্ষা করি হে পবননন্দন।
উপনিষদের জ্ঞান তারে করিবে অর্পণ ॥
উপনিষদ্ যেবা করে শ্রবণ পঠন।
নিঃসংশয় পায় সেই আমার চরণ ॥১৭-২০
আমাদের চেষ্টা হয় দুইটী প্রকার।
শাস্ত্রিত চেষ্টা এক উচ্ছাস্ত্র হয় আর ॥
শাস্ত্রিত চেষ্টা হয় শাস্ত্রের অনুকূল ॥
উচ্ছাস্ত্র চেষ্টা খুসীমত শাস্ত্র-প্রতিকূল।
শাস্ত্রিত চেষ্টার ফলে মিলে পরমার্থ।
উচ্ছাস্ত্র চেষ্টায় কিন্তু ঘটায় অনর্থ ॥২১॥
বাসনারূপী স্রোতস্বতী দুই মার্গে চলে।
একটা মার্গে শুভ অন্যে অশুভই ফলে ॥
চেষ্টা করি অশুভেরে চালাও শুভ পথে ॥২২॥
অশুভ কর্ম্মেতে রত জনগণ যথা।
শুভ পথে লইবে যত্ন উচিত সর্ব্বথা ॥
চিত্তরূপী শিশুকে উচিত যতনে লালন।
শুভমার্গে তাহাকে সদা করিবে যোজন ॥২৩॥

বাসনা-ক্ষয় বিজ্ঞান ও দুষ্প্রবৃত্তি নাশ।
তিনেরই দীর্ঘকাল করিলে অভ্যাস ॥
অভীষ্ট ফললাভে বাধা থাকে না কখন।
জানিও ইহা মহামতি পবননন্দন ॥২৪॥
একসঙ্গে তিনের অভ্যাস না করিলে।
নিষ্ফল হয় যথা ইষ্টমন্ত্র প্রকাশিলে।
শত বর্ষেও অভীষ্ট পদ নাহি মিলে ॥২৫-২৬॥
এই তিনের অভ্যাস করিলে বিধিমতে।
মৃণালতন্তুবৎ হৃদয়ের পাপগ্রন্থি টুটে ॥২৭॥
শত শত জন্মের মিথ্যা সংসার বাসনা।
ক্ষয় নাহি হয় দীর্ঘকাল অভ্যাস বিনা ॥২৮॥
বাহ্য বিষয়ে ইন্দ্রিয়াদি আপনা হইতে।
প্রবৃত্ত হইয়া পড়ে জেনো ভাল মতে ॥
বিবেকের উচিত তিনের আশ্রয় লইতে ॥২৯॥
সম্যক্ ত্যজিয়া যত মনের দুর্ব্বাসনা।
চিন্মাত্র বিগ্রহে মোরে করিলে ভাবনা।
আমাকে পাইতে কোন বাধাই থাকে না ॥৩০॥
মনে প্রাণে এই তিনটি অভ্যাস করিলে
সমাধি না হইলেও তার মোক্ষপদ মিলে ॥৩১॥
কামনা বাসনা হতে মুক্ত হ'লে মন।
কর্ম্ম জপ বা সমাধির কিবা প্রয়োজন ॥৩২॥
অতএব সকল দুর্ব্বাসনা ত্যজিয়া।
মৌন অবলম্বন কর সুদৃঢ় হইয়া ॥৩৩॥
একতত্ত্বাভ্যাসে মন যাবৎ না হয় জয়।
নিশিতে ভূতবৎ ইন্দ্রিয়ের উৎপাত হয় ॥৩৪॥
চিত্তাভিমান যিনি করেছেন নিরুদ্ধ।
ইন্দ্রিয়রূপী রিপুগণ যাঁর বশীভূত ॥
হেমন্তের পদ্মবৎ তাঁর বাসনা সকল।
নিমেষে ক্ষয় হয় থাকে না কখন ॥ ৩৫॥
হাতে হাতে পিষিয়া কিংবা দাঁত কড়কড়ি।
মনোজয়ে চেষ্টিত হও দিয়া পূর্ণশক্তি ॥৩৬॥
মত্ত হস্তী অঙ্কুশ বিনা না হয় সংযত।
সদ্‌যুক্তি বিনা চিত্ত নাহি হয় শান্ত ॥৩৭
অধ্যাত্মবিদ্যাভ্যাস সৎসঙ্গে বাসনা ক্ষয়।
প্রাণায়ামাদি চিত্ত জয়ে সহায় হয় ॥৩৮॥

সদ্‌যুক্তি ছাড়ি যে করে হঠের আশ্রয়।
তাহার মন সংযত কভু নাহি হয়।
চিত্তস্থ দীপ ত্যজি সে আঁধারে হাতড়ায় ॥৩৯
হঠ করি কভু নাহি হয় চিত্ত জয়।
মৃণালতন্তুতে কি মত্ত হস্তী বাঁধা যায় ॥৪০॥
সর্ব্বদিক্ স্থিরচিত্তে বিচার না করিলে।
বস্তুর স্বরূপ মনে না লাগে দৃঢ়ভাবে ॥
চিত্তের এ অবস্থাকে বিকার বলি জান।
বাসনা ইহাকেই বলেন বুধগণ ॥৪১॥
একটীতে মন নিষ্ঠ হইলে কপিবর।
যাহা ভাবে তাহাই হয় অতঃপর ॥৪২॥
তীব্র বাসনায় জীব বিবশ হইলে।
মোহবশে সর্ব্ববস্তু সৎ মনে করে ॥৪৩॥
বাসনা-বদ্ধ জীব চলে প্রকৃতির বশে।
দৃষ্টি তার বিকৃত হয় ভ্রান্ত মদবশে ॥৪৪॥
আমাদের বাসনা হয় দুইটী প্রকার।
একটী শুদ্ধ অপর মলিনা নাম তার ॥৪৫॥
মলিনা বাসনা হেতু অজ্ঞান জনময়।
দুর্ভেদ্য অহঙ্কার সদা তাহা হতে হয় ॥
অহঙ্কার জন্মে পূর্ব্ব জন্মের কারণ।
একবাক্যে ইহাই বলেন জ্ঞানিগণ ॥
বীজ যদি আগুনেতে ভাজিয়া ফেলা হয়।
সে বীজ হ'তে অঙ্কুর নাহি জনময় ॥
সংসার বাসনার বীজ ত্যাগ হয় যদি।
মুক্তিলাভ হয় তাহার জন্মান্তর নাশি ॥৪৬॥
গোজাতি যেমতি করে খাদ্য রোমন্থন।
সহসা করিতে নারে গলাধঃকরণ ॥
তেমতি অনুভব বিনা শাস্ত্রের বচন।
সবই ব্যর্থ হয় শুন পবন নন্দন।
অন্তরস্থ জ্যোতিঃ বৎস কর অন্বেষণ ॥৪৭॥
সমগ্র চতুর্ব্বেদ করিয়া অধ্যয়ন।
দর্পে হতবুদ্ধিতে বোধ না হয় কখন ॥
অনুভব বিনা জ্ঞান দৃঢ় নাহি হয়।
পায়সে মগ্ন হাতা যথা স্বাদ নাহি পায় ॥
স্বদেহের অশুচিতে নাহি হ'লে ঘৃণা।
বৈরাগ্যের উপদেশ তারে বৃথাই কল্পনা ॥৪৯॥

নরদেহ জানিহ মলিন অতিশয় ।
দেহী হইতে আত্মা অতি নির্ম্মল হয় ॥
কিসের শুচি প্রয়োজন বুঝাই ত যায় ॥৫০॥

বাসনার বশে জীব আবদ্ধ সংসারে ।
বাসনা-ক্ষয়েতে সে মোক্ষ লাভ করে ॥

এমনি করিয়া ত্যাগ করহ বাসনা ।
মোক্ষের বাসনাও মনেতে রেখো না ॥৫০॥

মানসী বাসনা ত্যজি ও বিষয় বাসনা ।
সখ্য ভাবে অমল ভাব গ্রহণ কর না ॥

সকল বাসনা একেবারে পরিহার করি ।
স্থিরচিত্তে শান্ত হও সমদৃষ্টি রাখি ॥৫২-৫৩॥

বাসনা পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বভাবে ।
হে মারুতি মনোনিবেশ করহ আমাতে ॥৫৪॥

নাহি নাম গোত্র অজ অক্ষয় পরমাত্মার ।
জ্ঞানমূর্ত্তি গগনবৎ অনন্ত অপার ॥
তাঁহাকে জানিলে নাহি থাকে কিছু বাকী ।
ভজহ মারুতি সেই সর্ব্বদুঃখহারী ॥৫৫॥

সচ্চিদানন্দঘন যিনি পরমব্রহ্ম
সদা সর্ব্বত্র সর্ব্বভাবে তিনি পরিপূর্ণ ॥
পূর্ণব্রহ্ম হইতে জাত জগৎ হয় পূর্ণ ।
পূর্ণ হইতে পূর্ণ লইলে বাকী থাকে পূর্ণ ॥
শান্তি বিরাজ করুক ত্রিভুবন মাঝে ।
'হরি তৎ সৎ' মন্ত্র জগতে বিরাজে ॥৫৬॥

মোক্ষ প্রকার নির্ণয় নাম চতুর্থ আহ্নিক সমাপ্ত ।

পঞ্চম আহ্নিক—ভক্তগীতম্ ।

আকর—নারদপঞ্চরাত্রম্ । পাণ্ডবগীতা । শ্রীমদ্ভাগবতম্ । ব্রহ্মাণ্ডপুরাণম্ ।

করে থাক যদি তুমি শ্রীহরির আরাধনা ।
তপস্যার কিছুই প্রয়োজন হবে না ॥
শ্রীহরির আরাধনা যদি নাহি হল ।
তপস্যা ও পরিশ্রম সকলি বিফল ॥১॥

অন্তর বাহির যদি হয় হরিময় ।
তপস্যায় নাহি হয় ইষ্ট ফলোদয় ॥

অন্তর বাহিরে যে নাহি দেখে হরি ।
তপস্যায় কি হইবে দেখ না বিচারি ॥২॥

কৃষ্ণ সেবা হতে শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম তপ নাই ।
কৃষ্ণ সেবকের তাহার প্রয়োজন নাই ॥৩

ভক্তিতে শ্রীকৃষ্ণ-তেজ চিন্তেন যোগিগণ ।
ভক্তি সুপক্ক হইলে যোগীই বৈষ্ণব হন ॥৪

বৈষ্ণবমত সর্ব্বোত্তম জানিও নারদ ।
ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ হয়েন বৈষ্ণব ॥৫

শ্রীহরিকে দেখেন সদা অন্তরে বাহিরে ।
জাগরণে অথবা স্বপনের মাঝারে ।
তপস্যায় তাঁহার কি লাভ হতে পারে ॥৬

জগৎ মাঝে যাঁরা হন শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমান্ ।
আর যারা সর্ব্বাপেক্ষা অতি মূঢ়জন ॥
উভয়েই এ জগতে বেশ সুখে থাকে ।
মধ্যবর্ত্তী ব্যক্তিগণ শুধু মরে ভুগে ॥৭
শ্রীকৃষ্ণের দাস্য সারাৎসার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ।
ভক্তি মুক্তি হ'তে শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবের অভীষ্ট ॥৮
হরিভক্তের সঙ্গে মিলে ভক্তি নৈষ্ঠিকী ।
হরিদাস্য দেয় তাহা শুভা অহৈতুকী ॥৯
বৃক্ষলতার অঙ্কুরগুলি বাড়ে জল পেলে ।
শুকাইয়া যায় কিন্তু রৌদ্রতাপ লাগিলে ॥১০
ভক্ত সঙ্গে ভক্তির অঙ্কুর বৃদ্ধি পায় ।
অভক্ত সঙ্গের তাপে শুকাইয়া যায় ॥১১

ভক্তের সঙ্গে তাই মিলেন সুধীজন ।
সর্পসম অভক্তেরে করেন নিরীক্ষণ ॥১২

বাক্যালাপ অঙ্গস্পর্শ শয়ন ভোজন ।
চারি প্রকারেতে হয় পাপ সংক্রমণ ॥
তেলে জলেও মিশে যদি থাকে কিছুক্ষণ ।
তেমতি পাপ সঙ্গে সর্ব্বনাশ সাধন ॥১৩

জীবমাত্রেরই দোষগুণ হয় সংসর্গেতে।
এই হেতু সাধুসঙ্গ চাহেন সাধুতে ।।১৪
শ্রীহরিকে স্মর সদা ভুলো না কখন।
বিধি নিষেধ সব হয় ভক্তের অধীন ॥১৫
মূর্খ ও জ্ঞানী উভয়ে বিষ্ণুকে প্রণমে।
জ্ঞানী বলেন শুদ্ধ ভাষা মূর্খ পড়ে ভ্রমে॥
উভয়ই চাহে বিষ্ণুকে করিতে প্রণাম।
বিষ্ণুর কাছে তাহা উভয়ই সমান ॥১৬
জ্ঞানার্জ্জন শক্তি কারো না হয় কখন।
যারে যেই জ্ঞান দেন শ্রীহরি যখন॥
তাঁর জ্ঞানে তাঁকে স্তব করেন সুধীজন।
ভাবই চাহেন ভাবগ্রাহী জনার্দ্দন ॥১৭
সত্য জ্ঞান শ্রেষ্ঠ আশ্রয় বিষ্ণু নারায়ণ।
অবৈষ্ণব না পায় কভু শ্রেষ্ঠ মোক্ষধন ॥১৮
বিষ্ণুমন্ত্রই শ্রেষ্ঠ মন্ত্র শ্রেষ্ঠ ধ্যান তপ।
শ্রেষ্ঠ বিষ্ণু মন্ত্রে বঞ্চিত হয় অবৈষ্ণব॥১৯
বহুমন্ত্র বিস্তর জপ যজ্ঞানুষ্ঠান।
প্রয়োজন নাহি তাঁর যিনি কৃষ্ণে ভক্তিমান্ ॥২০
তিনিই প্রকৃত পিতা জ্ঞানদাতা যিনি।
সেই যথার্থ জ্ঞান যাহে জন্মে হরি ভক্তি॥
পরম শুদ্ধা ভক্তি তাহাকেই বলে।
শ্রীহরি চরণে যাতে দাস্য ভাগ্য মিলে ॥২১
সার্থক সে দিন যশোযুক্ত মঙ্গলময়
হরি কীর্ত্তনে কাটিলে না হয় আয়ুক্ষয় ॥২২
নারদে কহিতেছেন দেব পঞ্চানন।
দারাপুত্র সহ করি হরি সংকীর্ত্তন ॥২৩
মেঘাচ্ছন্ন আকাশে দুদ্দিন নাহি হয়।
কৃষ্ণকথামৃত-হীন দুদ্দিন অতিশয় ২৪ ॥
তপনের উদয় হ'তে অস্ত গমনে।
একটী দিন চলে গেল সকলেই গণে॥
দিনে দিনে হতেছে নরের আয়ু ক্ষয়।
দুর্ল্লভ মনুষ্য জন্ম বৃথাই যাপয়॥
কিন্তু যদি ভক্তিভরে পূজ নারায়ণ।
সে সময় তার আয়ু না হয় হরণ ॥২৫
বৃক্ষগণ দীর্ঘকাল থাকেত বাঁচিয়া।
কামারের যাঁতার কি নাই শ্বাস ক্রিয়া॥

গ্রাম্য পশুগণেও করে আহার বিহার।
মনুষ্যের সহিত কি ভেদ তা সবার ॥২৬
পাইয়া শ্রবণ শক্তি যে অধম জন।
নাহি শুনে হরিকথা ভুলেও কখন॥
শূকর কুকুর উষ্ট্র গর্দ্দভ সমান।
বিফলে যায় তাদের মানব পরাণ ॥২৭
যে কর্ণেতে নাহি শুনে কৃষ্ণগুণ গান।
কর্ণরন্ধ্র বৃথা তার গর্ত্তের সমান॥
যে জিহ্বায় নাহি হয় হরিনাম কীর্ত্তন।
ভেক-জিহ্বাবৎ তাহা বলেন ভক্তগণ ॥২৮
কৃষ্ণপদে যেই শির প্রণাম না করে।
কিরীটে ভূষিত হ'লেও ভার বলি ধরে॥
যে হস্তে নাহি হয় কভু শ্রীহরির সেবন।
শবহস্ত তুল্য বলি তাহার গণন ॥ ২৯
যে নেত্র শ্রীবিগ্রহ-মূর্ত্তি না করে দর্শন।
শিখিপুচ্ছস্থ চিহ্নবৎ হয় সে নয়ন॥
যে চরণ হরিক্ষেত্র না করে গমন।
বৃক্ষবৎ স্থাবর বলি গণ্য সে চরণ ॥৩০
শ্রীহরির শ্রীপদলগ্ন তুলসী চন্দন।
যে নাসিকা তার ঘ্রাণ না করে গ্রহণ॥
হায় হায় নাসিকার কিবা প্রয়োজন।
জীবন্মৃত হয় এই সংসারে সেই জন ॥৩১
হরিনাম শ্রবণে যার না হয় বিকার।
দেহে নাই রোমাঞ্চ নেত্রে নাই প্রেমধার॥
পাষাণের কঠিনাংশে সে হৃদয় গঠিত।
নহিলে হইত তাহা কিছু বিচলিত ॥৩২
সেই বাক্য সার্থক যাহা কৃষ্ণগুণ গাহে।
সার্থক হস্ত যাহা কৃষ্ণ সেবায় লাগে॥
যেই প্রভু বিরাজিত জঙ্গম স্থাবরে।
সার্থক সে মন যদি সেই কৃষ্ণে স্মরে॥
যে কর্ণেতে কৃষ্ণকথা শুনে অনুক্ষণ, ।
শির তাঁর উভ মূর্ত্তি করয়ে বন্দন॥
যে আঁখি নিত্য কৃষ্ণরূপ করে দরশন।
হরি পাদোদক যাঁর অঙ্গের ভূষণ॥
সর্ব্ব ইন্দ্রিয় যাঁহার হরিসেবায় তৎপর।
তাঁর পদরজে পবিত্র হয় চরাচর ৩৩-৩৪

[কৈলাস শিখরে বসি প্রভু পঞ্চানন।
কহেন মা দুর্গাকে এই সুন্দর বচন॥]
হরিভক্তি অপেক্ষা প্রাণপ্রিয় মোর নাই।
হরিভক্তসঙ্গ সুন্দরি নিত্য আমি চাই॥৩৫
প্রাণসম প্রিয় মোর ভক্ত বৈষ্ণবগণ।
তাঁদের রক্ষার্থ শূল করি যে ধারণ॥৩৬
শ্রীকৃষ্ণ হন কৃষ্ণভক্তের প্রাণসম।
ভক্তগণও তাঁহার অতীব প্রিয়তম॥
ভক্তগণের নিত্য ধ্যেয় প্রভু নারায়ণ
প্রভুরও ধ্যানের বিষয় ভক্তগণ॥৩৭
কৃষ্ণভক্তের অমঙ্গল না হয় কখন।
ভক্তকে রক্ষিতে পাঠান চক্র সুদর্শন॥
চক্রকে পাঠায়ে নিশ্চিন্ত না হন শ্রীহরি।
রক্ষিতে ও দেখিতে তাঁরে যান ত্বরা করি॥৩৮
পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত প্রিয় অতি।
ভক্তকে করেন রক্ষা হরি দয়ানিধি।
এইরূপে ব্যাকুল তিনি হন নিরবধি॥৩৯
কৃষ্ণ যাঁর রক্ষক তাঁর সতত কল্যাণ।
তিনি যার বিঘ্নকর্ত্তা তার নাহি ত্রাণ ৪০
কৃষ্ণ স্মরণ মাত্র ভক্তের বিঘ্ন যায় দূরে।
দেব নরের সাধ্য না হয় বিঘ্ন করিবারে॥৪১
কোপ রোষ নাহি চলে ভক্তের উপরে।
হরি কৃপা সতত রক্ষা করেন তাঁহারে॥৪২
কৃষ্ণ যাঁরে রক্ষা করেন দিবস যামিনী।
ঘোর অরণ্য মধ্যেও সুখে থাকেন তিনি॥
গৃহমধ্যে থাকে যদি হয়ে সুরক্ষিত।
কাল পূর্ণ হ'লে সে মরিবে নিশ্চিত॥৪৩
শ্রীকৃষ্ণে স্মরেণ নানা ভক্তোত্তমগণ।
অশুভ তাঁদের নাহি হয় কদাচন॥৪৪
জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধি ভয় দিতে নারে।
আয়ু ক্ষয় নাই তাঁদের মৃত্যু কোথাকারে॥৪৫
তীর্থ কভু জলময় বা মৃৎশিলাময়।
অতি পবিত্র তীর্থ ও দেবতা নিচয়॥

তীর্থের প্রভাবে জীব দীর্ঘকালে তরে।
সাধুর কটাক্ষ মাত্রে পাপ যায় দূরে॥
ভক্তপদরজে ধরা সদ্যঃপূত হন।
সুর নর চাহেন ভক্তের দর্শন স্পর্শন॥৪৭
কৃষ্ণদাস হ'তে পূত নাহি ত্রিভুবনে।
সর্ব্বতীর্থ পূত দূর হৈতে তাঁর দর্শনে॥৪৮
যেই কুলে জনমেন বৈষ্ণবনন্দন।
জন্মমাত্র সেইকুল সুপবিত্র হন॥
পবিত্র হয়েন তাঁর পুরুষ সহস্র।
বৈষ্ণব পূজিলে পূজিত বিশ্বসমগ্র॥৪৯
বৈষ্ণবেরে কন্যাদান মুক্তির কারণ।
অপর কারণ ভক্তের উচ্ছিষ্ট ভোজন॥৫০
কৃষ্ণবিমুখ হ'য়ে যেবা মজে বিষয়তে।
বিষপানে রত মূঢ় ত্যজিয়া অমৃতে ৫১
চণ্ডাল হ'তেও পাপী হরিবিমুখ জন।
সৎকর্ম্মে অধিকার নাই নিষ্ফল জীবন॥৫২
সুপক্ক হরিভক্তি হয় তরী ভবার্ণবে।
পরব্রহ্ম কর্ণধার হন গুরুরূপে॥৫৩
তিনি গুরু বন্দনীয় পিতা পতি তিনি।
সুত তিনি কর্ম্মমূল ছিন্ন করেন যিনি॥৫৪
গুরুরূপী স্বয়ং কৃষ্ণ শিষ্য হিতকারী।
পরমাত্মা ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব গুরুরূপী।
তাঁহার অধিক ত্রিভুবনে পূজনীয় নাহি॥৫৫
হরি রুষ্ট হ'লে গুরু কৃপায় রক্ষা পাই।
গুরু রুষ্ট হ'লে রক্ষা করিতে কেহ নাই॥৫৬
গুরুই শত্রু যদি শিষ্যে দেন কুমতি।
নমি তাঁরে যান শিষ্য জ্ঞানী গুরুপ্রতি॥৫৭
জ্ঞানীগুরু পাইলে কদাচ নাহি ত্যজ।
গুরুর কর্কশ বাক্য আশীষ বলি ধর॥৫৮

ক্ষণার্দ্ধে মোক্ষ মিলে যাঁর প্রসাদেতে।
সংসারতাবণ গুরু দুর্লভ জগতে ॥৫৯
উজ্জ্বল তপন যথা গগনে বিরাজিত।
গুরুরূপ শ্রেষ্ঠতত্ত্ব হয় উদ্ভাসিত ॥
অন্ধ যথা দিবাকরে না পায় দেখিতে।
ভাগ্যহীনে গুরুতত্ত্ব না পারে জানিতে ॥ ৬০
গুরুর অধিক তত্ত্ব নাই
জ্ঞানের অধিক বল।
ভক্তির অধিক পূজা নাই
মোক্ষ অধিক ফল ॥৬১
সহস্রাধিক জন্মব্যাপী ধ্যান সমাধিতে।
ক্ষীণ পাপ হ'লে ভক্তি জন্মে শ্রীকৃষ্ণপদে ॥৬২
নিত্যোৎসব তাঁর গৃহে নিত্যই মঙ্গল।
যাঁর হৃদে মঙ্গলময় শ্রীপদকমল। ৬৩
গ্রহণেতে কাশীধামে কোটী ধেনুদান।
প্রয়াগে কল্পবাস অযুত যজ্ঞানুষ্ঠান ॥
মেরুতুল্য স্বর্ণদানে হয় যত পুণ্য।
গোবিন্দ নামের সাথে কভু নহে গণ্য ॥৬৪
হরিনাম হরিনামই আমার জীবন।
কলিকালে অন্য গতি নাহি কদাচন ॥৬৫
দুষ্ট জনও যদি করে শ্রীহরি স্মরণ।
শ্রীহরি করেন তার পাপ বিমোচন ॥৬৬
রসগ্রহণে পটু তাই নামটী রসনা।
সুমধুর হরিনাম সদা কেন জপ না ॥৬৭
অচ্যুত অনন্ত গোবিন্দ নাম উচ্চারণ।
ইহা সম শ্রেষ্ঠ ভেষজ নাই কদাচন ॥৬৮
কায়মনোবাক্যে স্মরিলে জনার্দ্দন।
নৈমিষ প্রয়াগাদির তথা হয় আগমন ॥৬৯
অত্যুত্তম হরিকথার প্রসঙ্গ যেথায়।
সর্ব্বতীর্থ আসি বাস করেন তথায়।
গঙ্গা যমুনা সরস্বতী মিলিত ত্রিবেণী।
তথায় আসেন পূতসিদ্ধ গোদাবরী ॥৭০
কৃষ্ণে রত যাঁরা কৃষ্ণ ভজেন অনুক্ষণ।
দিবানিশি শ্রীকৃষ্ণে করেন স্মরণ ॥
শ্রীকৃষ্ণে অর্পিত যাঁদের দেহ মন প্রাণ।
অন্তিমে কৃষ্ণপদে তাঁরা করেন প্রয়াণ ॥৭১

শ্রীকৃষ্ণচরণে একবার মাত্র প্রণাম।
দশ অশ্বমেধ যজ্ঞের ফলের সমান ॥
দশাশ্বমেধীর পুনরায় জন্ম হয়।
কৃষ্ণপ্রণামীকে কিন্তু জন্মিতে না হয় ॥৭২
আর্ত্ত ভীত অবসন্ন ও যাহারা দুঃখিত।
ব্যাঘ্রাদি জন্তুর মুখে হইলে পতিত ॥
নারায়ণ শব্দমাত্র করি উচ্চারণ।
সর্ব্ব বিপদ হ'তে তাঁরা মুক্ত সুখী হন ॥৭৩
শ্রীহরির লীলাকথা নাই যে কথায়
সে সব অসৎ কথা মিথ্যা সমুদায় ॥
হরিগুণকথা-পূর্ণ বচন যাহা হয়।
তাহাই সত্য সুমঙ্গল আর পুণ্যময় ॥৭৬
যে কথায় বর্ণিত শ্রীহরির যশোগান।
সে কথায় সমাহিত পূত হরিনাম ॥
অতীব রমণীয় তাহা নিত্য নূতন।
মহোৎসব হয় পাপীর শোক বিনাশন ॥৭৭
বিচিত্র পদেতে যুক্ত যদি হয় কথা।
কিন্তু না থাকিলে জগৎ পবিত্র হরিগাথা ॥
কাকতীর্থ সম গণ্য সেই বিবরণ।
পরমহংস ভক্ত না করেন সেবন ॥৭৮
যে বাক্যের প্রতি শ্লোকে নিবদ্ধ হরিনাম।
ভক্তগণ তাহা শুনি হ'ন পূর্ণকাম ॥
অচ্যুত-চরণলগ্ন যত সাধুগণ।
মহানন্দে করেন তাহা কীর্ত্তন শ্রবণ ॥৭৯
নৈষ্কর্ম্ম নির্ম্মল জ্ঞান হরিভক্তিশূন্য।
হইলে কখনও নাহি হয় তাহা ধন্য ॥
অসদ্ জ্ঞানের কথা কি আর কহিব।
হরিতে অর্পিত সর্ব্বোত্তম কর্ম্ম সব ॥
না হইলে সেই কর্ম্ম দুঃখাত্মক হয়।
বৃথা আড়ম্বর আর ভ্রমযুক্ত হয় ॥৮০
বর্ণাশ্রম চারিবেদ জপ তপস্যায়।
যশোযুক্ত কীর্ত্তির নিমিত্ত সমুদায় ॥
গুণানুবাদ শ্রবণ পরম আদরেতে।
শ্রীধর চরণ পদ্ম অবিস্মৃত বশে ॥

মুকুন্দ পদারবিন্দ সর্ব্বদা স্মরণ।
অশুভ বিনাশি করে কল্যাণ ভাজন॥
সত্ত্বশুদ্ধি পরমাত্মায় জ্ঞান ভক্তি হয়।
বৈরাগ্য বিজ্ঞান জ্ঞান বিস্তার করয়॥৮১-৮২

পঞ্চম আহ্নিক সমাপ্ত।

ষষ্ঠ আহ্নিক—বাসুদেব-গীতা।

[আকর—শ্রীমদ্ ভগবদ্‌গীতা।]

[অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্রে রণ বিবরণ।
কহেন সঞ্জয় যিনি দিব্যদরশন] ॥
কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধার্থ স্থিত কৌরবগণেরে।
দেখি পার্থ ধনু তুলি কহেন শ্রীকৃষ্ণেরে॥১॥
রণেতে উদ্যত দেখি আত্মীয় স্বজন।
হইতেছি অবসন্ন বিশুষ্ক বদন।।
কম্পমান দেহে হতেছে রোমহর্ষণ॥
খসিয়া পড়িতেছে গাণ্ডীব হস্ত হৈতে।
জ্বালা বোধ করিতেছি সমস্ত দেহেতে।।২-৩॥
নাহি পারি স্থির হইতে ঘুরে মোর মন।
হে কেশব দেখিতেছি নানা অলক্ষণ॥৪॥
মহাপাপ কর্ম্মে কৃষ্ণ এবে মোরা রত।
রাজ্যসুখ লোভে মোরা বন্ধু বধে উদ্যত॥৫॥
অর্জ্জুনকে কহিলেন শ্রীকৃষ্ণ তখন।
সঙ্কটকালে মোহেতে পড়িলে কি কারণ
হেন মোহ হয় স্বর্গপথ-রুদ্ধকর।
তোমার পক্ষে অনুচিত অকীর্ত্তিকর॥৬-৭॥
শ্রীকৃষ্ণে কহেন পার্থ হইয়া বিনীত।
অজ্ঞান মোহেতে মম চিত্ত কলুষিত।
ধর্ম্মবুদ্ধি-বিমূঢ় হয়েছি উপস্থিত॥
শরণাগত শিষ্য হই তব শ্রীচরণে।
মঙ্গল পথ কৃপা করি দেখাও আমাকে॥৮॥
শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনে কহিলেন করি কৃপা।
কহিতেছ অতি বিজ্ঞ জ্ঞানীর মত কথা॥
শোক অনুচিত তবে শোক কেন কর
এরূপ মনের ভাব দূরে পরিহর॥
জ্ঞানী কভু শোকেতে বিষন্ন নাহি হন।
মৃত বা জীবিত তরে বিষন্ন বদন॥৯॥
নরদেহে শৈশব যৌবন জরা আসে।
জ্ঞানী তাই শোকাকুল না হন দেহান্তরে॥১০॥
অসদ্ বস্তু জানিও অনিত্যই হয়।
সদ্‌বস্তুর কোনো কালে নাহি হয় লয়॥
এই লক্ষণ দেখিয়া যত জ্ঞানিগণ।
সদসৎ বিচার তাঁরা করেন অনুক্ষণ॥১১॥
হ্রাস বৃদ্ধি নাই আত্মার জনম মরণ।
দেহান্তে আত্মার ক্ষয় না হয় কখন॥১২॥
জীর্ণ বস্ত্র ত্যজি যথা নব বস্ত্র পরে।
জীর্ণ দেহ ছাড়ি দেহী নব দেহ ধরে॥১৩
সুখ দুঃখ লাভালাভ জয় পরাজয়।
সম জ্ঞান করিলে যুদ্ধে নাহি পাপ ভয়॥১৪॥
কর্ম্মে শুধু অধিকার ফলে কভু নহে।
ফলাকাঙ্‌ক্ষা ছাড় কিন্তু কর্ম্ম যেন রহে॥১৫॥
ফলাকাঙ্‌ক্ষা ত্যজি কর্ম্ম কর ধনঞ্জয়।
আমাকে স্মরিয়া কর্ম্ম করাই যোগ হয়॥১৬॥
নিষ্কাম হৈতে কাম্য কর্ম্ম অতীব অধম।
কামনা ছাড়ি কর্ম্ম কর তাহাই উত্তম॥১৭॥
অজ্ঞান জীবের পক্ষে যাহা হয় রাত্রি।
তাহাতে জাগ্রত রহেন আত্মদর্শী যোগী॥
অবিদ্যায় আনন্দে মত্ত যত জীবগণ।
তাহাকে রাত্রিতুল্য দেখেন মুনিগণ॥১৮॥
কর্ম্ম হ'তে বুদ্ধি যদি শ্রেয়ঃ জনার্দ্দন।
তবে কেন কর্ম্মে মোরে কর নিয়োজন।
শ্রীকৃষ্ণে করেন অর্জ্জুন নম্র নিবেদন॥১৯॥
শ্রীকৃষ্ণ বুঝাইয়া দিলেন অর্জ্জুনেরে।
ব্রহ্মনিষ্ঠা দুই প্রকার বলেছি তোমারে॥
জ্ঞানযোগ হয় জ্ঞানমার্গিদের তরে।
কর্ম্মযোগিগণ কর্ম্মমার্গেতে বিচরে॥২০॥

জনক রাজা পান জ্ঞান কর্ম্মানুষ্ঠানে।
লোক সংগ্রহ লাগি কর্ম্ম কর এক মনে ॥২১॥
কর্ম্মেতে আসক্ত জীব যথা কর্ম্ম করে।
জ্ঞানীরা তাহা করেন অনাসক্ত চিত্তে ॥২২॥
কর্ম্মাসক্ত অজ্ঞানীর বুদ্ধি ভেদ না করি।
নিয়োজিবে কর্ম্মে তারে আপনি আচরি ॥২৩
কর্ম্মাদি হয় সুসম্পন্ন প্রকৃতির গুণে।
অহঙ্কারে 'আমি করি' ভাবে মূঢ় জনে ॥২৪
বিবেকবুদ্ধিতে সর্ব্বকর্ম্ম সঁপিয়া মোরে
যুদ্ধ কর মমত্ব ও স্পৃহা শোক ছেড়ে ॥২৫॥
কর্ত্তব্য অকর্ত্তব্য কি করিতে নিরূপণ।
মোহপ্রাপ্ত হয়ে পড়েন বুদ্ধিমান্ জন ॥২৬॥
কর্ম্ম কি বিকর্ম্ম কিবা অকর্ম্মই বা কি।
ভাল ক'রে জানা চাই দুর্জ্জেয় কর্ম্মগতি ॥২৭॥
কর্ম্মেতে অকর্ম্ম আর কর্ম্ম অকর্ম্মেতে।
বুদ্ধিমান্ যোগী যিনি অনুষ্ঠাতা সর্ব্বকর্ম্মে ॥২৮॥
জ্ঞানাগ্নিতে কাম সঙ্কল্প দগ্ধ যাঁর হয়।
তিনিই প্রকৃত জ্ঞানী জানিবে নিশ্চয় ॥২৯॥
যজ্ঞ হোম ঘৃত অগ্নি এমন কি অর্পণ।
সবই ব্রহ্ম দেখেন জ্ঞানী যোগিগণ।
ব্রহ্মকেই অন্তিমে তাঁহারা প্রাপ্ত হন।৩০॥
দ্রব্যযজ্ঞ হ'তে জ্ঞানযজ্ঞ বহু শ্রেয়ঃ।
জ্ঞানেই পরিণতি সর্ব্বকর্ম্মের হয় ॥৩১॥
সাষ্টাঙ্গ করি ব্রহ্মজ্ঞ গুরুর শ্রীচরণে।
সেবাকরি পরিপ্রশ্ন কর এক মনে।
তত্ত্বজ্ঞ জ্ঞানী কৃপা করিবেন জ্ঞানদানে ॥৩২॥
হইলেও মহাপাপী অতি দুরাচার।
জ্ঞান নৌকা আশ্রয়ে পাপার্ণব হবে পার ॥৩৩॥
জ্ঞানতুল্য পবিত্র আর কিছু নাই ভবে।
কর্ম্মযোগা আত্মজ্ঞান লভেন যথাকালে ॥৩৪॥
শ্রদ্ধাবান্ ব্রহ্মনিষ্ঠ জিতেন্দ্রিয় জন।
জ্ঞান লভি পান শীঘ্র পরা শান্তি ধন ॥৩৫॥
জ্ঞানহীন শ্রদ্ধাহীন হয় যেই জন।
সন্দেহ রাশি যাহার মিটে না কখন ॥
তাহারা বিনষ্ট হইয়া যায় একেবারে।
সংশয়ী সুখ নাহি পায় এ সংসারে ॥৩৬॥

আসক্তি ত্যজিয়া যিনি কর্ম্মের ফলেতে।
সমর্পণ কাম্য ফল শ্রীহরির পদে ॥
আর তিনি পাপে লিপ্ত না হয়েন কখন।
জল-মধ্যে স্থিত পদ্মপত্রের মতন ॥৩৭॥
বাহ্যচিন্তা দূর করি রাখি ভ্রূমধ্যে।
প্রাণ অপান বায়ু রুদ্ধ করি নাসিকাতে ॥
ইন্দ্রিয়জিত যিনি মন বিষয়ে বিরক্ত।
ইচ্ছা ভয় ক্রোধাদির সদা বশীভূত
মনন করিলে ইহা সন্ন্যাসী হ'ন মুক্ত ॥৩৮-৩৯॥
তপোযজ্ঞ ভোক্তা আমি লোক মহেশ্বর।
সর্ব্বভূতের সুহৃদ্ জানি লভে শান্তি নর ॥৪০॥
জীবাত্মা নিজেই নিজকে উদ্ধার করিবে।
আত্মাকে অবসন্ন হতে নাহি দিবে ॥
আত্মাই আত্মার মিত্র শত্রুও বটে।
এই কথা সর্ব্বদা স্মরণে রাখিবে ॥৪১॥
আত্মাকে জয় করিলে আত্মা বন্ধু হয়।
জয় না করিলে আত্মা শত্রুতা করয় ॥৪২॥
প্রশান্ত জিতাত্মা থাকেন সমাহিত মনে।
শীত উষ্ণ সুখ দুঃখ মান অপমানে ॥৪৩॥
জ্ঞান ও বিজ্ঞানে যাঁর চিত্ত পরিতৃপ্ত।
জিতেন্দ্রিয় যিনি মনে বিকার রহিত ॥
স্বর্ণ পাথর মাটী সমান যাঁর জ্ঞান।
যোগরূঢ় বলি তাঁরে সকলে বাখান ॥৪৪॥
সংযতচিত্ত আত্মাতে করেন স্মৃতি।
নিঃস্পৃহ হইয়া যোগী লভেন যোগসিদ্ধি ॥৪৫॥
শান্ত বায়ুতে যথা দীপশিখা নাহি টলে।
যোগীর চিত্ত তেমতি স্থির ভাবে থাকে ॥৪৬॥
যে যোগী আমাকে সর্ব্বত্র করেন দর্শন।
আমার মধ্যে বিশ্বকে করেন নিরীক্ষণ।
হেন যোগীর পক্ষে পরোক্ষ না হই আমি।
তাঁহার অন্তরে থাকি আমি অন্তর্য্যামী ।৪৭।
সর্ব্বভূতে স্থিত মোরে ভজেন একভাবে।
অভেদরূপে তিনি বিরাজেন আমাতে ॥৪৮॥
অন্যের সুখে সুখ পান দুঃখেতে দুঃখ।
যোগিশ্রেষ্ঠ তিনি যাঁর সমদৃষ্টি সর্ব্বত্র ॥৪৯॥
প্রযত্নে অথবা জন্মান্তরের পুণ্যফলে।
মোক্ষলাভ হইয়া থাকে নিষ্পাপ হইলে ॥৫০॥

তপস্বী জ্ঞানীর কর্ম্মীর সবার শ্রেষ্ঠ যোগী।
হে অর্জ্জুন তুমি যোগে হও অনুরাগী ॥৫১॥
মদ্‌গত চিত্ত হ'য়ে আমাকে যে পূজে।
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলি গণ্য তিনি যোগিমধ্যে ॥৫২॥
সহস্রের মধ্যে কেহ জ্ঞানার্থ যত্ন করে।
তাঁহাদের মধ্যে ক্বচিৎ কেহ জানে মোরে ॥৫৩॥
ত্রিগুণের ভাবে মুগ্ধ জীব এই ভাবে।
নির্ব্বিকার নিত্য মোরে নাহি জানে সবে ॥৫৪॥
দুরতিক্রম হয় এই মায়া গুণময়ী।
আমার শরণ লইলে মায়া যায় তরি ॥৫৫॥
মূঢ় পাপী নরাধম মায়ার বশেতে।
না ভজে আমাকে মত্ত আসুরিকভাবে ॥৫৬॥
আমায় ভজে চতুর্বিধ পুণ্যাত্মা প্রাণী।
আর্ত্ত জিজ্ঞাসু অর্থার্থী আর হয় জ্ঞানী ॥৫৭॥
এই চারি মধ্যে শ্রেষ্ঠ নিত্যযুক্ত জ্ঞানী।
আমি তার প্রিয় তারে প্রিয় বলি জানি ॥৫৮॥
সকলে উদার কিন্তু জ্ঞানি প্রিয় মম।
অনুরাগী কেহ নহে জ্ঞানীজন সম ॥৫৯॥
বহু জন্মান্তে জ্ঞানী হয় শরণাগত।
বাসুদেবই সব এ জ্ঞান অতীব দুর্ল্ভ ॥৬০॥
পাপ যার নষ্ট হয় পুণ্য অনুষ্ঠানে।
দৃঢ়ব্রতে ভজেন দ্বন্দ্ব মোহমুক্ত জনে ॥৬১॥
জরামৃত্যুতে নিষ্কৃতি পেতে সগুণে পুজে।
নির্গুণের জ্ঞান হয় সগুণ পূজা হৈতে ॥৬২॥
মৃত্যুকালে আমাকে যে ভাবে চিন্তা করে।
সেই ভাবে আমায় পায় মরণের পরে ॥
যে চিন্তা করিতে করিতে প্রাণ বাহিরায়।
হে অর্জ্জুন মরণান্তে সে সেই ভাব পায় ॥৬৪॥
আমাকে স্মরিয়া যুদ্ধে হও হে প্রবৃত্ত।
আমাকেই পাইবে শেষে জানিও নিশ্চিত ॥৬৫॥
আমাকে অনন্যমনে যেই সদা পূজে।
অতি সুলভ হয়ে যাই আমি তার কাছে ॥৬৬॥
সবার অন্তরে পরম পুরুষ বিরাজেন।
অনন্য ভকতিতেই তিনি ধরা দেন ॥৬৭॥

ফলের নাহিক শ্রদ্ধা আত্মজ্ঞান ধর্ম্মে।
আমাকে না পেয়ে ঘুরে সংসারের মার্গে ॥৬৮॥
দৈবী প্রকৃতির বশে ভজে এক মনে।
অবিনাশী কারণ বলি মোরে তারা জানে ॥৬৯॥
সতত তাহারা করে মম নাম গান।
উক্তিতে নিষ্ঠায় পূজে করিয়া প্রণাম ॥৭০॥
পিতামাতা ধাতা আমি পিতামহ আর।
পবিত্র প্রণব ও বেদ জ্ঞাতব্যের সার ॥
জগতের গতি আমি অখিল পালক।
বিশ্বসাক্ষী রক্ষাকর্ত্তা স্রষ্টা সংহারক ॥
সর্ব্বভূতের স্থান আমি সুহৃদ্ অব্যয়।
বিশ্বাধার বিশ্ববীজ প্রলয়ে বিলয় ॥৭১-৭২॥
অনন্য মনেতে চিন্তা যে করে আমায়।
যোগ ক্ষেম বহিয়া আমি আনি তায় ॥৭৩॥
পত্র পুষ্প ফল জল ভক্তিতে অর্পিলে।
আনন্দে গ্রহণ করি আমি সে সকলে ॥৭৪
হোম দানাদি যত কর্ম্ম অথবা ভোজন।
সমস্ত আমাকে তুমি কর সমর্পণ ॥৭৫॥
শুভাশুভ হইতে মুক্ত তাহাতে হইবে।
আমাতে যুক্ত হইবে সন্ন্যাস যোগেতে ॥৭৬॥
আমাকেই পূজে যারা পরম ভক্তিভরে।
আমাতে স্থিত তারা, থাকি তাদের অন্তরে ॥৭৭
দুরাচারও এক মনে যদি ভজে মোরে।
চেষ্টা নিষ্ঠা শুভ তার সাধু জেনো তারে ॥
শীঘ্র সে ধর্ম্মাত্মা হ'য়ে নিত্য সুখে রয়।
নিশ্চিত জানিও মম ভক্ত বিনষ্ট না হয়॥৭৮-৭৯॥
পাপ যোনি প্রাপ্ত কিম্বা বৈশ্য শূদ্র নারী।
শ্রেষ্ঠ গতি লভে ধ্রুব মোরে আশ্রয় করি ॥৮০
পবিত্র ব্রাহ্মণ আর রাজর্ষি যাঁহারা।
কি বিচিত্র আমায় যে পাইবেন তাঁহারা।
তাই বলি আসিয়া এই অনিত্য সংসারে।
আমার ভজনা কর মন প্রাণ ভরে ॥৮১॥
আমাতেই চিত্ত রাখি হও মোর ভক্ত।
প্রণাম করহ মোরে হ'য়ে অনুরক্ত ॥
এইরূপে আমাতে মন সমাহিত হ'লে।
নিশ্চয় জ্ঞানে অন্তিমে আমাকে পাইবে ॥৮২॥

আমাতে অর্পিত চিত্ত সমর্পিত প্রাণ ॥
মম প্রসঙ্গে কীর্ত্তনে তৃপ্তি শান্তি পান ॥
সেই সব নিত্যযুক্ত প্রিয়ভক্তগণে।
বুদ্ধিযোগ দিই যাহে মোরে সহজেই
লভে ॥৮৩ ৮৪॥

যেই রূপ দেখিলে পার্থ তুমি ভাগ্যবান্।
তপঃ যজ্ঞে বেদপাঠে না দেখিতে পান ॥৮৫॥

আমাতেই একনিষ্ঠা ভক্তি হয় যাঁর।
তিনিই জানিতে পারেন স্বরূপ আমার ॥
সেই মাত্র মোরে পার্থ দেখিবারে পায়।
ভক্তিবশে অবশেষে প্রবেশে আমায় ॥৮৬॥

আমার উদ্দেশে সর্ব্বকর্ম্ম হয় যাঁর।
শুন পার্থ পরমার্থ আমি হই তাঁর ॥
অনাসক্ত মম ভক্ত শত্রুহীন যিনি।
পরমানন্দ আমাকে প্রাপ্ত হন তিনি ।।৮৭।।

আমাতে নিবিষ্ট চিত্ত নিত্যযুক্ত যাঁরা।
শ্রদ্ধায় করেন ধ্যান যোগিশ্রেষ্ঠ তাঁরা ॥৮৮॥
যাঁহারা অচিন্ত্য অব্যক্তের ধ্যানপরায়ণ।
সর্ব্বভূত হিতে রত নির্ব্বিকার মন।
তাঁহারা ধনঞ্জয় মোরে প্রাপ্ত হন ॥৮৯॥
অব্যক্তের উপাসনা ক্লেশাধিকময়।
দেহী তাহে লভেন গতি দুঃখে অতিশয় ॥৯০॥
আমাতেই মন বুদ্ধি রাখ ধনঞ্জয়।
দেহান্তে পাইবে মোরে না কর সংশয় ॥৯১॥
অনন্য ভক্তিতে যে মোরে সেবা করে।
গুণাতীত হইয়া সে ব্রহ্মভাব লভে ॥৯২॥
যেরূপ বা যাহা আমি ভক্তিতে যথার্থ জানি
আমাতে প্রকাশ লাভ হয় তাঁর।
সদা সর্ব্বকর্ম্মে থাকি আমাতেই দৃষ্টি রাখি
নিত্যপদ প্রাপ্ত হন প্রসাদে আমার ॥৯৩-৯৪॥
আমাতেই মনে মনে সর্ব্বকর্ম্ম সমর্পণে
আমি ভিন্ন গতি নাই এই মনে গণি।
বুদ্ধি যোগাশ্রয় করি সতত আমাকে স্মরি
আমাতেই চিত্ত রাখ বীর চূড়ামণি ॥৯৫॥

আমাতে রাখিলে চিত্ত সর্ব্বদুঃখ হবে অন্ত
তরিবে সংসার দুর্গ প্রসাদে আমার।
যদি অহংকার কর মম বাক্য নাহি শুন
বিনষ্ট হইবে তবে কুন্তীর কুমার ।।৯৬।।
সর্ব্বজীবহৃদে থাকি চালান ঈশ্বর।
মায়াতে মোহিত জীব দেহযন্ত্রারূঢ়।
তাঁহারি শরণ পার্থ লহ সর্ব্বভাবে।
পরা শান্তি নিত্যধাম মম কৃপায় পাবে।।৯৭-৯৮।।
বলা হইল জ্ঞানতত্ত্ব অতি গুহ্যতম।
স্থিরভাবে চিন্তা করি যাহা ইচ্ছা কর ।।৯৯।।
সর্ব্বাপেক্ষা গুহ্যতম পরম বচন মম
মনোযোগ সহ পুনঃ শুন পাণ্ডুসুত।
তোমা সম প্রিয় নাই হিত কথা কহি তাই
ভালবাসি বলিয়া কহিয়াছি এত ।।১০০॥
মচ্চিত্ত ও মদ্ভক্ত হও নম ভজ মোরে।
প্রিয় তুমি পাবে মোরে কহি অঙ্গীকারে॥১০১॥
সর্ব্বধর্ম্ম পরিহরি কেবল আমাকে ধরি
একান্ত অন্তরে লও আমার শরণ।
সর্ব্বপাপে পরিত্রাণ আমিই করিব ত্রাণ
দুঃখ না করিও আর কুন্তীর নন্দন ॥১০২॥
ধর্ম্মভক্তি সেবাহীন যেই নিন্দে মোরে।
এই গুহ্যকথা কভু বলিও না তারে ॥১০৩॥
হেন গুহ্যকথা যে শুনাবে ভক্ত জনে।
স্থির জেনো সেই পাবে মোরে ভক্তিভরে ॥১০৪
কেহ নাহি প্রিয় মম তার চেয়ে ভবে।
কোন কালে ছিল না কোন দিন হবে ।।১০৫॥
এক মনে সব কথা শুনিলে কি মোর।
কাটিল কি অজ্ঞানজ তব মোহ ঘোর ॥১০৬॥
অর্জ্জুন কহেন কৃষ্ণে করি মাথা নত।
কৃপায় লভিনু স্মৃতি মোহ দ্বিধা গত।
স্থির এবে তব আশা পালিব অচ্যুত ॥১০৭॥
যেই স্থানে আছেন শ্রীকৃষ্ণ যোগেশ্বর
যেই স্থানে ধনুর্দ্ধর পার্থ গুণধর।
রাজলক্ষ্মী অবস্থিতি বিজয় সম্পর্ক নীতি।
সকলই সেই স্থানে বুঝিলাম সার ।।১০৮।।

ইতি শ্রীভক্তিকৌস্তুভে বাসুদেব-গীতা নাম ষষ্ঠ ঃআহ্নিকঃ ॥

সপ্তম—আহ্নিক।

প্রথম পরিচ্ছেদ—মোক্ষ সাধন।

[আকর—অধ্যাত্ম রামায়ণ]

[পঞ্চবটী বনে আসীন শ্রীরামলক্ষ্মণ।
লক্ষ্মণ পুছেন শ্রীরামে মোক্ষের সাধন ॥]
শ্রীরাম কহেন শুন অনুজ লক্ষ্মণ।
অতি গুহ্য কথা তোমায় করিব বর্ণন ॥
ইহার শ্রবণে যায় বৈকল্পের ভ্রম। * *
সদ্যোমুক্তি হয় আর না হয় জনম ॥১॥
প্রথমে করিব মায়ার স্বরূপ বর্ণন।
পরে জ্ঞান বিজ্ঞান সহ জ্ঞানের সাধন ॥
জ্ঞাতব্য পরমাত্মার কথা শুন বলি।
যে-জ্ঞান হৈলে সংসার ভয় যায় চলি ॥২॥
আত্মাই সৎ আর সকলই অসৎ।
শরীর হয় অনাত্মা কাজেই অসৎ ॥
দেহেতে আত্মবুদ্ধি ঘটায় সেই মায়া।
তাহাতেই ঘটায় জীবের সংসার কল্পনা ॥৩॥
দুইটী স্বরূপ মায়ার হে কুলনন্দন।
একটী হয় বিক্ষেপ অপরটী আবরণ ॥
বিক্ষেপ হইতে হয় জগতের কল্পনা।
আবরণে স্বরূপ ঢাকে দেখিতে দেয় না ॥৪॥
তৃণ হইতে ব্রহ্মাবধি স্থূল সূক্ষ্ম ভেদে।
সমগ্র বিশ্বকে মায়া আবৃত করি রাখে ॥
জগৎকে সত্য দেখায় বিক্ষেপ শক্তিতে।
যথা ভুজঙ্গ বলি ভ্রম হয় রজ্জুতে ॥৫-৬॥
শ্রবণ দর্শন স্মরণ জীব করে যাহা।
স্বপ্নদৃষ্ট বিষয়বৎ মিথ্যা হয় তাহা ॥৭॥
দেহ হয় সংসার বৃক্ষের দৃঢ় মূল।
পুত্র দারাদি সে বৃক্ষের শাখা সমতুল ॥
দেহ না থাকিলে আত্মার নাহি হয় স্থিতি।
দেহ বিনা নাহি হয় পুত্রাদির উৎপত্তি ॥৮॥

বুদ্ধি, দয়া অহঙ্কার, ইন্দ্রিয় ও মন।
এই পাঁচটী পঞ্চ তন্মাত্র নামে কথন ॥
পঞ্চ তন্মাত্র হয় মূল প্রকৃতি ঘটিত।
দেহই ইহাদের ক্ষেত্র বলিয়া বিদিত ॥৯-১০॥
এই দেহেতেই অহং বুদ্ধির বোধ হয়।
দেহ হৈতে ভিন্ন পরমাত্মা নিরাময়।
শুন বলি জীবের বিজ্ঞান কিসে হয় ॥১১॥
অভিমান, দম্ভ, হিংসা পরিহার কর।
সরলপথে হাসিমুখে নিন্দা গালি সহ ॥১২॥
শুচিতা থাকুক তব অন্তরে বাহিরে।
কর্ম্মনিষ্ঠায় গুরুপদ সেব ভক্তিভরে ॥১৩॥
পরের অনিষ্ট সর্ব্বভাবে পরিহর।
অহংকার ত্যজিয়া তত্ত্ব বিচার কর ॥১৪॥
দারাসুত ধনাদিতে আসক্ত না হ'য়ে
ইষ্টানিষ্ট ফলে চিত্ত সমভাবে রেখে।
এক মনে আমাতে চিত্ত অর্পণ করিবে ॥
সাংসারিক জনের সঙ্গ সদা পরিহর।
কোলাহলশূন্য স্থানে বসবাস কর ॥১৫-১৬॥
আত্মতত্ত্ব বেদান্ত সদা করিয়া বিচার।
জ্ঞানেচ্ছু লভেন তবে জ্ঞানের ভাণ্ডার।
বিপরীত আচরণে ফল বিপরীত ইহার ॥১৭॥
বুদ্ধি মনপ্রাণ দেহ আর অহঙ্কার
চিদাত্ম-স্বরূপ আত্মা পৃথক্ এ-সবার ॥
আত্মা নিত্য ও শুদ্ধ ইহা জানার নাম জ্ঞান।
পরমাত্মাকে সাক্ষাৎকারের নাম বিজ্ঞান ॥১৮-১৯
সর্ব্বব্যাপী নিরুপাধি অব্যয় সচ্চিদানন্দ।
সদা সমানাবস্থায় দেহাদি প্রকাশক ॥
স্বপ্রকাশ আসক্তি-রহিত অদ্বিতীয়।
স্বকীয় প্রভায় জগদ্‌স্রষ্টা সত্যজ্ঞানময়।
বিজ্ঞানেই পরমাত্মার পাই পরিচয় ॥২০-২১॥

---

* * ভ্রম=যে বস্তু স্বরূপতঃ যাহা নহে তাতে তাহার আরোপ। যেমন রজ্জুতে সর্পবুদ্ধি।

সপ্তম আহ্নিক।

প্রথম পরিচ্ছেদ—মোক্ষ সাধন।

[আকর—অধ্যাত্মরামায়ণ]

জীবাত্মা ভিন্ন নহে পরমাত্মা হ'তে।
এই জ্ঞান জন্মে শাস্ত্রে ও গুরূপদেশে।
কার্য্য কারণ অবিদ্যা ও ইন্দ্রিয় নিচয়।
সবে মিলি সেই পরমাত্মায় লয় হয়॥
বুধগণ মতে মোহাবস্থা এই হয়॥২২-২৩॥
শ্রীলক্ষ্মণে সম্বোধিয়া কহেন শ্রীরাম।
মোক্ষের স্বরূপ তোমায় বলিলাম॥
পরমাত্মার জ্ঞান ও বিজ্ঞান সংযুক্ত।
বৈরাগ্য তাহার সাথে হয় যে মিলিত ।২৪॥
ভক্তিহীন জনের ইহা দুর্ল্লভ জানিবে।
সরল দৃষ্টান্ত দিলে সহজে বুঝিবে॥
রাত্রির আঁধারে যেমন চোখ নাহি চলে।
দীপের সাহায্যে কিন্তু দেখে অবহেলে॥
অভক্ত জীবের কাছে আত্মা অপ্রকাশ।
ভক্তিমানের পক্ষে কিন্তু পূর্ণ বিকাশ॥
ভক্তির কারণ কিছু বলি শুন তবে।
যাহাতে আমাতে ভক্তি সহজে লভিবে॥২৫-২৭॥
আমার ভক্তের সঙ্গ কর নিরন্তর।
আমার ও ভক্তসেবায় হইও তৎপর॥
একাদশী উপবাস পর্ব্বদিন পালনে।
সদা রতি মম লীলা শ্রবণে ব্যাখ্যানে॥
একান্ত নিষ্ঠাতে কর আমার অর্চ্চন।
ভক্তসঙ্গে কর মম নাম কীর্ত্তন॥২৮-২৯॥
এইরূপে আমাতে যুক্ত হয় যে সতত।
অচলা ভক্তি হয়, থাকে না অবশিষ্ট॥৩০॥
ভক্তি হ'তে জ্ঞান বিজ্ঞান ও বৈরাগ্য মিলে।
অচিরেই মুক্তিলাভ হয় তার ফলে॥৩১॥
কহিলাম সকলি তব প্রশ্নের উত্তরে।
যতনে চালিত হ'লে মুকতি লভিবে॥৩২॥
কভু না বলিবে ইহা অভক্ত জনকে।
ভক্তকে বলিবে ইহা ডাকিয়া যতনে॥৩৩॥
শ্রদ্ধায় ও ভক্তিতে ইহা যেবা পাঠ করে।
অজ্ঞানান্ধকার হইতে মুক্তি পাইবে॥৩৪॥
ইহা যাহারা সেবা করে অনন্যমনে।
সঙ্গ করে শান্ত জ্ঞানী মম ভক্তজনে॥
লভিবে আমার কৃপায় আমার দর্শন।
অবশ্য পাইবে সে দুর্ল্লভ ভক্তিধন॥৩৫॥

ইতি সপ্তম আহ্নিকে মোক্ষসাধননামা প্রথম পরিচ্ছেদ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ—ভক্তিসাধন।

[আকর—অধ্যাত্মরামায়ণ]

[শ্রীরাম চরণে যবে আসেন বিভীষণ।
সন্দিগ্ধ হৈলেন সুগ্রীবাদি কপিগণ॥
সুগ্রীবে কহেন শ্রীরঘুনাথ কৃপাময়।
রাক্ষস বলিয়া তারে না কর বিদায়॥]
"তোমার আমি হইলাম" বলি লইলে শরণ।
তারে অভয় দিব এ ব্রত করেছি গ্রহণ॥১॥
[শ্রীভরত যবে যান শ্রীরামে মিলিতে।
বহু অযোধ্যাবাসী গেলেন তাঁহার সাথে॥
সেই সঙ্গে গমন করেন কৈকেয়ী রাণী।
শ্রীরামে কহেন হয়ে কাতর পরাণী॥
শ্রীরাম বলেন দৈব ইচ্ছায় হয়েছে ঘটন।
এই প্রসঙ্গে কহেন কিছু জ্ঞানের বচন॥]
সর্ব্বত্র সমদর্শী আমি, নাহি দ্বেষ প্রীতি।
যে ভাবে যে ভজে মোরে সেই ভাবে ভজি॥২॥
[কহেন প্রভু কৃপা করি শ্রীহনুমান্‌কে।
তাহার উল্লেখ আছে রাম হৃদয় স্তবে॥]

মদ্‌ভক্তিহীন পড়ে শাস্ত্রের নানা গর্ত্তে।
কোন কালে জ্ঞান ভক্তি না পারে লভিতে ॥৩॥

বিশেষ পুণ্যেতে যদি ভক্তসঙ্গ হয়।
আমার বিষয়ে গতি হইবে নিশ্চয় ॥৪॥

[রাজীবলোচন ক'ন বালী-পত্নী তারাকে॥]

প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান ভক্ত সঙ্গে মিলে
পরম কল্যাণ হয় সাধুসঙ্গ হলে
এই কথা মনে যেই রাখে অনুক্ষণ।
সংসারে দুঃখ কভু না পায় সেই জন।

[ভক্তি লাভের উপায় পুছে চণ্ডালী শবরী॥
শ্রীরাম কহেন তারে বড় কৃপা করি]॥

নারী বা পুরুষ জাতি কোন আশ্রমবাসী
ভজনে এ প্রশ্ন নাই শুধু চাই ভক্তি ॥৫-৭॥

যজ্ঞ দান তপ করুক বেদাধ্যয়ন।
অভক্ত না পাইবে আমার দরশন।
তাই সংক্ষেপে কহি শুন ভক্তির সাধন ॥৮॥

সাধুদিগের সঙ্গলাভ প্রথম সাধন॥
দ্বিতীয় মম কথার আলাপ আলোচন॥
মদ্‌গুণ কীর্ত্তন শাস্ত্র কথন ও শ্রবণ।
মমমূর্ত্তি জ্ঞানে গুরুকে অকপটে পূজন॥
যম ও নিয়মাদি হয় ষষ্ঠ সাধন।
মন্ত্রের উপাসনা মুক্তির সপ্তম কারণ ॥৯-১১॥
মনেতে বৈরাগ্য ও সর্ব্বভূতে ব্রহ্মজ্ঞান।
অষ্টম ভক্তিসাধন ইহা বলি জান॥
আমা হ'তে ভক্তে করি অধিক পূজন।
জ্ঞানীসহ তত্ত্ব বিচার নবম সাধন॥
এই নব সাধন যিনি করেন বিধিমতে।
নর বা নারী এমন কি তির্য্যক্‌ জনমে।
দুর্লভ প্রেমধন লভে সে-ই আমাতে ॥১২-১৪॥
ভক্তি হইতে মম তত্ত্ব অনুভব হয়।
এই অনুভবে সেই জন্মেই মুক্ত হয়।
ভক্তিই শ্রেষ্ঠ সাধন জানিও নিশ্চয়॥
প্রথম সাধন অকপটে আচরিলে।
ক্রমে ক্রমে ভক্তি মুক্তি নিশ্চিতই মিলে ॥১৫-১৬

ইতি শ্রীভক্তিকৌস্তুভে সপ্তম আহ্নিকে ভক্তিসাধন নামক দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ—সংসারের অনিত্যতা

[আক—অধ্যাত্ম রামায়ণ]

[রাম বনবাস কথা শুনিয়া লক্ষ্মণ।
প্রতীকার করিতে লইলেন শরাসন॥

অনুজে কহেন শ্রীরাম পরম আদরে।
বিচলিত কেন তুচ্ছ রাজ্য সুখ তরে॥]

ঘন মেঘে যথা বিদ্যুৎ চমকি লুকায়।
তপ্ত লৌহে পতিত জলবিন্দু প্রায়॥
মানবের আয়ু তদ্বৎ ক্ষণস্থায়ী হয় ॥১॥

সর্প যবে ভেককে গ্রাস করিতে উদ্যত।
তখনো ভেকটা হয় খাদ্য চেষ্টায় রত॥

তথা নর পড়িয়া কালসর্পের কবলে।
অতি ব্যস্ত হয় তুচ্ছ ভোগসুখ তরে ॥২॥

সুখের চেষ্টায় লোক কত কষ্ট করে।
পরিণাম কি হবে তা কভু নাহি ভাবে॥

দেহ ত জড় তাহার সুখভোগ কোথা।
নাহি ভুগে সুখভোগ দেহ-ভিন্ন আত্মা ॥৩॥

পিতা মাতা দারা পুত্র ভাই বন্ধু জন।
স্রোতে একত্রিত কাষ্ঠবৎ নহে ত আপন ॥৪॥

ধনৈশ্বর্য্য ছায়ার ন্যায় সদাই চঞ্চল
জলতরঙ্গবৎ ক্ষণস্থায়ী যৌবনকাল॥
আয়ু অত্যল্প স্ত্রীসুখ স্বপন সমান।
কেমনে জীবের মনে জাগে অভিমান ॥৫॥
স্বপ্নবৎ অনিত্য সংসার রোগের আকর।
আকাশকুসুমে মূঢ় হয় তার পর ॥৬॥
জরা মৃত্যু দেখিতে পায় অপরের দেহে।
আমাকেও ভুগিতে হবে কেন নাহি ভাবে ॥৭॥
দিন যায় রাত্রি আসে আবার দিন আসে।
এইরূপ কালস্রোত চলে কেন নাহি দেখে ॥৮॥

মাটীর কাঁচা ঘট হতে জল সদা ক্ষরে।
সেইরূপ প্রতিক্ষণ আয়ু যায় কমে॥

দেহকে নানাবিধ রোগ করিছে পীড়ন।
ব্যাঘ্রীবৎ করে জরা ভয় প্রদর্শন।
মৃত্যুকাল সদা জরা করে অনুসরণ॥৯-১০॥

কৃমি বিষ্ঠা ভস্মে যে দেহ হয় পরিণত।
হেন দেহে অহং জ্ঞানে ভাবে আমি নৃপ॥১১॥

"দেহ আমি" এই বুদ্ধি অবিদ্যা বলি খ্যাত।
চৈতন্য স্বরূপ আত্মা, বিদ্যা বলি জ্ঞাত॥

অবিদ্যা হইতে হয় সংসারে প্রবৃত্তি।
বিদ্যা হ'তে হয় জীবের সংসার-নিবৃত্তি।
মুমুক্ষুর উচিত তাই বিদ্যাভ্যাসে রতি॥১২-১৩॥

ক্রোধই মহাশত্রু কাম বৈতরণী নদী।
দুরন্ত হইয়া হয় কষ্টেতে নিষ্কৃতি॥

সন্তোষেই মনকে করে নন্দন কানন।
শান্তিতে করায় সর্ব্ব কামনা পূরণ।

দেহ হইতে পৃথক আত্মা করহ চিন্তন।
এই জ্ঞানে যিনি দৃঢ় হন তিনিই সজ্জন।
সংসারে থাকিয়াও লিপ্ত না হন কখন॥১৪-১৫॥

ইতি শ্রীভক্তিকৌস্তুভে সপ্তম অধ্যায় সংসারের অনিত্যতা নামক তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

অষ্টম আহ্নিক—ভক্তমাহাত্ম্য।

'কৃষি' ও 'ন' এই দুইয়ে মিলে 'কৃষ্ণ' শব্দ হয়।
'কৃষি'তে ভক্তি ও 'ন' কারে দাস্য বুঝায়॥
ভক্তি ও দাস্য এই দুই বর দেন যিনি।
বিশ্ব মাঝে 'কৃষ্ণ' নামে প্রকীর্ত্তিত তিনি॥১॥

কৃষ্ণনাম মহিমা হয় আর এক প্রকার।
'কৃষিতে' পরমানন্দ 'ন' তে দাস্য হয় তাঁর।
উভয়ের দাতা তাই কৃষ্ণ নাম তাঁহার॥২

মঙ্গলময় কৃষ্ণনাম বদনে যাঁহার।
কোটী মহাপাতকও ভস্ম হয় তাঁহার॥৩॥

পরিণামে অশুভ এবে সুখে ভরপুর।
ভ্রান্ত জীবের লাগে তাহা বড়ই মধুর॥
আগে মধু শেষে কিন্তু বিষের মতন।
মধুবৎ বিষ নাশেন শ্রীমধুসূদন ৪॥

মুক্তির দুইটী পথ শ্রুতির কথন।
শ্রীহরির শ্রীপদে ভক্তি আর হয় নির্ব্বাণ॥৫॥

মুক্তি সেবা বর্জ্জিত ভক্তিতে কেবলি সেবা।
ভক্তিযুক্ত মুক্তিই হয় বৈষ্ণবের বাঞ্ছা।৬॥
সারাৎসার হরিভক্তি পরমানন্দময়ী।
ভক্তিপীযুষ পানে বৈষ্ণব সদা প্রেমী॥৭॥

ইতিহাস পুরাণাদি কহেন বারবার।
শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্মপূজা সকলের সার॥৮॥
দান ব্রত তপঃসিদ্ধি বেদপাঠ হ'তে।
শ্রীহরির কীর্ত্তন শ্রেষ্ঠ হয় সর্ব্বমতে॥৯॥
মুক্ত বা অমর হওয়া কিম্বা যোগসিদ্ধি।
শ্রীকৃষ্ণ সেবা হইতে এগুলি তুচ্ছ অতি॥১০॥
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব বিনা যেবা কেহ হয়।
বিষ্ণুভক্তি বিনা মতি নির্ম্মল না হয়॥১১॥
গোষ্ঠীসহ ভকত চণ্ডাল মুক্ত হন।
ভক্তিহীন বিপ্র করে নরকে গমন॥১২॥
ধূর্ত্ত শঠ অভক্ত মত্ত ঘোর অহঙ্কারে।
আত্ম-প্রশংসায় মত্ত সে সাধুনিন্দা করে॥১৩॥
অভক্তের সঙ্গ চেয়ে দাহ জ্বালা ভাল।
কণ্টকে পিঞ্জরে বাস পান হলাহল॥১৪॥
হরিভক্তি-হীনের সঙ্গ নাশের কারণ।
নষ্টবুদ্ধি করে পরের বুদ্ধি বিনাশন॥১৫॥
ব্রাহ্মণজন্মেও হরিভক্তিহীন যেই।
চণ্ডালবৎ সে তার মুখ দেখিতে নাই॥
চারিবর্ণের নীচ জন্মেও যদি ভক্ত হ'ন।
তাঁহার কৃপায় পবিত্র হয় ত্রিভুবন॥১৬॥

হরিভক্তিহীন কিসে বিপ্র বলি গণ্য।
ভক্তিহীন চণ্ডাল হন সর্ব্বজনমান্য ॥
চণ্ডালও যদি শ্রীহরির ভক্ত হন।
কর তাঁরে সম্ভাষণ পূজন স্মরণ
তাহাতে পবিত্র হয় গৃহস্থ জীবন ॥১৮॥
প্রেমময়ী ভক্তিদেবী চিত্তে যাঁহাদের।
স্বপ্নেও যমদর্শন না হয় তাঁহাদের ॥১৯॥
প্রেত পিশাচ অসুর রাক্ষস যে হৌক সে।
শক্তি নাই তাহাদের ভক্তকে স্পর্শিতে ॥২০॥
হরিপদ লাগি না চাই তপঃ কর্ম্ম জ্ঞান।
ভক্তিতেই মুক্তি গোপিকা তাহার প্রমাণ ॥২১॥
শত শত জন্মে হয় ভক্তি হেতু প্রীতি।
কলিতে কেবল কাম্য হরিপদে ভক্তি।
ভক্তিতে স্বরূপে দেখা দেন রমাপতি ॥২২॥
ভক্তিদ্রোহী ত্রিভুবনে বহু কষ্ট পায়।
ভক্তিনিন্দুকের কি দশা দেখ দুর্ব্বাসায় ॥২৩॥
যোগ যাগ ব্রত পালন কিবা প্রয়োজন।
জ্ঞানকথা আলাপন ও তীর্থ গমন ॥
এক মাত্র ভক্তি শ্রেষ্ঠ হন মুক্তি দিতে।
কিছুরই অপেক্ষা নাই জানিত নিশ্চিতে ॥২৪॥
যে ফল নাহি মিলে যোগ সমাধিতে।
সেই ফল সম্যক্ মিলে হরিকীর্ত্তনেতে ॥২৫॥
জ্ঞান বৈরাগ্যে মুক্তি হৈত সত্যাদি ত্রিযুগে।
ভক্তিতেই ব্রহ্ম-সাযুজ্য মিলে কলিযুগে ॥২৬॥
সদ্গতির নানা পথ দেখান মুনিগণ।
কষ্টসাধ্য তথাপি না মিলে মোক্ষ ধন ॥
স্বর্গেতেও মোক্ষ প্রাপ্তি না হয় কদাচন।
পুণ্য ক্ষয়ে হয় পুনঃ মর্ত্ত্যে আগমন ॥
বড় ভাগ্যে মিলে হেন পুরুষ চরণ।
যাঁর কৃপায় করে নর বৈকুণ্ঠে গমন ॥২৭-২৮॥
দ্রব্যযজ্ঞ তপোযজ্ঞ বেদের অধ্যয়ন।
যোগের অভ্যাস ও জ্ঞান যজ্ঞানুষ্ঠান ॥
এ সকল কর্ম্মতে শুধু স্বর্গ প্রাপ্তি হয়।
একমাত্র জ্ঞানযজ্ঞেই মুক্তি মিলয় ॥২৯॥
বহু জন্মার্জ্জিত ভাগ্যের উদয় হইলে।
সাধুপদপ্রান্তে জীবের স্থান তবে মিলে ॥
অজ্ঞান-জনিত মোহ মদের আঁধার।
ঘুচিয়া উদয় হন বিবেক দিবাকর ॥৩০॥
গোবিন্দ-সম রূপ ভক্তে দেখাইতে।
একমাত্র প্রেমকর্ত্তা তুমি ভক্ত হিতে ॥
ভবরোগ হন্তা তুমি ভক্ত হৃদয়ে রহ।
ভক্তিদেবী এই মোর অনুরোধ লহ ॥
বিশেষ ধরিয়া ধৈর্য্য থাক নিরন্তর।
বৈষ্ণব সবাকার মনের ভিতর ॥৩১॥
হরিভক্তি বিরাজেন যাঁহাদের মনে।
নির্ধন হলেও তাঁরা ধন্য ত্রিভুবনে ॥
শ্রীহরিও নিজলোক ত্যজি সর্ব্বোপায়ে।
ভক্তিসূত্র ধরিয়া যান তাঁদের হৃদয়ে ॥৩২॥
মায়ামুগ্ধ জীব যবে পায় ভক্তিতত্ত্ব।
জগৎ বিষ্ণুময় দেখে ইহাই যথার্থ ॥৩৩॥
হংস যথা নীর ত্যজি ক্ষীর করে পান।
সর্ব্ব ধর্ম্ম ত্যজি ভজ বিষ্ণু ভগবান্ ॥৩৪॥
বস্ত্র দ্বারা জল যেমন বাঁধা নাহি যায়।
ভক্তি বিনা নর জন্ম ব্যর্থ মাত্র হয় ॥৩৫॥
বাহুবলে পারাবার কে তরিতে পারে।
অতি মূঢ় জনই হেন দুঃসাহস করে ॥
ভক্তি বিনা ভবসাগর হতে চায় পার
সেই জন অতি মূঢ় সংশয় নাহি আর ॥৩৬॥
অষ্টাঙ্গ যোগাভ্যাসে করে যে যতন।
ইহজন্মে দুর্ল্লভ তার শ্রীহরি চরণ।
দুর্ল্লভও সুলভ হয় ভক্তির কারণ ॥৩৭॥
ভয়ানক ভবারণ্যে করিয়া বসতি।
সংসার দাবানল তাপে না পায় নিষ্কৃতি ॥
বিষ্ণুভক্তি সুধার্ণবে অবগাহন বিনা।
সেই জ্বালা জুড়াইতে কেহই পারে না ॥৩৮॥
হরিকথা শুনিবারে যাঁর হয় মতি।
বিষ্ণুবৎ পূজা তাঁহারে অশেষ প্রণতি ॥৩৯॥
লোকধর্ম্ম ত্যজি করি হরি নাম কীর্ত্তন।
শ্রেষ্ঠগতি পান সুখে না পান অন্য জন ॥৪০॥
কুরুক্ষেত্র কাশী গয়া দ্বারকা গমনে।
যেই ফল তাহা মিলে হরিসঙ্কীর্ত্তনে ॥৪১॥

গঙ্গা গয়া নৈমিষারণ্য আর পুষ্কর।
কুরুজাঙ্গল কাশী প্রয়াগ তীর্থবর॥
সর্ব্বতীর্থ তাঁর দেহে করেন নিবসন।
ভক্তিতে ভজেন যিনি শ্রীহরিচরণ॥৪২
ভক্তিতে ভজেন যিনি গোবিন্দ চরণ।
দেব সিদ্ধ ভূত পিশাচ দুষ্টগ্রহগণ।
ভক্তির প্রভাবে সবে অনুকূল হন॥৪৩॥
শ্রীকৃষ্ণ ভক্তের অশুভ না হয় কখন।
সদা তাঁদের রক্ষা করেন সুদর্শন।
অনুক্ষণ চিন্তা যাঁদের গোবিন্দ চরণ।
তাঁদের সঙ্গ গোবিন্দ না ত্যজেন কদাচন॥৪৪॥
সর্ব্বদা করেন যাঁরা হরিগুণ কীর্ত্তন।
শ্রীহরির মধুর লীলা করেন শ্রবণ॥
কৃষ্ণ মন্ত্র জপ করেন যথাবিহিত।
অতিবৈষ্ণব নামে তাঁরা হন অভিহিত॥৪৫॥
মম গুণ শ্রবণেতে পুলক যাঁর দেহে।
গদগদ কণ্ঠে নেত্রে বারি ধারা বহে॥
দারা সুত গৃহ ফেলি চাহেন আমাকেই।
ভক্তগণ বৈষ্ণবোত্তম বলেন তাঁহাকেই॥৪৬-৪৭॥
অনিবেদিত অন্নজল বিষ্ঠা মূত্র সম।
বৈষ্ণব করেন কেবল প্রসাদ ভক্ষণ॥৪৮॥
নিত্য পান করেন যিনি হরিচরণামৃত।
তাঁর পাপ যা কিছু পলায় অতি দ্রুত।
গরুড় দেখি সর্প যথা হয় ভয়ে ভীত॥৪৯॥
কৃষ্ণকথা শ্রবণে যিনি হন নিমগন।
দেহেতে রোমাঞ্চ হয় ঝরে দুনয়ন।
তাঁহাকে ভক্ত বলি গণেন জ্ঞানিগণ॥৫০॥
বাধা বিঘ্ন ভক্তের সবই দূরে যায়।
গরুড়ে দেখিয়া যথা ভুজঙ্গ পলায়॥
আয়ুক্ষয় না হয় তাঁর ভক্তির প্রভাবে।
যমেরও শক্তি নাই নিকটে যাইতে॥৫১॥
তাঁর কাছ থেকে শ্রীহরি না রহেন দূরে।
অণিমাদি সিদ্ধি যত তাঁকে পূজা করে॥৫২॥
শ্রীসুদর্শন চক্র শ্রীহরির আদেশে।
অহর্নিশি রহেন হরিভক্তের পাশে।
তাই কাহারও সাধ্য না হয় অনিষ্ট করিতে॥৫৩॥

ব্যাধি বিপদ্ শোক বিঘ্ন কাছে নাহি যায়।
মৃত্যুও ভয়েতে তাঁর সমীপে না যায়।
শঙ্কাহীন সুখী ভক্ত শ্রীকৃষ্ণকৃপায়॥৫৪॥
মম ভক্ত জীবন্মুক্ত জন্মমরণ জয়ী।
কীর্ত্তিমান্ শ্রীমান্ সিদ্ধ পণ্ডিত ও কবি॥৫৫॥
পরম বৈষ্ণবের জন্ম যাঁহাদের কুলে।
কোটী পুরুষ তাঁহাদের তরেন অবহেলে॥
নিজ কোটী পুরুষ ও মাতামহের শত।
জননী পত্নী পুত্র ও পরবর্ত্তী শত॥৫৬॥
শ্বশুর কুলের শত হেলায় তরাইয়া।
দাস দাসী সকলকে মুক্তি দেওয়াইয়া॥
কৃষ্ণভক্ত সুখে করেন গোলোকে গমন।
সকলের সদ্‌গতির তিনিই কারণ॥৫৭-৫৯॥
হরিপদ ভজনে মতি যাবদ্ না হয়।
জন্ম ও যম-যাতনায় নিষ্কৃতি না পায়॥
গৃহী ও ভোগার্থী হয় জনমে জনমে।
মোক্ষলাভ তরে মতি কেমনে হইবে॥৬০॥
জন্মমাত্র পবিত্র পূর্ব্বপুরুষ শত।
স্বর্গ বা নরকবাসী হলেও হ'ন মুক্ত॥৬১॥
ভক্তসঙ্গে হরিভক্তির অঙ্কুর গজায়।
হরিকথামৃত সিঞ্চনে তাহা বৃদ্ধি পায়॥৬২॥
আমার ভক্তের যাঁরা বান্ধব স্বজন।
রত্নযানে দুর্ল্লভ গোলোকে করেন গমন॥৬৩॥
যথা তথা মৃত্যু হউক সজ্ঞানে কি অজ্ঞানে।
জীবন্মুক্ত তাঁরা হন ভক্তসন্নিধানে॥৬৪॥
বিশ্বাস ঘাতক যে ও যে মিত্রহত্যা করে।
মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় বা গচ্ছিত ধন হরে॥
আমার ভক্তের দরশন করা মাত্র।
হেন মহাপাপীও হয় পরম পবিত্র॥৬৫॥
রাম নাম স্মরণেতে যাত্রার সময়।
সর্ব্বসিদ্ধি তাঁহার হইবে নিঃসংশয়॥৬৬॥
রামনামে হয় সর্ব্ব অশুভ নিবারণ।
শ্রেয়ঃ অভীষ্ট তাই স্মরেণ বুধগণ॥৬৭॥
কল্পতরুর কৃপালাভ যদি ভাগ্যে মিলে।
অন্য তরুর নিকট কেন যাচ্ঞা করিবে॥৬৯॥

ত্যজিয়া লৌকিক ধর্ম্ম ভক্তিপথ ভজ।
কাম তৃষা ছাড়ি সেব সাধু পদ রজঃ॥
পর দোষগুণ চিন্তা ত্যাগ কর মনে।
মত্ত হও সেবায় ও লীলামৃত পানে॥৭০॥

দৃঢ় চিত্ত নহে যেই তার জ্ঞান হত।
বিদ্যা নিষ্ফল হইলে ভ্রম প্রমাদযুক্ত॥
মন্ত্র ব্যর্থ হয় তাহাতে থাকিলে সংশয়।
ব্যগ্রচিত্তে জপে কভু ফল নাহি হয়॥৭১॥

বৈষ্ণবহীন দেশ হয় মরুভূমি প্রায়।
অপাত্রে শ্রাদ্ধের দান বৃথা, শাস্ত্রে গায়॥
শাস্ত্র-বিদ্যাহীন জনে দান হয় বৃথা।
অনাচারে কুল নষ্ট নাহিক অন্যথা॥৭২॥

একান্ত বিশ্বাস রাখ গুরুবাক্য পরে।
তৃণ হ'তে দীনভাব রাখহ অন্তরে॥
আপন মনের দোষ কর সবে জয়।
কথায় নিশ্চল মতি হও অসংশয়॥

বিশুদ্ধ বিশ্বস্তমতি হইবে যখন।
কথা শ্রবণের ফল পাইবে তখন॥
এইরূপে হরিকথা ভক্তিতে শুনিলে।
অন্তিমেতে সুনিশ্চিত বৈকুণ্ঠ লভিবে॥৭৩-৭৪॥

অতি অপরূপ চোর আছেন একজন।
নারায়ণ নামে তিনি খ্যাত ত্রিভুবন॥
জন্মে জন্মে যত পাপ করেছ অর্জ্জন।
স্মরণ মাত্রেতে করেন নিঃশেষে হরণ॥৭৫॥

শিব ব্রহ্মা অনন্তাদি যত দেবগণ।
যাঁহাকে জানিতে না পারেন কখন॥
সনকাদি ঋষি ধ্যানে অশক্ত জানিতে।
বেদাদিও অক্ষম যাঁর তত্ত্ব নিরূপিতে॥
সবার অগম্য সেই নবনীত চৌরে।
ভজহ শ্রীচরণ তাঁর অতি ভক্তিভরে॥৭৬॥

ইতি শ্রীভক্তিকৌস্তভে ভক্তমাহাত্ম্য নামে অষ্টম আহ্নিক।

নবম আহ্নিক—ভক্তমাহাত্ম্য।

কর্ম্মবশে জীবগণ জনমে সংসারে।
কর্ম্মবশেই সময় হইলে সবে মরে॥
কর্ম্মবশে সুখ দুঃখ ভুগে জীবগণ।
শোক হর্ষ শুভাশুভ কর্ম্মেরি কারণ ॥১॥

যদি কেহ ঈশ্বর থাকেন এ জগতে।
কর্ম্মফল জীবে তিনি দেন বিধিমতে॥
যে কর্ম্ম যে করে নাই এ ভব সংসারে।
তাহাকে সে ফল কভু দিতে নাহি পারে ॥২॥

নিজ নিজ কর্ম্মফল ভুগে জীবগণ।
ইন্দ্র কি পারে অন্যথা করিতে কখন ।৩॥

পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফলেই স্বভাব গঠন।
নর দেবাসুর হয় স্বভাবেই সৃজন॥
কর্ম্মই হয় সকল ভেদের কারণ।
কর্ম্মই গুরু হৈয়া সদা করেন রক্ষণ।
কর্ম্ম করেন শত্রু আক্রমণ নিবারণ ॥৪-৫॥
হরিকে না স্মরে কর্ম্ম বিক্ষিপ্তচিত্ত জন॥
শ্রবণ-কীর্ত্তন-পূত গর্ব্বহীন জন
যাঁহাকে অনুভব করেন সর্ব্বক্ষণ
পুনঃ পুনঃ নমি সেই প্রভুর শ্রীচরণ ॥৬॥
কর্ম্ম জ্ঞান জপ তপ যোগাসন যত।
শ্রদ্ধা বিনা শ্রীকৃষ্ণ না হ'ন বশীভূত ॥৭॥

(শ্রীকৃষ্ণের উক্তি)

আমা প্রতি কোন মতে শ্রদ্ধা হয় যাঁর।
বশীভূত হইয়া যাই আমি যে তাঁহার॥
দর্শন স্পর্শন পূজার তিনি যোগ্য হন।
উচিত তাঁহারি সহ করিতে সম্ভাষণ ॥৮॥
যদি সাধ হয় মোরে বশ করিবারে।
শ্রদ্ধাতেই সেই সাধ পূর্ণ হইতে পারে॥
স্বধর্ম্ম পালনেই সে শ্রদ্ধা পাইবে।
শাস্ত্রমত পালনেই সুফল মিলিবে ॥৯॥
ভগবৎ প্রসাদেই দেবে ভক্তি হয়।
ভক্তিতেই পুনঃ ভগবৎ প্রাসাদ মিলয় ॥
বীজ হৈতে যথা অঙ্কুর বাহির হয়।
তেমতি অঙ্কুর হ'তে বীজ জনময়॥
একটী হ'তে অপরটী আসে ফল রূপে।
প্রসাদ বলিতে প্রসন্নতাই বুঝিবে ॥১০॥
শ্রীহরি সন্তুষ্ট যাহে কহি সংক্ষেপেতে।
হরিলীলাকথা সুধা শুনহ কর্ণেতে॥
শুনিয়া তাহা মনন করহ প্রাণ ভরে।
হরিনাম কীর্ত্তন করহ উচ্চৈঃস্বরে ॥১১॥

তাহাই প্রকৃত বাণী মম নামে রত।
সে দেহ সার্থক যাহা মম সেবায় ব্যস্ত ॥১২॥

সঙ্কল্প করহ যাহা ভগবদনুকূল।
অবশ্য ত্যজহ যাহা তাঁহার প্রতিকূল॥
শ্রীহরিই রক্ষক বলি বিশ্বাস কর মনে।
তিনিই রক্ষক জানি পড় যুগল চরণে॥
দীন হও আর কর আত্মসমর্পণ।
শরণাগতির এই ছয়টী প্রকরণ॥
ভুক্তি মুক্তির এই হয় শ্রেষ্ঠ সাধন।
ইহা বিনা কল্যাণ না দেখি কদাচন ॥১৩-১৫॥

যে মহাত্মারা আমাতে অনন্য হন।
জ্ঞানিগণ ক'ন তাঁহাদের অষ্ট লক্ষণ ॥১৬॥

বাৎসল্য গুণ হয় মহতের ভূষণ।
দোষেও গুণ বলি তাঁরে করেন গণন॥
ভক্ত প্রতি বাৎসল্য ও আমায় অর্পণ
শারীরিক কষ্টে করেন আমার সেবন॥
মম লীলা শ্রবণে ভক্ত রোমাঞ্চ দেহেতে।
বাষ্প-গদগদ কণ্ঠ অশ্রু নয়নেতে॥
আমাকেই অহর্নিশি করেন স্মরণ।
আমা তরে হয় তাঁর জীবন যাপন ১৭-১৮

এই অষ্টবিধ লক্ষণ ম্লেচ্ছেও থাকে যদি।
সবাকার শ্রেষ্ঠ তিনি বিপ্র মুনি যতি ॥১৯॥

ভক্ত যদি জনমেন চণ্ডালের কুলে।
মম প্রিয় হ'ন তিনি বেদজ্ঞ হইতে॥
আমা সম-পূজ্য তিনি তাঁরই দর্শন লইবে॥
দানের উপযুক্ত পাত্র তিনিই জানিবে ।২০॥

ক্ষণমাত্র ভক্তসঙ্গে যেই ফল মিলে।
কভু নাহি হয় তার তুল্য স্বর্গমোক্ষ লাভে॥২১॥

প্রারব্ধবশেত যাঁদের না হয় জনম।
হরি সেবা লাগি মর্ত্ত্যে অবতীর্ণ হন॥
প্রগাঢ় ভক্তিতে তাঁরা হৈয়া বিভুষিত॥
তৎসহ পূর্ব্বসংস্কার হৈয়া সংযুক্ত॥
বৈরাগ্যবান্ হউন বা নারীতে অনুরক্ত।
পদ্মপত্রের জলের ন্যায় না হ'ন আসক্ত।২২-২৩
আগুনে ভাজিয়া ফেলা ধান হৈতে যেমন।
অঙ্কুরের উদ্‌গম না হয় কদাচন॥
আমারও যেমন নাই নিষেধ বা বিধি।
তাঁদেরও তথা নাহি পূজা বা সমাধি॥
পূর্ণকাম আমার কিছু না লাগে সাধন।
তাঁদেরও ভজন পূজনের নহি প্রয়োজন২৪-২৬॥
হউক করম তার সাধু বা অসাধু।
শ্রীহরিকে সমর্পণে ভোগ নাই কভু।২৭॥
বৈকুণ্ঠের গুণামৃত কথা যেথা নাই।
তদাশ্রিত ভাগবতের দেখা নাহি পাই॥
যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণুর মহোৎসব নাই যেথা।
হইলেও ইন্দ্রপুরী নাহি যাও সেথা॥২৮॥

জ্ঞানক্রিয়া দ্রব্যপূর্ণ নরদেহ পেলে।
হরি কৃপায় জন্ম লভি ভারতভূমিতে॥
মোক্ষ লাগি যেইজন না করে যতন
পরজন্মে হয় তার বনস্পতি জনম॥২৯॥

বহুজন্ম পরে যবে নরজন্ম লভে
যে জন্মেতে সুদুর্লভ নিঃশ্রেয়স মিলে॥
যাবৎ রহে এ দেহ না হৌক চিরস্থায়ী।
ধীর ব্যক্তির চেষ্টা চাই সদা মোক্ষ লাগি
বৃথাই কাটালে পশুদেহে জন্ম হয়।
নৃদেহ হারাইলে মুক্তি কভু না মিলয়॥৩০॥

ত্রিবর্গেতে হয় ধর্ম্ম অর্থ আর কাম।
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চতুর্থ-বর্গ মোক্ষ তার নাম॥
ত্রিবর্গের তরে চেষ্টায় ক্লেশ অতিশয়।
গৃহস্থের কদাপি করা উচিত না হয়॥
দেশ কাল পাত্র তিন হয় বিচারিতে
দৈবের নির্দ্দেশ মত উচিত চলিতে॥৩১॥

নরদেহ রথ-স্বরূপ বলেন বুধগণ।
মনের লাগামে চলে অশ্ব ইন্দ্রিয়গণ॥
রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দ হয় মাত্রা।
সেই পথে দেহ রথ করে নিত্য যাত্রা॥
রথের সারথি বুদ্ধি বন্ধনরজ্জু চিত্ত।
এ সকল হয় প্রভু জগদীশের সৃষ্ট॥
ধর্ম্মাধর্ম্ম দুই চাকা দশপ্রাণ তার পাখি।
অভিমান-যুক্ত জীব দেহরথে রথী॥
প্রণব হয়েন ধনু শুদ্ধজীব শর।
পরমাত্মা প্রতি তারে নিক্ষেপে তৎপর॥৩২-৩২

পূর্ব্বজন্ম কৃত পাপে হইয়া কলুষিত।
অনুতাপে যাহারা হয় অতি দুঃখিত॥
অনুগ্রহ করিবারে তাহাদের প্রতি।
শ্রীহরির কিঙ্করগণ বিচরেণ ক্ষিতি॥৩৪॥
জ্ঞান বিজ্ঞান লাভ হয় যেই জনমেতে।
সে জন্মেও আত্মতত্ত্ব যে না পারে জানিতে॥
তাহার কল্যাণ কভু নাহি কোন মতে।৩৫॥

অকাম সকাম কিংবা হও মোক্ষকাম।
সুবুদ্ধিতে ভক্তিভরে ভজ ভগবান্॥৩॥
নটগণ কৌশলে করে নানা অভিনয়।
সেই কৌশল অজ্ঞজনের বোধগম্য নয়॥
তেমতি বৃথা তর্ক করি কুবুদ্ধি মানব।
গূঢ় হরিলীলা তার না করে অনুভব॥৩৭॥

চক্রপাণি জগৎপতির মহিমা অপার।
বোধগম্য হতে পারে হেন সাধ্য কার॥
অনুকূলে শ্রীপাদপদ্ম করিলে ভজন॥
তাঁর প্রতি কৃপা করি শ্রীমধুসূদন।
অবহেলে করেন তাঁর মোহ নিরসন॥৩৮॥

লাভ করি অনন্তের অপার করুণা।
মনে প্রাণে অকপটে করেন ভজনা॥
তাঁরাই দুস্তর মায়া পারেন তরিবারে।
শৃগাল কুকুরের ভক্ষ্য এ ছার শরীরে।।৩৯।।
শ্রীহরিচরণ ত্যজি ভজি অন্য দেবতারে॥
এ দুরন্ত ভববারি চাহে তরিবারে।
সেই মূঢ়জন কুকুরের পুচ্ছ ধরি।
দুষ্পার সাগর পারে যেতে করে মতি॥৪০

সরোবর শেওলা দামে হইল আবৃত
জল নাই মনে করি অতি মূঢ় চিত্ত॥

মরীচিকার পাছে যথা ছুটিয়া বেড়ায়।
কেবলই দুঃখ কষ্ট তাহারাই পায়॥
আত্মজ্ঞান সুখ ত্যজি সুখান্বেষি জন।
ইতি উতি বৃথা তারা করে বিচরণ॥৪১॥
অকপটচিত্ত যাঁরা অনন্য শরণ।
সুখে পূজা করেন তাঁরা প্রভু নারায়ণ
কেননা সেবিবে তাঁকে কৃতজ্ঞ সুজন।
অসাধুর কাছে তিনি দুরারাধ্য হন॥৪২॥
বাসনাহীন জন করেন হরিগুণ গান।
ভব ব্যাধির শ্রেষ্ঠ ঔষধ করেন বাখান॥
শ্রবণ মনের হয় অতীব রঞ্জন।
পশুঘ্ন বিনা ইথে বিরত কোন্ জন॥৪৩॥
নিঃশেষে নাশিয়া পাপ হরিভক্তি আনে।
সাদরে সেই কৃষ্ণকথা শুনহ শ্রবণে॥৪৪॥

সংসার সাগর অতি ভয়ঙ্কর
পার হবে যদি সুখে
লীলাকথা সুধা সাদরেতে শুন
আর গান কর সদা মুখে॥৪৫॥

অযোগ্য ভক্তের প্রতি করুণাময় হরি।
প্রসন্ন হয়েন তার পাপ গ্রহণ করি॥৪৬॥
ভক্তির উদয় হয় শ্রীহরির প্রসাদে।
ভগবান্ প্রসন্ন হয়েন ভক্তির কারণে।
মোহপ্রাপ্ত না হন জ্ঞানী ভেদ্‌বুদ্ধিতে॥৪৭॥
ভুক্তি মুক্তি পায় জীব শ্রীহরির কৃপায়।
এক জন্মে তাহা কেহ কভু নাহি পায়॥৪৮॥
বহু জন্ম শাস্ত্রের করি অনুবর্ত্তন।
জ্ঞান বৈরাগ্যবান্ প্রতি শিব প্রসন্ন হন॥৪৯॥
পরম ভক্তিতেই শ্রীহরি প্রসন্ন হন।
ভগবৎ প্রসাদে ঘুচিয়া সকল বন্ধন।
পরমানন্দে ভক্ত হয়েন মগন॥৫০॥
ভক্তিতুল্য সুখদা কিছু নাই ত্রিভুবনে।
চারিযুগে সত্য ইহা বিশেষ কলিকালে॥৫১॥
[মা দুর্গাকে কহিলেন দেব পঞ্চানন]।
কলিতে বৃদ্ধ নিরুৎসাহ বৈরাগ্য ও জ্ঞান।
গ্রাহকের অভাবে জীর্ণ হয়েছে এখন॥৫২॥
কলিযুগে কেবল ভক্তি প্রত্যক্ষ ফলদা।
ভক্তি ভক্তের বশ হই জানিও সর্ব্বদা॥৫৩॥
ভক্তিমান জনের আমি সদাই সহায়।
ভক্তের বিঘ্নকারী রিপু মোর দণ্ড পায়॥৫৪॥
ভক্তাধীন আমি ভক্তের বশে করি কার্য্য।
অযথোচিত কর্ত্তা বলি জগতে প্রসিদ্ধ॥৫৫॥
যখনই বিপদ্ কোন ঘটে ভক্তজনে।
তাহার সমূলে নাশ করি সেই ক্ষণে॥৫৬॥
মা দুর্গাকে কহিলেন দেব পঞ্চানন।
ভক্তের অধীন হয়ে থাকি সর্ব্বক্ষণ।
যে সদা ভক্তিতে আমার চরণে রত।
আমি তার বশ হই নাহিক সন্দেহ॥৫৭॥
ধর্ম্মকর্ম্মে যেই পুণ্য শাস্ত্রেতে কথিত।
ভক্ত মুখে নাম শ্রবণ সর্ব্বভাবে শ্রেষ্ঠ॥৫৮॥
শ্রীকৃষ্ণপদাম্বুজে যিনি লইয়া শরণ।
ভাবে গদগদ হইয়া করেন রোদন॥
হেন ভক্তের শ্রীকৃষ্ণ কেনা হৈয়া যান।
দেবগণ ও তাহাকে দেখিয়া ত্রস্ত হন॥৫৯॥
দান ব্রত তপ যজ্ঞ ও পিতৃতর্পণ।
সকলই নিষ্ফল বিনা হরি সংকীর্ত্তন॥৬০॥
অগ্নিস্পর্শে লৌহ যথা নিজ স্বভাব ত্যজে।
আমার সান্নিধ্যে নর দিব্য ভাবে মজে॥৬১॥
তাঁদের অবজ্ঞা করি অতি মূঢ় জন।
কুলশীল নাশি করে নরকে গমন॥৬২॥
অতএব শ্রেয়ঃ প্রাপ্তির শ্রেষ্ঠ সাধন।
যে কোন কারণে আমাতে চিত্ত স্থাপন॥৬৩॥
পত্র পুষ্প ফল জল আমাকে অর্পণ।
ভক্তিতে করিলে তার নাশ নাই কখন॥৬৪॥
সর্ব্বদেবে প্রণমি যে প্রণমে আমায়।
তার নাশ নাই তার ভক্তি হ্রাস না পায়॥৬৫
পার্ব্বতী মাতাকে কহেন দেব পঞ্চানন।
সনাতন ধর্ম্ম তত্ত্ব করহ শ্রবণ॥৬৬॥
এই তত্ত্ব নাহি জানেন যোগী মুনিগণ।
প্রকৃত মর্ম্ম কিবা না জানেন দেবগণ॥৬৭॥

তাঁরে কেহ দেখে সংসারী কেহ গৃহী দেখে।
স্বতন্ত্র কেহ দেখে অ-স্বতন্ত্র অপরে।
কেহ বলেঘোরাকৃতি সৌম্য কেহ দেখে।
কেহ বলে তাঁর রূপ নাই কেহ বলে আছে।
পরম পুরুষকে জানিতে ধাঁ ধাঁ লাগে।।
শ্রীশিবপদে সর্ব্বভাবে লইলে শরণ।
তাঁহারই প্রকৃত তত্ত্ব সুবিদিত হন ॥৬৮-৭২॥

সূর্য্যকিরণ হইতে হয় মেঘের জনম।
মেঘেতেই ঢেকে ফেলে সূর্য্যের বদন॥
কোন প্রকারে যদি মেঘ যায় স'রে।
সূর্য্যের প্রকাশ হয় অতীব সত্বরে॥
জিজ্ঞাসার ফলে অহংকার দূর হয়।
মতি হয় জীবের শ্রীহরিচরণ কমলে ॥৭৩॥

দেহেতে অভিমান যাহার চলে গেছে।
পরমাত্মার পূর্ণজ্ঞান তাঁরই হয়েছে॥
সমাধি অবস্থায় তিনি রহেন তন্ময়;
বাহ্য জ্ঞান শূন্যভাব তখন তাঁর হয় ॥৭৪॥

বর্ণাতীত বিকারমুক্ত জ্ঞান হইলে।
শ্রীহরির কিঙ্কর হন মন্ত্রাধির সাথে।।৭৫।।
কর্ম্মপাশে বদ্ধ অতি দুঃখী জীবের।
শ্রীবাসুদেব বিনা রক্ষা না হয় তাদের।।৭৬।।
শঙ্খচক্র গদা পদ্মধারীর শ্রীচরণ।
কায়মনোবাক্যে যাঁরা করেন পূজন।
শ্রীবিষ্ণুর পরম পদ তাঁরা প্রাপ্ত হ'ন।।৭৭।।

যার চিত্ত নাহি চিন্তে শ্রীহরিচরণ।
পশুবৎ করে তারা জীবন যাপন।।৭৮।

জগদ্গুরুমোক্ষদাতা শ্রীহরি চরণে।
ভক্তিলেশ নাই যাহাদের কোন কালে।।
গুণরাজি তপ দান আর যাগ যজ্ঞ।
ভক্তিহীন জনের এ সকলি হয় ব্যর্থ।।৭৯।।

তিনি ধন্য তিনি শুচি তিনি দিব্য জ্ঞানী।
যজ্ঞতপঃ বিদ্যা আদি সর্ব্বগুণে গুণী।।
দাতা জ্ঞাতা সত্যবাদী তিনিই বরিষ্ঠ।
পুরুষোত্তম শ্রীপদে যিনি সদা ভক্তিনিষ্ঠ।।৮০।।

ইতি শ্রীভক্তিকৌস্তুভে ভক্তিমাহাত্ম্য নাম নবম আহ্নিক সমাপ্ত।

দশম আহ্নিক—কপিল দেবাহূতি সংবাদ।

[পরিচয়—
দেবহূতি সতীর পুণ্যগর্ভ হইতে।
শ্রীহরি আবির্ভূত হন কপিল নামেতে।
পুত্ররূপে এসেছেন প্রভু নারায়ণ,
জানিয়া পুত্রপদে মাতা লয়েন শরণ ॥]

দুষ্ট ইন্দ্রিয়ের বশে হৈয়া কবলিত।
বিষয়-লালসায় হতেছি পীড়িত ।।
সংসারের নানা যাতনায় ভুগে মরি।
হে বিরাট পুরুষ রক্ষ মোরে কৃপা করি ॥১॥

অন্ধকার নাশেন যথা দীপ্ত দিনমণি।
নাশিতে জীবের মোহ জ্ঞান চক্ষু তুমি ॥
সর্ব্বনিয়ন্তা আদিপুরুষ তুমি শ্রীহরি।
আবির্ভূত হয়েছ প্রভু বড় কৃপা করি ॥২-৩॥

এ নশ্বর দেহকে ও সম্বন্ধে তাহার।
তোমারি মায়ায় ভাবি 'আমি, ও 'আমার'।
এই মায়া হইতে মোরে করহ নিস্তার ॥৪॥

ছেদিতে ভক্তের সংসারবন্ধন সকল।
কুঠাররূপ হও তুমি ভকতবৎসল ॥
ভক্তের পরম প্রার্থনীয় হও তুমি।
তত্ত্বকথা শুনিতে তাই তোমাকে প্রণমি ॥৫॥

শ্রীমৈত্রেয় কহেন শ্রীবিদুরের কাছে।
সাধুগণ অনন্যমনে ভজেন যাঁহাকে ॥
মাতার সুমতি দেখি কপিল নারায়ণ।
প্রসন্ন হইয়া কহেন সাংখ্যযোগ কথন ॥৬॥

প্রশ্ন শুনি শ্রীকপিল কহেন মাতাকে।
আত্মনিষ্ঠ যোগেই মুক্তি হয় মম মতে ॥
এই যোগ সাধিত হইলে বিধি মতে ॥
একান্ত নিবৃত্তি হয় সুখদুঃখ হইতে ॥৭॥

একদা নারদ মুনি জিজ্ঞাসেন মোরে।
মোক্ষের উপায় প্রভু বলুন কৃপা করে ॥
চাতুর্য্য-পূর্ণ যোগকথা বলেছি তখন।
তাহাই জননি তোমাকে কহিব এখন ॥৮॥

বিষয়ে আসক্ত চিত্ত ঘটায় বন্ধন।
পরমেশ্বরে অর্পিত চিত্ত মুক্তির কারণ ॥৯॥

কাম লোভাদি রিপু থাকে জীবের মনেতে
'আমি' 'আমার' অভিমান আসে তাহা হতে ॥
রিপুগণ হ'তে মন পাইলে নিষ্কৃতি।
সুখদুঃখ ত্যাজি হয় সাত্ত্বিক ভাবে স্থিতি ।।১০॥

ভক্তি হ'তে লব্ধ জ্ঞান-বৈরাগ্য যুক্ত চিত্তে।
অনুভূতি হয় অখণ্ড নির্লিপ্ত আত্মাতে ॥
তখনই জীবের মনে হয় অনুভূতি।
অতীব দুর্ব্বলা হয় প্রকৃতি একাকী ।১১-১২॥

যোগসিদ্ধি হৈতে হয় ভক্তি পথ শ্রেষ্ঠ।
মঙ্গলকামীর ভক্তিপথই প্রকৃষ্ট ॥১৩॥

প্রবল আসক্তিই জীবের দুশ্ছেদ্য বন্ধন।
সম্যক্ রূপে অবগত ইহা জ্ঞানিগণ ॥
সেই আসক্তি যাঁহার সাধু প্রতি হয়
তাঁহার পক্ষে মোক্ষদ্বার অবারিত রয় ১৪॥

ক্ষমাশীল শান্ত দয়ালু জীবের হিতৈষী।
শান্ত ধীর শত্রুতা নাই যাঁর কারো প্রতি ॥
সজ্জনের প্রতি যিনি সম্মান পরায়ণ।
তাঁহাকেই জানিবে সাধু ও সজ্জন ॥১৫॥

দারা সুত বন্ধু আর যত পরিজন।
সব ছাড়ি আমাতে অনন্য যাঁরা হন ॥
সদা ব্যগ্র মম লীলা শুনিতে কহিতে।
নানা ক্লেশ সহেন তাঁহারা হাসিমুখে ॥
তাঁহারাই প্রকৃত অনাসক্ত সাধুজন।
তাঁদের সঙ্গগুণে ঘুচে সকল বন্ধন।১৬-১৮

সাধুগণ মাঝে শুধু আমার কথাই হয়
তাহাতে পরিতৃপ্ত হয় কর্ণ ও হৃদয় ॥
তাহা শুনি সাধ্যমত পালন করিলে।
শ্রদ্ধা রতি পরে ভক্তি ক্রমে ক্রমে মিলে ॥১৯॥

মম লীলা চিন্তনেতে ভক্তি লাভ হইলে।
সুখেতে বৈরাগ্য আসে ইহ পরকালে ॥

ধ্যান ধারণাদিতে যতন করিলে।
মন বশের চেষ্টা হয় ধ্যান সমাধিতে ॥২০॥

বৈরাগ্যপুষ্ট জ্ঞানে ও আমাতে ভক্তিতে।
মুমুক্ষু এ দেহে প্রাপ্ত হয়েন আমাকে ॥২১॥

দেবহূতি মাতা কহেন আপন পুত্রেরে।
ভক্তির স্বরূপ কিছু কহিও আমারে ॥
সহজ উপায় যাহা বল কৃপা করি।
যাহার পালনে মুক্তি লভিবারে পারি ॥২২।

ভগবদুদ্দেশ্যে কর্ম্ম করিতে করিতে।
তত্ত্বজ্ঞান মোক্ষ লাভ হয় যাহা হতে
অল্পবুদ্ধি আমাকে বুঝাও সরল করি।
যাহাতে অন্তিমে পাই চরণ তোমারি॥২৩-২৪॥

মৈত্রেয় কহেন তবে যত মুনিগণে।
প্রসন্ন কপিলদেব কহেন মাতাকে ॥

সাংখ্যযোগ বর্ণিয়া ভক্তি করেন বাখান।
যাহাতে শান্ত হইবে জননীর প্রাণ।
শুন মাতা কহি আগে ভক্তির বিচার।
পরে জ্ঞানমার্গ কথা কহিব বিস্তার ॥২৫।

মনের চাঞ্চল্য যাহে সত্বর বিনাশ।
নিষ্কাম ভাবেতে যার হইবে প্রকাশ ॥

তাহা হইতেই জীবের হয় চিত্তশুদ্ধি।
জ্ঞানিগণ মতে তাহাই উত্তমা ভকতি।
ভক্তিযোগে চিত্তশুদ্ধি হইবে তোমার।
মুক্তি হইতে শ্রেষ্ঠ, ভক্তি সকল প্রকার ॥
ভুক্ত দ্রব্য দগ্ধ যথা জঠর অনলে
মনের মালিন্য নাশে ভক্তির প্রভাবে ২৬-২৭॥

যাঁহারা প্রকৃত ভক্ত হ'ন ভগবানে।
সদা রত তাঁহার শ্রীচরণ সেবনে ॥

হরিপদে সর্ব্বকর্ম্ম করিয়া অর্পণ।
গোষ্ঠীসহ করেন হরিলীলা কীর্ত্তন।
সাযুজ্য মুক্তিতে হয় সার্থক জীবন ॥২৮॥

প্রসন্ন মুখ মম পদ্ম পলাশলোচন।
বরপ্রদ দিব্যরূপ করি দরশন।
মম সহ সদালাপে সমর্থ তাঁরা হন ॥২৯॥

সুদর্শন অবয়ব মধুর দৃষ্টিপাত।
উদার হাস্য ও মনোজ্ঞ বার্ত্তালাপ ॥
তাহাতে আকৃষ্ট সদা রহেন ভক্তগণ।
মুক্তিকামী না হইয়া ব্রহ্মানন্দে মগন ॥৩০॥
ভক্তিলাভে অবিদ্যার হইলে নিবৃত্তি।
নাহি চাহেন তাঁহারা অষ্টযোগ সিদ্ধি ॥
গমন করিয়া তাঁহারা শ্রীবৈকুণ্ঠধামে।
সমস্তই লভি তাঁরা রহেন ব্রহ্মানন্দে ॥৩১॥
শুদ্ধসত্ত্বময় শ্রীবৈকুণ্ঠধামে ভক্তগণ।
চ্যুত না হইয়া পরমানন্দে মগন ॥
আমাকে দেখেন যাঁরা পুত্রের সমান।
আমা প্রতি যাঁহাদের পরম প্রিয় জ্ঞান ॥
সখা মম বলি সদা আমারে যারা ভাবে।
গুরু বলি পূজা আমাকে যাহারা করে ॥
সুহৃদ্ পরম ইষ্ট যাহারা ভাবে মোরে।
কালচক্র বল তাঁদের কি করিতে পারে ৩২॥

অহংমম ভাব ত্যজি সকল প্রকারে।
পুত্র কলত্র ধন ভোগের সংসারে।
পশু পক্ষী গৃহ আর যত আকর্ষণ।
সব ত্যজি আমাতে মন করে নিবেদন ॥
মৃত্যু হৈতে উদ্ধার করিয়া হেন জনে।
ল'য়ে যাই আমি তারে বৈকুণ্ঠভবনে ॥ ৩৩-৩৪॥

সকলের অধিপতি আমি ভগবান্।
সর্ব্বভূতে আত্মারূপে মম অবস্থান ॥
আমি বিনা কেহ নাই জীব উদ্ধারিতে।
মোর কৃপা বিনা মুক্তি না হয় জগতে ॥৩৫॥
এই যে পবন বহে দেখিছ নয়নে।
বহিতেছে জেনো শুধু আমারি শাসনে ॥
দিবাকর করিছেন তাপ বিকীরণ।
আমার আজ্ঞায় আজও উদিছে তপন ॥
অগ্নি দাহ করে ইন্দ্র করিছে বর্ষণ।
জীবের পরাণ মৃত্যু করিছে হরণ
সকলের একই হেতু আমার শাসন ॥৩৬॥
জ্ঞানবৈরাগ্য সহিত ভক্তির সাধন।

ক্ষেমার্থে যোগিগণ করেন যতন ॥
সর্ব্বভয়হারী সেই আমার চরণ।
সর্ব্বাত্মভাবে লহেন একান্ত শরণ ৩৭॥

ভক্তিতে আমাতে চিত্ত করিলে অর্পণ।
উভলোকে হয় তাঁর পরম কল্যাণ॥৩৮॥
কপিল কহেন মাগো করহ শ্রবণ।
নানাবিধ ভক্তিযোগ আছয়ে বর্ণন॥৩৯॥
বৃত্তিভেদে ভক্তিভেদ হয় মা নির্য্যাস।
বিশেষতঃ মুক্তিপথে ভক্তির প্রকাশ॥৪০॥
সাত্ত্বিকী রাজসী ভক্তি তামসী এই তিন।
স্বভাব ও কর্ম্মবিশেষে কর্ত্তার অধীন॥৪১॥
হিংসা দম্ভ মাৎসর্য্য-বশেতে ক্রোধী জন।
অভীষ্টসিদ্ধি লাগি করে মোর অর্চ্চন॥
বৈরিভাব রাখিয়া যে তপস্যা আচরে।
সে হয় তামস ভক্ত শাস্ত্রের বিচারে॥৪২॥
বিষয় ঐশ্বর্য্য যথা নানা কামনাতে।
ভেদবুদ্ধিতেই পূজা করে প্রতিমাকে।
রাজসিক ভক্ত বলি তাহাকে জানিবে॥৪৩॥
সর্ব্বকর্ম্ম যাঁর শুধু মম প্রীতির তরে।
কর্ম্মক্ষয় চাহি কর্ম্ম ফল সঁপে আমারে॥
যাগ যজ্ঞ সকলি যে করে বিধিমতে।
সাত্ত্বিক ভক্ত বলিয়া জানিবে তাঁহাকে॥৪৪॥
অন্তর্য্যামিরূপে আমি সর্ব্বজীবে থাকি।
মমগুণ শুনি চিত্ত ধায় আমাপ্রতি
অনুক্ষণ সাগরে ছুটে যথা গঙ্গাবারি
ভক্তের মন আমা প্রতি ধায় দিবানিশি॥৪৫॥
ফলাকাংক্ষা ত্যজি যদি ভজে নারায়ণ।
সেই ভক্তি নির্গুণ যদি ভজে অনুক্ষণ॥৪৬॥
নিষ্কাম ভক্তগণ নাহি চাহেন মুক্তি।
সালোক্য সাযুজ্য সামীপ্য অথবা সার্ষ্টি॥
পঞ্চবিধ মুক্তি দিলে না করেন গ্রহণ।
আমার সেবায় মত্ত রহেন অনুক্ষণ॥৪৭॥
সংসার বন্ধন টুটে যার প্রভাবেতে।
তাহাই উত্তম ভক্তি মিলায় ব্রহ্মপদে॥৪৮॥

জীবদেহে হই আমি সদা অধিষ্ঠিত।
জীবমূর্ত্তিতে ও আমি থাকি বিরাজিত॥
সেই মূর্ত্তিকে অবজ্ঞা করে যেই জন।
প্রতিমার পূজা তার শুধুই বিড়ম্বন॥
তাহার অর্চ্চনা যজ্ঞ ভজন পূজন।
ভস্মাহুতিতুল্য বলি হয় বিবেচন॥৪৯-৫০॥
পরকায়ে আমাকে করে যে বিদ্বেষ।
অভিমানী ভিন্নদর্শী শত্রুতায় বিশেষ।
তার মনে নাহি থাকে কভু শান্তির লেশ॥৫১॥
সর্ব্বজীবের হৃদয়েতে বিরাজিত মোরে।
যাবৎ না নিজ হৃদয়েতে বসাইতে পারে।
তাবৎ পালিতে হয় বর্ণাশ্রম বিধি।
প্রতিমা বিগ্রহ পূজা উচিত তদবধি॥৫২॥
আপন পর ভেদ যে না ছাড়িতে পারে।
মৃত্যুবৎ তীব্র ভয় আমি দেখাই তারে॥৫৩॥
সর্ব্বভূতে বিরাজিত অন্তর্য্যামী মোরে।
দান মান মৈত্রীতে পূজ সমদর্শী হয়ে॥৫৪॥
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য আর শূদ্রবর্ণ।
সবার মধ্যে ব্রাহ্মণই শ্রেষ্ঠ বলি গণ্য॥
ব্রাহ্মণ মধ্যে শ্রেষ্ঠ হন বেদজ্ঞ যে জন।
বেদজ্ঞ হইতে শ্রেষ্ঠ মর্ম্মজ্ঞ ব্রাহ্মণ॥
মর্ম্মজ্ঞ হইতে শ্রেষ্ঠ হ'ন মীমাংসক।
মীমাংসক হ'তে শ্রেষ্ঠ স্বধর্ম্মপালক॥
তাহা হ'তে শ্রেষ্ঠ হন নিঃসঙ্গী যে জন।
তিনিই নিষ্কাম কর্ম্মী সাধু মহাজন॥৫৫-৫৬॥
কর্ম্মফল যিনি করেন আমারে সমর্পণ॥
কর্ত্তৃত্বের অভিমান করেন বর্জ্জন॥
তার সাথে সর্ব্বজীবেতে সমদর্শী হয়।
কোনও জীব তাঁর সমতুল্য কভু নয়॥৫৭-৫৮॥
জীব-হৃদে সূক্ষ্মরূপে হয় প্রভুর আসন।
এই ভাবি সর্ব্বজীবে করহ বন্দন॥৫৯॥

ইতি দশম আহ্নিক সমাপ্ত।

একাদশ আহ্নিক।

প্রথম পরিচ্ছেদ—সতীদেহ ত্যাগ।

শ্রীমৈত্রেয় বলেন শুন কৌরব নন্দন।
পুরাকালে যজ্ঞ করেন প্রজাপতিগণ॥
মুনি ঋষি হুতাশন দেবতা সকলে।
সানুচর উপনীত সেই যজ্ঞস্থলে॥১॥
হেনকালে উপনীত দক্ষ প্রজাপতি।
দ্বিতীয় তপন সম শ্রীঅঙ্গের জ্যোতিঃ॥
দেহের প্রভায় সভা হইল উজ্জ্বল।
উঠিয়া দাঁড়াইলেন সদস্য সকল॥
অগ্নিসহ উঠিয়া দাঁড়াইলেন দেবগণ।
ব্রহ্মা ও শঙ্কর নাহি উঠেন দুইজন॥২-৩॥
পূর্ব্ব হ'তে আসনে বসিয়া মহেশ্বর।
দক্ষের হ'ল না সহ্য এত অনাদর॥
অভিমানে রোষে দক্ষ জ্বলিয়া উঠিল।
বক্র দৃষ্টিতে চাহি শিবে কহিতে লাগিল॥৪॥
শুন শুন দেব ঋষি পারিষদ্‌গণ।
সাধুগণ চরিত্র শুনুন সর্ব্বজন॥
অজ্ঞান বা দ্বেষবশে কিছু না কহিব।
সত্যকথা সভামধ্যে তাহাই বলিব॥৫॥
এই মূঢ় নির্লজ্জ নির্ঘৃণ কৃত্তিবাস।
লোকপতিদের যশ করিল বিনাশ॥৬॥
সাধু বলি মনে হয় দেখিয়া ইহাকে।
বিবাহ দিয়াছি কন্যা অগ্নির সাক্ষাতে॥
সাবিত্রীসমা কন্যা বিবাহ করিয়া।
হৈল মম শিষ্যতুল্য দেখুন বিচারিয়া॥
হরিণী-নয়না কন্যা সতী মোর প্রাণ।
মর্কট লোচন শিবে করি সম্প্রদান॥
জামাতা হইয়া বেটা এমনি অজ্ঞান।
বাক্যেও আমারে নাহি করিল সম্মান॥৭-৮॥
ক্রিয়াকাণ্ড বর্জ্জিত নাহি শুদ্ধাচার॥
মান অপমান বোধ নাহিক ইহার॥
শূদ্রে বেদবাণী-প্রায় হারাইয়া জ্ঞান।
অনিচ্ছায় কন্যারত্ন করেছি প্রদান॥৯॥

ভূতপ্রেতগণে মূঢ় হ'য়ে পরিবৃত।
শ্মশানে মশানে বেটা ভ্রমে অবিরত।
উলঙ্গ হইয়া আলু থালু কেশপাশে।
উন্মত্তের প্রায় কভু কাঁদে কভু হাসে ১০॥
চিতাভস্ম দেহে মাখে সদা সর্ব্বক্ষণ।
প্রেতমাল্য প্রেত অস্থি অঙ্গের ভূষণ॥
শিবনাম ধরে কিন্তু অশিবের আলয়।
মাদক সেবনে সদা উন্মত্ত রহয়॥১১॥
তিনটী নেত্র ত্রিশূলী ও ত্রিপুণ্ড্র ধারণ।
কালসর্পগণ ইহার অঙ্গের ভূষণ॥
প্রমথগণের নেতা এই দুরাচার।
ঘোর তামসিক প্রকৃতি হয় ইহার॥
ইহাকে তনয়া দিয়া বড় পাই লাজ।
ব্রহ্মার কথায় ভুলে করেছি এই কাজ॥১২-১৩॥
এইরূপে শঙ্করে দক্ষ বড়ই নিন্দিল।
কিন্তু মহাদেবের ইথে কোপ না হইল।
বসিয়া রহেন শিব অচল অটল॥
ইহা দেখি দক্ষের বাড়িল মনস্তাপ।
জল লইয়া শিব প্রতি দিল অভিশাপ॥১৪॥
দেবের অধম এই মূঢ় ত্রিলোচন।
যজ্ঞ ভাগ না পাইবে সহ দেবগণ॥১৫॥
ক্রমে ক্রমে কিছুকাল কাটিয়া গেল।
শ্বশুর জামাতা দ্বন্দ্ব কিছু না কমিল॥১৬॥
কিছুকাল পরে দক্ষে ব্রহ্মা চতুরানন।
প্রজাপতি-পতি পদে করেন বরণ॥
পদবৃদ্ধি হেতু দক্ষ হইল গর্ব্বিত।
সদা ভাবে কিসে শিবে করিব ঘৃণিত॥১৭॥
ব্রহ্মজ মুনিগণে দক্ষ অগ্রাহ্য করি।
আরম্ভিল বাজপেয় যজ্ঞ বৃহস্পতি।
সমারোহ আড়ম্বর করিলেক অতি॥১৮॥

সতীদেবী পতি পদে কহেন বিনয়ে।
তব শ্বশুরালয়ে নাথ যজ্ঞ হতেছে॥
দেবগণ চলেছেন তথা দলে দলে।
যেতে চাই তথা তব অনুমতি পেলে॥১৯॥
পিতৃগৃহে মহোৎসব করিয়া শ্রবণ।
ইচ্ছা হয়েছে মোর তথা করিতে গমন॥
পতির গুরুর আর পিতার ভবনে।
দোষ নাহি হয় গেলে বিনা নিমন্ত্রণে॥২০॥
ইহা শুনি মহাদেব সহাস্য বদনে
সতীদেবীকে কহিলেন সুমিষ্ট বচনে॥
যাহা বলিলে সতি তাহা ঠিকই বটে।
পিতৃগৃহে যাওয়া চলে বিনা নিমন্ত্রণে॥
যদি অহঙ্কার বশে বন্ধু গুরুজন।
সভামধ্যে না বলেন কর্কশ বচন॥২১॥
বিদ্যা বয়স তপস্যা দেহ কুল ও ধন।
এই ছয়টী গুণ হয় সাধুর ভূষণ॥
সাধুপক্ষে এই গুণ হয় মনোহর।
অসাধুজনে কিন্তু এগুলি দোষের আকর
ইহাতে তাহারা হয় বিবেক বৰ্জ্জিত।
অভিমানে তাদের হয় দৃষ্টি কলুষিত॥
সাধুজনের তেজ তারা দেখিতে না পায়।
অহঙ্কার বশে হয় উন্মত্তের প্রায়॥২২॥
ভ্রূকুঞ্চিত করি তারা দেখে অতিথিকে।
বুদ্ধিদোষে তাদের প্রতি রোষদৃষ্টি করে॥
আত্মীয় বুদ্ধি করে তারা যত অসজ্জনে।
উচিত নাহিক যাওয়া তাদের ভবনে॥২৩॥
শত্রুর তীক্ষ্ণবাণেতে যত দুঃখ দেয়।
স্বজনের কটুবাক্য তার শতগুণ হয়।
হৃদয়ে তাহা দিবানিশি বিন্ধিয়া রহয়॥২৪॥
গুরু মর্য্যাদা দক্ষের আছে আমি জানি।
সব কন্যা মধ্যে তুমি বড় আদরিণী॥
তথাপি তাহার কাছে না পাইবে স্থান।
আমার সম্বন্ধে তুমি পাবে অপমান॥
কারণ আমা প্রতি তাদের বিদ্বেষ মহান্॥২৫॥

আত্মজ্ঞানী পুরুষের সমৃদ্ধি দেখিয়া।
দক্ষ প্রজাপতির সদা ঈর্ষান্বিত হিয়া॥
দুঃখানলে তার চিত্ত জ্বলে অনুক্ষণ।
সেই হেতু মোর সহ বিদ্বেষ তাহার।
যথা নারায়ণ প্রতি অসুর সবার॥২৬॥
প্রত্যুদ্গমন আর বিনয় নমস্কার।
পরস্পর করি সবে করে শিষ্টাচার।
অন্তর্য্যামী পুরুষে প্রণমেন জ্ঞানিগণ।
দেহাভিমানীকে কিন্তু না করেন কদাচন॥২৭॥
এই হেতু সুমধ্যমে আমি মনে মনে।
নমস্কার করি আমি দক্ষের চরণে॥
কেবল দক্ষকে কেন যাঁরে দেখি সতি।
ব্রহ্মজ্ঞানে তাঁহাকেই করি যে প্রণতি॥২৮॥
অনুচর সহ দক্ষ বিপক্ষ আমার।
তার মুখ দেখা নাহি উচিত তোমার॥
যদিও তোমার পিতা জন্মদাতা তিনি।
তাহার বাড়ী কখন না যাইবে তুমি॥
প্রজাপতিগণের সেই যজ্ঞ সভাতে।
বিনা দোষে অভিশাপ দিলেন আমাকে॥২৯॥
যদি তথা যাও লঙ্ঘি আমার বচন।
মঙ্গল তোমার তাহে না হবে কখন।
পরাভব যদি হয় স্বজনের কাছে।
মৃত্যু যাতনা তুল্য হয় সম্মানীর তাহাতে॥৩০॥
পতিবাক্য না মানিলেন হৃষ্টচিত্তে সতী
দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া হলেন ভিন্নমতি॥
প্রেমাবেশে অৰ্দ্ধঅঙ্গ দিয়াছেন যিনি।
পিতৃগৃহে চলিলেন তাঁর কথা লঙ্ঘি॥৩১॥
দক্ষালয়ে সতী যবে করেন গমন।
দক্ষভয়ে কেহ তাঁরে না করে আপ্যায়ন॥
কেবল জননী আর ভগিনী সকলে।
আলিঙ্গন করি ভাসেন নয়নের জলে॥৩২॥
যজ্ঞেতে শঙ্করের অংশ না দেখিয়া সতী।
বুঝিলেন শিবে হেলা করে প্রজাপতি
ক্রোধেতে হইল সতীর আরক্ত বরণ।
ক্রোধানলে বুঝি দগ্ধ হয় ত্রিভুবন॥৩৩॥

থর থর কাঁপে তনু স্খলিতবচন।
শিবদ্বেষী দক্ষে কহেন আরক্ত নয়ন॥
ইহ লাকে যাঁর চেয়ে শ্রেষ্ঠ কেহ নাই।
প্রিয় বা অপ্রিয় কেহ নাহি যাঁর ঠাঁই॥
দেহধারী সকলের যিনি প্রিয়তর।
যাঁহার শত্রুতা নাই কাহারো উপর॥
সকলের আত্মা সেই মহাদেব সহ।
তুমি ভিন্ন আর কেবা করিবে কলহ॥৩৪॥

তব সম এ জগতে আছে কোন্ জন।
অন্যের গুণমধ্যে দোষ করিতে গ্রহণ॥
মহতের হয় কিন্তু বিপরীত আচরণ।
সামান্য গুণের চাহেন বিস্তৃত বর্ণন॥
এ হেন মহৎ আর অতীব সজ্জন।
কল্পনায় কর তুমি শুধু দোষ দর্শন॥৩৫॥

এই জড় দেহে তুমি আত্মা বলি মান।
প্রকৃতির পর আত্মা তুমি নাহি জান॥
মহাপুরুষের শ্রীপদধূলির প্রভাবে।
তোমার দুষ্ট তেজ সদা প্রতিহত হবে॥
নিজে বড় হইতে না পারিবে কখন।
এই হেতু সাধুনিন্দা কর অনুক্ষণ॥৩৬॥

'শিব' এই দুই অক্ষর করিলে উচ্চারণ।
সর্ব্ব পাপ হ'তে মুক্ত হয় নরগণ।
যাঁহার শাসন কেহ লঙ্ঘিতে না পারে।
যাঁহার পবিত্র কীর্ত্তি খ্যাত চরাচরে॥
সেই শিব সহ দ্বেষ কর নিরন্তর।
অতি নরাধম তুমি অশুভ আকর॥৩৭॥

লোকপাল সহ ব্রহ্মা আদি দেবগণ।
যাঁহার শ্রীপাদপদ্ম সেবেন অনুক্ষণ॥
সকাম পুরুষের আকাঙ্ক্ষা যেমন।
অভিমত ফল দান করেন অনুক্ষণ॥
সেই বিশ্ব বান্ধব মহাদেব ত্রিলোচনে।
সদা দ্বেষ কর তুমি অকুণ্ঠিত মনে॥৩৮॥

তুমি যে দেখেছ শিবে অশিব লক্ষণ।
তাহা কি বুঝেন না ব্রহ্মাদি দেবগণ॥
এ কথা যথার্থ বটে নাহিক সংশয়।
জটাজূট আছে শিরে দেহে ফণিচয়॥
চিতাভস্ম নৃ-কপাল করিয়া ধারণ।
পিশাচ সহ করেন শ্মশানে ভ্রমণ॥
তথাপি তাঁহার ভস্ম নির্ম্মাল্য নিচয়।
সাদরে ধরেন শিরে দেব সমুদয় ৩৯॥

যে জিহ্বা দিয়া দুষ্টজন নিন্দে পতিকে
নিন্দুকের সেই জিহ্বা উচিত ছেদিতে
নিন্দাশুনা পাপে নিজ পরাণ নাশিবে।
অশক্তে কর্ণ ঢাকি সেস্থান ত্যাগ করিবে॥৪০॥

শিব নিন্দাকারী তুমি অতি দুরাচার।
তোমা হ'তে এই দেহ পেয়েছি আমার।
মনঃস্থ করেছি এ দেহ করিবারে সংহার॥
অজ্ঞানে করিলে কেহ অখাদ্য আহার।
বমি করাই একমাত্র প্রতীকার তার॥৪১॥

আত্মতত্ত্বধ্যানে শঙ্কর রহেন তন্ময়।
বিধি নিষেধ তাঁর পক্ষে প্রযোজ্য না হয়॥
প্রবৃত্তি নিবৃত্তি ভেদে দুই মার্গ আছে।
পাত্র বুঝিয়া ব্যবস্থা হয় অধিকার ভেদে॥
যোগ্যতা বুঝিয়া ভাল মন্দ নির্দ্দেশ।
কোনও পথের নিন্দা অনুচিত বিশেষ॥৪২॥

বেদবিধির দুটী মার্গ প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি।
গুরুই নির্দেশ দেন বুঝি শিষ্য-প্রকৃতি॥
পরস্পর বিরুদ্ধ হ'লেও দুটী পথ।
পরব্রহ্ম শিব বিধি নিষেধের অতীত॥৪৩॥

অণিমাদি যোগৈশ্বর্য্য পাইয়াছি মোরা।
তাহার লব লেশ না পান আপনারা॥
যজ্ঞাদি কর্ম্মানুষ্ঠানে যাহারা ব্যাপৃত।
এই পথ তারা বুঝিতেই অসমর্থ॥৪৪॥

ভগবান্ শঙ্কর প্রতি তুমি বিদ্বিষ্ট।
তোমা হতে লব্ধদেহ হয়েছে ঘৃণিত॥
মহতের নিন্দুক হতে প্রাপ্ত দেহ দান।
অসৎসঙ্গ ঘুচাইতে ত্যজিব পরাণ॥৪৫॥

শিবনিন্দা কাণে শুনি নিজপ্রাণ রাখি যদি
কৈলাসেতে কি বলিয়া যাব।
দাক্ষায়ণী বলি হর করিবেন সমাদর
এ বদন কেমনে দেখাইব॥

পীতবাস পরি তিনি মুখ আচ্ছাদন করি
ঈশানী বসেন যোগাসনে।
কহেন নন্দীর প্রতি অসংখ্য মম প্রণতি
নিবেদিবে প্রভুর চরণে।
ত্রিলোচনে হৃদি ভাবি সমাধি আগুণ জ্বালি
সতী দেবী ত্যজিলেন প্রাণ।
পাপ হ'তে হ'ন মুক্ত হ'ল তাঁহার দেহশুদ্ধ
করিলেন দেহের অবসান ॥৪৬-৪৭॥

ইতি দশম আহ্নিকে সতীদেহত্যাগ নামক প্রথম পরিচ্ছেদ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ—নারদকূট।

দক্ষ প্রজাপতির ছিল অযুত নন্দন।
হর্য্যশ্ব নামেতে তাঁরা অভিহিত হন ॥
দক্ষের আদেশে ক্রমে হর্য্যশ্ব সকলে।
তপস্যায় চলিলেন সৃষ্টি করিবারে
সিন্ধুনদ সঙ্গমে নারায়ণ সরোবরে।
তপস্যায় রত হন দক্ষসুতগণে
পুণ্যতীর্থে তাঁহাদের মতি গেল ফিরে।
প্রবৃত্তি পথ ত্যজি মন মজিল নিবৃত্তিতে ॥
পিতৃআজ্ঞায় তাঁরা তপস্যায় দেন মন।
হেনকালে আসেন তথা নারদ তপোধন ॥
বংশবৃদ্ধিতে নিবৃত্তিপথভ্রষ্ট হয়ে।
নারদ চাহেন তাঁদের পতন নিবারিতে ॥
দশটি প্রশ্ন করেন নারদ মহাশয়।
নারদ-কূট বলি তাহা অভিহিত হয় ॥
তাহার সন্ধানে তারা বিবাগী হয়ে যায়।
কুপিত দক্ষ নারদে অভিশাপ করয় ॥
দক্ষপুত্রগণ ছিল সৎস্বভাবযুক্ত।
বংশবৃদ্ধি তরে পিতৃকর্তৃক আদিষ্ট।
পশ্চিম দিকেতে গেলেন তপস্যা কারণ
তথায় উপস্থিত হন নারদ তপোধন
হর্য্যশ্বে নারদ মুনি কহিলেন বাণী।
পৃথিবীর আদি অন্ত কিছুই না জানি।
প্রজাপতি হতে চাও সৃজিবারে প্রাণী ॥
যাহা যাহা জানিবার কহি একে একে।
তাহার সন্ধান লইতে যাও চারিদিকে ॥
একপুরুষ রাষ্ট্র আর বিল অসাধারণ।
যেথা যাইলে আর নাহি প্রত্যাগমন ॥
বহুরূপী স্ত্রী ও কুলটা সঙ্গী নর পাপী
পঁচিশ দ্রব্য যুক্তগৃহে উভধারা নদী
ঘূর্ণিত অতি তীক্ষ্ণ বস্তু দৃঢ়বজ্রবৎ।
আর আছে হংস বিচিত্র পক্ষমৎ ॥
এই সকল সন্ধান না জানি কিরূপেতে।
কেমনে চাহিছ তোমরা সৃজন করিতে ॥
সর্ব্বজ্ঞ পিতার ইচ্ছা না পার বুঝিতে।
তোমাদের দ্বারা সৃষ্টি হইবে কেমনে ॥৪-৬
শুক কহেন হর্য্যশ্ব ভ্রাতৃগণ সকলে।
কূটপ্রশ্ন এই বুঝেন নিজ বুদ্ধি বলে ॥৭॥
'ভূ' শব্দে ক্ষেত্র ও জীবের লিঙ্গশরীর।
বন্ধন হেতু না জানি কেমনে আছ স্থির।
জীবের সংসার বন্ধন কিসে ঘুচে যায়।
তাহা না জানি ব্যর্থকর্ম্মে কিবা ফলোদয় ॥৮॥
সর্ব্বসাক্ষী সর্ব্বশক্তিমান্ যিনি সর্ব্বেশ্বর
যিনি হন এই বিশ্বে একমাত্র আশ্রয় ॥
সংসার মোচনকারী যিনি নারায়ণ।
তাঁহাকে না জানি কর্ম্ম বৃথা বিড়ম্বন ॥৯॥
পাতাল হৈতে জীব যথা নাহি আসে ফিরে।
পরব্রহ্মে লীন হইলে সে আসে না সংসারে ॥
এ তথ্য না জানিয়া বৃথা কর্ম্মে রত হলে।
সকল চেষ্টা তার নিশ্চয় যাইবে বিফলে ॥১০॥
স্বৈরিণী রমণী যথা নানা কৌশলেতে।
পুরুষকে মোহিত করি ভুলাইয়া রাখে ॥
অবিবেকী জীবের বুদ্ধি স্বৈরিণীর প্রায়।
ইষ্টপথ ত্যজিয়া কুপথে লইয়া যায় ॥
অশান্ত বুদ্ধির কার্য্য সম্যক্ না জানিলে।
সকল উদ্যম হয় নিশ্চিত বিফলে ॥১১॥

দুষ্টা পত্নীর কবলিত পুরুষের প্রায়।
অবিচারে করে তাহা ভার্য্যা যা বুঝায়।
তেমতি জীবের বুদ্ধি মায়ার বশেতে।
মিথ্যা সুখভোগ চেষ্টায় সর্ব্বদাই মাতে।
এই মায়া যদি না হইলে অবগত।
সকল উদ্যম তার একেবারে ব্যর্থ ॥ ১২॥

সৃষ্টি স্থিতি লয় করে এই মায়ানদী।
দুইকূল বাহি তার স্রোত বেগ অতি ॥
বিষম মায়ার খেলা কিছু না বুঝিলে।
সকল উদ্যম তার হইবে বিফলে ॥ ১৩॥

অন্তর্য্যামী যিনি পঁচিশ তত্ত্বের আশ্রয়।
কার্য্যকারণ ধারা তাঁর শাসনে ঘটয় ॥
ইহা না জানিয়া যত উদ্যম সে করে।
ব্যর্থ চেষ্টায় সে অভীষ্ট কেমনে লভিবে ॥ ১৪॥

ব্রহ্ম-প্রতিপাদক শাস্ত্রে আছে নির্দ্ধারণ।
জড় ও চেতনের হয় বিশেষ বিবেচন ॥
কেমনে ঘুচিবে তার সংসার বন্ধন।
শাস্ত্রে আছে তার প্রকৃষ্ট বিবরণ ॥
তাহা না জানিয়া শত উদ্যম করিলে।
ব্যর্থ হইবে চেষ্টা সকলি বিফলে ॥ ১৫

কালচক্র স্বতন্ত্র ঘুরিছে তীব্রবেগে।
নিতেছে বিনাশের পথে সমগ্র জগতে ॥
সেই তত্ত্ব না জানিয়া যতই চেষ্টা কর।
বিফল হইবে ছাড়া কি হইবে বল ॥ ১৬॥

পিতৃআজ্ঞা হইতে শাস্ত্রের আদেশ বড়।
শাস্ত্রের প্রকৃত লক্ষ্য নিবৃত্তিমার্গ ধর ॥
সৃষ্টি আদি হয় প্রবৃত্তিমার্গের কর্ম্ম।
শাস্ত্রাজ্ঞা লঙ্ঘন করা কভু নহে ধর্ম্ম ॥
মুনির প্রশ্নের মর্ম্ম বুঝি হর্য্যশ্বগণ।
প্রদক্ষিণ করি বন্দেন তাঁহার চরণ ॥
পরে হেন মার্গে তাঁরা করেন গমন।
যেথা হতে কেহ নাহি ফিরে কদাচন ॥ ১৮ ॥

পুত্রগণে হারাইয়া দক্ষ প্রজাপতি।
কম্পিত অধরে কোপে কহে নারদ প্রতি।
মম পুত্রগণে তুমি করিলে সন্ন্যাসী ॥ ১৯॥
কপট বৈষ্ণব বেশে বেড়াও দুরাচার।
আমি কিছু ক্ষতি নাহি করেছি তোমার।
তথাপি করিলে মোরে নির্দ্দয় ব্যবহার ॥ ২০ ॥
উচিত অর্থ নাহি বুঝিতে পারে পুত্রগণ।
ত্রিবিধ ঋণ তাদের হয়নি মোচন।
ইহ পরকালে কৈলে অমঙ্গল সাধন ॥ ২১ ॥

অপরিণত-বয়ঃ মম পুত্রগণ হয়।
তাদের ঘটাইলে তুমি বুদ্ধি-বিপর্য্যয়।
নিলর্জ্জ নারদ তুমি অতীব নির্দ্দয়।
বিষ্ণুপার্ষদ মধ্যে তব স্থান কেন হয়? ॥ ২২ ॥

তোমা প্রতি যারা না করে শত্রুতা কখন।
তাহাদেরও কর তুমি অনিষ্ট সাধন ॥
জীব মাত্রে কৃপা করেন হরিভক্তগণ।
ভক্তবেশে কর অতি গর্হিত আচরণ ॥ ২৩ ॥

নিবৃত্তি মার্গেতে সত্য আসক্তির ক্ষয়।
ভক্ত সাজে পাঠালে হয় বুদ্ধি বিপর্য্যয়।
ইহাতে আসক্তি টুটি বিরাগ না জন্ময় ॥ ২৪ ॥

বিষয়ের তীক্ষ্ণতা ভুগিলেই জানা যায়।
দুঃখ ভুগিলেই তবে বিরাগ জনময় ॥
সহস্র উপদেশে বৈরাগ্য না আসে।
বিপর্য্যয় ফল হয় শুধু উপদেশে ॥ ২৫ ॥

আমরা গৃহস্থ সদাচার-পরায়ণ।
কর্ম্মপথেই মোদের মর্য্যাদা বিলক্ষণ ॥
মম প্রতি তোমার অসহ্য আচরণ।
ক্ষমা করিনু হয়ে সর্ব্বান্তঃ করণ ॥ ২৬ ॥
কিন্তু হে মূর্খ মম সন্তান-হারক।
তুমি হও মম ঘোর অনিষ্ট কারক ॥
যেথা ত্রিভুবনে তুমি ভ্রমণ করিবে।
কোনও স্থানে দাঁড়াবার স্থান না পাইবে ॥ ২৭॥

একাদশ আহ্নিক নারদকৃত নাম দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ সমাপ্ত।

দ্বাদশ আহ্নিক—বৃত্রাসুর-বৃত্তান্ত।

[একদা ইন্দ্র আছেন সভাতে অধিষ্ঠিত।
গুরু বৃহস্পতি তথা হলেন উপস্থিত ॥
প্রণাম থাকুক ইন্দ্র কথাও না কহেন।
ইহাতে ইন্দ্রকে বৃহস্পতি ত্যাগ করেন ॥
তাহাতে অসুরগণ পাইয়া সুযোগ।
দেবগণে অসুরে ঘটায় নানা দুর্য্যোগ ॥
ব্রহ্মার কথায় ইন্দ্র আদি দেবগণ।
ত্বষ্টৃপুত্র বিশ্বরূপকে করেন বরণ ॥
বিশ্বরূপের কৃপায় ইন্দ্রের জয় হৈল।
দৈত্যগণ হারিয়া ভয় পেয়ে পলাইল ॥
বিশ্বরূপের মাতৃকুল অসুরগণ হন।
গোপনে যজ্ঞাংশ অসুরে করেন অর্পণ ॥
জানিতে পারিয়া ইন্দ্র তাহারে হত্যা করে।]
বড়ই কুপিত ত্বষ্টা হয়েন ইহাতে ॥
ইন্দ্রহন্তাপুত্র কামনায় ত্বষ্টা মুনি।
অগ্নিতে আহুতি দেন পড়িয়া মন্ত্র বাণী ॥
বৃদ্ধি পাও ইন্দ্রশত্রু ইন্দ্র কর জয়।
অগ্নি হইতে উঠ শীঘ্র হইয়া সদয় ॥১॥
এই বলি ত্বষ্টা মুনি দিলেন আহুতি।
হোমের অগ্নি হইতে উঠে ঘোর মূরতি ॥
যুগান্ত কালের কাল কৃতান্তের প্রায়।
সুরনর তাহাকে দেখি ভয়েতে পলায় ॥২॥
ত্বষ্টার তপোবল হইতে হইয়া উদ্ভূত
ত্রিভুবন একেবারে করিল আবৃত ॥
দেবগণের কণ্টক সে ভীষণ আকার।
বৃত্রাসুর নাম তাই হইল তাহার ॥৩॥
শূলহস্তে বৃত্রাসুর স্বর্গে উপনীত।
দেখি যত দেবগণ হইলেন ভীত ॥
দলবল গণ সহ দেবগণ যুদ্ধ করে।
দেবের সকল অস্ত্র গ্রাসে বৃত্রাসুরে ॥৪॥
বিষণ্ণ হইয়া তবে সব দেবগণ
ভক্তিভরে করিলেন শ্রীবিষ্ণুর স্তবন ॥
স্তুতি শুনি কৃপা করি কহেন নারায়ণ।
তোমাদের স্তবে আমি প্রীত দেবগণ ॥
এইরূপ জ্ঞানেতে মম ঐশ্বর্য্য স্মরিলে।
আমার চরণে ভক্তি সহজেই মিলে ॥৬॥
দেবগণে আশ্বাসিয়া কহেন নারায়ণ।
মম প্রীতিতে বাকি কিছু থাকেনা কখন ॥
আমাতে চিত্ত রাখিয়া লভিয়া তত্ত্বজ্ঞান।
ভক্তি বিনা তাঁহারা আর কিছু নাহি চান ॥৭॥
বিষয় মাত্র যে জন ভাবে পরমার্থ।
সে অজ্ঞ, নিজ হিত বুঝে না যথার্থ ॥
বিষয় সুখ হয় তাই তাদের কামনা।
বিষয় দিয়া অজ্ঞ দাতা পুরায় বাসনা ॥৮॥
তত্ত্বজ্ঞ কভু না দেন প্রবৃত্তির প্ররোচন।
কুপথ্য চাহিলে বৈদ্য না দেন কখন ॥৯॥
দধীচি নামেতে মুনি জ্ঞানী তপোধন।
ব্রহ্মবিদ্যা বিশারদ মহাতেজী হন।
তাঁহার নিকট গিয়া করি অনুনয়।
তাঁহার অস্থিগুলি চাহিও সমুদয় ॥
সেই অস্থিগুলি আনি বিশ্বকর্ম্মাকে দিবে
তাহা হইতে বিশ্বকর্ম্মা বজ্র নির্ম্মাইবে ॥
সেই বজ্রে মম তেজ নিহিত থাকিবে।
তাহার প্রহারে বৃত্র অবশ্য মরিবে ॥১০-১১॥
সত্যশেষে ত্রেতারম্ভে নর্ম্মদার তীরে।
অতি ভীষণ যুদ্ধ হয় ইন্দ্র ও বৃত্রে ॥১২॥
বজ্রহস্ত ইন্দ্রকে পাইয়া সম্মুখে।
দৃঢ়স্বরে বৃত্র ইন্দ্রে লাগিল কহিতে।
বজ্রধর ভ্রাতৃহন্তা তুমি যে আমার।
গুরু ও বিপ্রবধে ভয় নাহিক তোমার ॥
পাষাণ হৃদয় তব বিন্ধিয়া শূলেতে।
আমার ভ্রাতার ঋণ শুধিব অচিরে
এর চেয়ে ভাগ্য মোর কি হইতে পারে ॥১৩॥
মম জ্যেষ্ঠ বিশ্বরূপ জ্ঞানী বিচক্ষণ।
পুরোহিত-রূপে তাঁরে করিলে বরণ ॥
নিষ্পাপ ব্রাহ্মণ যজ্ঞে দীক্ষিত তোমার।
স্বার্থেতে নিষ্ঠুর হয়ে করিলে সংহার।
অচিরে ভ্রাতার ঋণ শুধিব এবার ॥১৪॥
লজ্জা দয়া কীর্ত্তি শ্রী ত্যজেছে তোমারে।
দুষ্কর্ম্মেতে তব কাছে রাক্ষসেও হারে।
শূলেতে বিদীর্ণ করি তব কলেবর।
অগ্নিস্পর্শ না হইবে শুন সুরেশ্বর ॥

অধম শরীর তব অতীব ঘৃণিত।
অতিকষ্টে গৃধ্র দ্বারা হইবে ভক্ষিত ॥১৫॥
তব দলে কেহ যদি থাকে হেন জন।
আমা পরে করে যদি অস্ত্র প্রহরণ॥
বিন্ধিব তার গলদেশ শূলের আঘাতে।
দেহটী খাইবে যত ভৈরব ভূতনাথে॥১৬॥
বজ্রাঘাতে কর যদি মম শিরশ্ছেদ।
নাহি মোর তাহাতে কিছু মাত্র খেদ॥
এই দেহ শৃগাল কুকুরে দিয়া বলি।
হৃষ্টচিত্তে লইব আমি ভক্ত পদধূলি ॥১৭॥
দেখ শক্র বিদ্যমান তব সম্মুখেতে।
কেন নাহি মারিতেছ তারে বজ্রাঘাতে॥
কৃপণের কাছে ভিক্ষা যেমন নিস্ফল।
তব গদাঘাত সেইরূপ হয়েছে বিফল॥
কিন্তু বজ্রক্ষেপে তুমি না করিও সংশয়।
নিস্ফল না হইবে কভু না করিও ভয় ॥১৮॥
বজ্রটী তোমার শ্রীহরির শক্তিযুক্ত।
দধীচির তপস্তেজ তাহাতে মিলিত॥
হেন বজ্র কেন না মার সম্মুখেতে বৈরি।
জান না কি সর্ব্বত্র জয় যে পক্ষে শ্রীহরি ॥১৯॥
স্মরণ করিয়া প্রভু সংকর্ষণের বচন।
নিষ্ঠাতে করিব ধ্যান তাঁর শ্রীচরণ॥
আমা প্রতি হে ইন্দ্র বজ্র করহ ক্ষেপণ॥
বজ্রাঘাতে দেহ সাথে বাসনা পরিহরি।
যোগিজন-কাম্য স্থানে যাব আমি চলি ॥২০॥
শ্রীহরির চরণ যাঁদের একান্ত শরণ।
তাঁহারাই শ্রীহরির হন নিজ জন॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালেতে সম্পদ যত আছে।
ক্লেশ দ্বেষ আধি ব্যাধি তার সাথে আসে।
সে সব না ভুগেন কভু শ্রীহরির দাসে ॥২১॥
ধর্ম্ম অর্থ এই তিনকে ত্রিবর্গ বলে।
চতুর্থ বর্গ মোক্ষেতে সংসার হ'তে তরে॥
ত্রিবর্গের চেষ্টা নাশেন অমরের পতি।
তাহাতে কৃপার মাত্রা বুঝি আমাদের প্রতি॥
তাঁর কৃপার অনুভব অতীব দুর্লভ।
আকিঞ্চন ভক্তের তাহা হয় যে সুলভ ॥২২॥

ভক্তিভরে শ্রীহরিকে করিয়া স্মরণ।
বৃত্র কাতরে করেন তাঁহারে নিবেদন॥
একান্ত প্রার্থনা এই তব শ্রীচরণে।
জন্মে জন্মে তব দাসের দাস কর মোরে।
বাক্য মম তব লীলা সদাই ফুকারে।
দেহ মম সর্ব্বদাই তব সেবা করে ॥২৩॥
স্বর্গরাজ্য রসাতল সর্ব্বভূমীশ্বর।
ব্রহ্মপদ ভবমুক্তি কিংবা যোগীশ্বর।
কিছু নাহি চাহি প্রভু তোমাকে ছাড়িয়া
রাখ মোরে সদা তব কিঙ্কর করিয়া ॥২৪॥
পাখীর ছানার যখন উঠে নাই ডানা
ক্ষুধার্ত্ত হইয়া মাকে খুঁজে দিকে নানা
মাতৃস্তন্য তরে যথা আকুল বাছুর।
ছটফট্ করে প্রাণ বড়ই আতুর॥
প্রিয়ার উৎকণ্ঠা যথা দূরস্থ পতি প্রতি।
তোমাকে দেখিতে মন ব্যাকুল তেমতি ॥২৫॥
কর্ম্মবশে যতকাল থাকিব সংসারে।
তব ভক্তের সঙ্গ মোরে দাও কৃপা করে॥
তোমার মায়াতে যারা আসক্ত সংসারে।
তাদের কুসঙ্গ হৈতে রক্ষা কর মোরে ॥২৬॥
নারায়ণ স্মরি বৃত্র বলেন বচন।
যুদ্ধেতে জিতিতে প্রভু নাহি মোর মন।
রণক্ষেত্রেই যায় যেন আমার জীবন॥
কৈটভ অসুর যেমন নারায়ণ প্রতি।
শূল হস্তে বৃত্রাসুর ধাইল তেমতি।
তাহাতে দেবগণে হইল মহাভীতি ॥২৭॥
শূল লইয়া আসে যেন প্রলয়ের অগ্নি।
সুরপতি প্রতি করে সিংহনাদ ধ্বনি
এখনই হবে তব যমালয়ে গতি ॥২৮॥
প্রলয়াগ্নিবৎ শূল দিয়া ইন্দ্রে প্রহারিল।
শতকোণ বজ্রে ইন্দ্র বৃত্রেরে মারিল।
তাহাতে শূল ও বৃত্রের একটি হাত কাটিল ॥২৮॥
বৃত্রের বাহুটী যেন বাসুকির দেহ।
বিশাল বৃক্ষ যেন পড়ে মূল সহ ॥২৯॥
একবাহু গেল দেখি বৃত্রাসুর জ্বলে।
ইন্দ্রেরে নাশিতে সে চলে ক্রোধানলে॥

অপর হস্তে অন্য শূল লৈয়া বৃত্রবর।
আঘাত করিল সুরপতির উপর ॥
ইন্দ্রকে ও ঐরাবতে পরিঘ মারিল।
ইন্দ্রের হাত হৈতে বজ্র খসিয়া পড়িল ॥৩০॥
সুরাসুর সিদ্ধচারণ বৃত্রে প্রশংসিল
ইন্দ্রে দেখি দেবগণ প্রমাদ গণিল ॥৩১॥
বজ্রটী তুলিতে ইন্দ্রের লজ্জা হৈল।
দেখি বৃত্রাসুর বীর ইন্দ্রেরে কহিল ॥
হাসিয়া বলিল বৃত্র সুররাজ প্রতি।
লজ্জা নাই বজ্র তোল ওহে সুরপতি ॥
ঐ বজ্রে আমাকে এখনি বধ কর।
বিষণ্ণ হইলে কেন দেব পুরন্দর ॥৩২॥
অস্ত্রধারী তুই বিরুদ্ধ পক্ষে যুদ্ধ হইলে।
সর্ব্বদাই জয় ভাগ্য কাহারও না মিলে ॥
যাঁহার ইচ্ছায় হয় সৃষ্টি স্থিতি লয়।
সেই পরমেশ্বরের হয় সদাই বিজয় ॥৩৩॥
এই সব লোক আর লোকপাল যত।
জালে বদ্ধ পক্ষী তুল্য অধীন সতত ॥
সবার অধীশ্বর কালরূপী জনার্দ্দন।
জয় পরাজয় তাঁহার ইচ্ছার কারণ ॥৩৪
লোকে মনে করে বুঝি জড় জগৎই হেতু।
নাহি জানে ভগবান্ একমাত্র প্রভু ॥৩৫॥
যন্ত্রচালিত মৃগ ও নারী কাষ্ঠময়।
যাদুকরের বশে তারা চালিত হয়।
সেইরূপ ঈশ্বরাধীন যত প্রাণিগণ।
এ কথাটী ভুলিও না ওহে মঘবন্ ॥৩৬॥
পুরুষ প্রকৃতি ইন্দ্রিয়বর্গ অহঙ্কার।
সাংখ্যের মহৎ তত্ত্ব মন পঞ্চ ভূত যার ॥
ঈশ্বরানুগ্রহ বিনা না পারে সৃজিতে।
নিমিত্ত কারণ মাত্র জেনো তাহাদিগে ৩৭॥
সৃষ্টিতত্ত্বে অজ্ঞ যতেক জনগণ।
নাহি জানে ভগবান্ই একমাত্র কারণ ॥
জীবকে উপলক্ষ্য করি করেন সৃজন।
জীব দ্বারা তিনিই করেন বিনাশন ॥৩৮॥
আয়ুঃ শ্রী আশিষ কীর্ত্তি সম্পদাদি যত।
কভু নাহি হয় তাহা জীবের ইচ্ছামত ॥৩৯॥

ঈশ্বরের অধীন সব কিছুই যখন।
কীর্ত্তি অকীর্ত্তি সুখ দুঃখ জীবন মরণ।
হর্ষ শোক তার হয় বৃথাই চিন্তন ॥৪০॥
সত্ত্ব রজঃ তম এই তিন রূপ প্রকৃতির।
আত্মাতে নাহিক এরা জেনো মনে স্থির ॥
ত্রিগুণযুক্ত প্রকৃতির আত্মা মাত্র সাক্ষী।
জানিলে সংসারে কষ্ট না হয় কদাপি ॥৪১॥
যদিও আমার বাহু ও অস্ত্র গেছে রণে।
পরাজিত প্রায় আমি হয়েছি এক্ষণে ॥
তথাপি হে ইন্দ্র আমি চেষ্টা না ছাড়িব।
যথাশক্তি আমি তোমাকে বধিতে লাগিব ॥৪২॥
যুদ্ধ হয় এক প্রকার পাশা খেলা প্রায়।
বাণগুলি পাশা হস্তী অশ্ব ঘুঁটি হয়।
কাহার হইবে শেষে জয় পরাজয়।
কিছু নাহি তাহা আমার বোধগম্য হয় ॥৪৩॥
বৃত্রের কথায় ইন্দ্রের বিস্ময় জন্মিল।
বজ্র তুলি ইন্দ্র বৃত্রে কহিতে লাগিল ॥৪৪
এমন উত্তম বুদ্ধি তোমার হয়েছে।
বুঝিনু তোমার তবে সিদ্ধি মিলিয়াছে ॥
সবার অন্তর্য্যামী সুহৃদ্ পরমেশ্বর।
তাঁহার সেবায় তুমি হয়েছ তৎপর ॥৪৫॥
বৈষ্ণবী মায়ায় মোহের বশ হয় সবে।
মুক্ত হয়েছ তুমি তাহার কবল হ'তে ॥
আসুরী কুমতি তোমার ঘুচিয়া গিয়াছে।
মহাপুরুষত্ব লাভ তোমার হয়েছে ॥৪৬॥
রাজসিক বুদ্ধিযুক্ত অসুর হইয়া।
শ্রীবাসুদেবে শুদ্ধা মতি হইল কি করিয়া ॥৪৭॥
অমৃত সাগরে সদা যে করে বিহার।
স্বর্গরূপ গোষ্পদে সুখ হয় কি তাহার ॥৪৮॥
ইন্দ্রের বজ্র যদিও বেগবান্ অতি খর।
কাটিতে বৃত্রকণ্ঠ লাগে একটি বৎসর। ৪৯॥
শুকদেব জিজ্ঞাসেন পরীক্ষিৎ রাজনে।
বৃত্রাসুর এমন ভক্ত হইল কেমনে ॥
অসুরগণ হয় মত্ত তমো রজো গুণে।
শ্রীকৃষ্ণে হেন মতি তার হইল কেমনে। ৫০॥

দেবতা শুদ্ধসত্ত্বপ্রকৃতি মুনিঋষি অমলাত্মাগণ।
মুকুন্দ চরণে তাঁদের ভকতির উপচয়
নাহি হয় কখন॥

পৃথিবীতে যত ধূলিকণা হয়
আছে তত জেনো জীবনিচয়।
মুকুন্দ চরণে তাদের ভকতির
একটী কিংবা দুইটী হয়॥

মুমুক্ষু সহস্র জীবের মধ্যে
মুক্ত বিরল দেখিতে পাই
নারায়ণ-পরায়ণ যে জন
জগতে তাঁহার তুলনা নাই॥৫১-৫৪॥

শূরসেন দেশে সার্ব্বভৌম নরপতি।
চিত্রকেতু নাম তাঁর পালিতেন ক্ষিতি॥
বসুন্ধরা কামদুঘা ছিলেন তখন।
না ছিল তাঁহার রাজ্যে দুঃখ কদাচন॥৫৫॥

তাঁহার জ্যেষ্ঠা রাণী এক পুত্র প্রসবিল।
শূরসেন দেশবাসী আনন্দিত হইল॥৫৬॥

জ্যেষ্ঠারাণী হইতে রাজার হইল তনয়।
অন্য স্ত্রীগণের ইথে বিদ্বেষ জনময়॥
দুগ্ধের সহিত বিষ মিশ্রিত করিয়া
সপত্নী তনয়ে দিল পান করাইয়া॥৫৭॥

পুত্রশোকে নরপতি হন জ্ঞান হারা
নাহি কোন জন তাঁহাকে দিতে সান্ত্বনা।
নারদ অঙ্গিরা হেনকালে উপনীত।
অবধূত বেশে দেখা দিলেন ত্বরিত॥৫৮॥

পুত্রশোকে জ্ঞানহারা হয়েছ রাজন।
শোক নিবারিতে মোরা এসেছি দুজন॥
ব্রহ্মণ্য ভগবদ্ ভক্ত আপনি সজ্জন।
শোকার্ত্ত হওয়া নহে উচিত কদাচন॥৫৯-৬০॥

রাজারে কহিলেন নারদ তপোধন।
পরম মঙ্গল মন্ত্র করুন গ্রহণ॥
সংযত হইয়া করুন মন্ত্রের সাধন।
সপ্তাহে দর্শন দিবেন দেব সংকর্ষণ॥৬১॥

চিত্রকেতু নরপতি মন্ত্রের প্রভাবে।
মহাশক্তিশালী হন বিদ্যাধর মধ্যে॥৬২॥

চিত্রকেতু বিষ্ণুদত্ত রথে চড়ি যেতে।
দেখিলেন বহু ঋষি মুনি বসিয়া একত্রে॥
দেবের দেব মহাদেব আছেন সভাতে॥
ভগবতী দেবীকে লইয়া নিজ অঙ্কেতে।
ইহা দেখি চিত্রকেতু হইয়া বিস্মিত।
রথ হ'তে নামি তথা হন উপনীত।
হাস্য করি চিত্রকেতু কহেন উচ্চৈঃ স্বরে।
যাহাতে দেবী স্পষ্ট পান শুনিবারে॥৬৩-৬৪॥
লোকগুরু ধর্ম্মবক্তা দেব ত্রিলোচন॥
পত্নী-আলিঙ্গিত হৈয়া সভায় আসীন॥
মহাতপস্বী দেবজ্ঞ দেব জটাধারী।
নির্লজ্জ নীচবৎ বাস কোলে লয়ে নারী॥৬৫-৬৬

শুনিয়া ঈষৎ হাস্য করেন শূলপাণি।
সকলে নীরব রহেন শিবনিন্দা শুনি॥৬৭॥

চিত্রকেতুকে লক্ষ্য করি কহেন ভবানী।
জগতের দণ্ড দাতা হ'লেন কি ইনি
মো সম দুষ্ট নির্লজ্জ মনে বিরোধিতে॥
ইনিই কি অধুনা এসেছেন জগতে॥৬৮॥

'আমি শ্রেষ্ঠ' অভিমানে যেবা ভরপুর।
সাধুবন্দ্য শ্রীহরি-পদ হ'তে হোক দূর॥৬৯॥

পাপিষ্ঠ অসুর কুলে তব জন্ম হইবে॥
মর্য্যাদা লঙ্ঘন আর কভু না করিবে॥৭০॥

চিত্রকেতু কহিলেন দুটী কর যুড়ি।
তব শাপ লইনু মাতঃ পাতিয়া অঞ্জলি
দেব-বাক্য ফলে নরে প্রাক্তন কর্ম্ম লাগি॥৭১॥

জীব নিজ সুখদুঃখের কর্ত্তা নাহি হয়।
অজ্ঞ, তাই নিজে বা পরে কর্ত্তা ভ্রম হয়॥৭২॥

ত্রিগুণময়ী মায়ার সংসার প্রবাহে।
স্বরগ নরক পাপ আদি যেথা রহে॥

বন্ধন মোক্ষের অতীত হন জগৎপতি।
তাঁহার মায়ায় জীবের সুখ দুঃখ সৃষ্টি॥৭৩॥

সর্ব্বত্র সমদর্শী সেই প্রভু ভগবান্।
প্রিয় অপ্রিয় তাঁহার সবই সমান॥

আসক্তির লেশ কভু না থাকে তাঁহাতে।
আসক্তির বিরোধি কোপ আসিবে কেমতে॥৭৫

আমার কথার দোষ হয়ে থাকে যদি।
কৃপা করি ক্ষম মোরে মাতা ভগবতী।
পাপ মুক্তির কামনায় নাহি চাহি ক্ষমা।
তোমার প্রসন্নতাই মোর একান্ত কামনা ॥৭৬॥
রুদ্রাণীরে কহিলেন দেব মহেশ্বর।
সকলেই শুনিলেন দেব দৈত্য নর ॥
কি অদ্ভুত-কর্ম্মী শ্রীহরির দাস মহামতি।
তাঁহাদের কত গুণ দেখিলে ত সতি ॥
নারায়ণের পরম ভক্ত হন যাঁরা।
স্বরগ নরক তুল্য জ্ঞান করেন তাঁরা ॥
বাসনা হইতে সদা মুক্ত তাঁরা হন।
ত্রিভুবনে তাঁদের তুল্য নাহি কোন জন ।৭৯॥
বিষ্ণুমায়ায় করে জীব দেহ ধারণ।
সুখ দুঃখ দ্বন্দ্ব ভোগ জনম মরণ।
শাপ অনুগ্রহ ভোগের মায়াই কারণ॥৮০"
নানা অবস্থা দেখে জীব স্বপনের ঘোরে।
না বুঝিয়া তাই রজ্জুকে সর্প মনে করে।
সুখ দুঃখ ইষ্টানিষ্ট অজ্ঞানেতে ভাবে ।৮১॥
শ্রীহরিচরণে যাঁহারা অনন্য ভকত।
জ্ঞান বৈরাগ্য বীর্য্য লভেন বিধিমত ।৮২॥
নারদ ব্রহ্মা আদি শঙ্কর সনৎ কুমার।
মরীচি মহর্ষিগণ দেবগণ আর ॥
শ্রীহরির অংশ বা অংশাংশ মোরা হই।
ভগবদভিপ্রায় কি মোরা বুঝি কই ।৮৩॥
প্রিয় অপ্রিয় আপন পর তাঁর নাই।
সবার অন্তর্য্যামী জীবের প্রিয় তাই ।৮৪॥
পরম্ সৌভাগ্যবান্ চিত্রকেতু এই।
আমিও শ্রীহরিভক্ত মধ্যে গণ্য হই ।৮৫॥
হরিভক্ত মহাত্মা সমদর্শী যে জন।
তাঁর চরিত্রে বিস্ময়ের না হয় কারণ ।৮৬
সমর্থ ছিলেন তিনি প্রতিশাপ দানে।
নাহি দিয়া তিনি সহ্য করেন হৃষ্টমনে ॥
সুখ দুঃখ শাপ আদি তুল্য তাঁর হয়।
ভক্তের মাহাত্ম্যের ইহাই পরিচয় ৮৭।
দানবরূপে ত্বষ্টা ঋষির যজ্ঞজাত।
বিজ্ঞানী চিত্রকেতু হন বৃত্র নামে খ্যাত ।৮৮॥
মহা চিত্রকেতুর চরিত্র অতিপূত।
শ্রবণে জীব হয় বন্ধন হতে মুক্ত ।৮৯॥
প্রভাতে বন্দিয়া যেবা শ্রীহরি চরণ।
বৃত্র কথা মিতবাক্ হয়ে করেন পঠন।
অবশ্য ঘুচিবে তাঁর সংসার বন্ধন ৯০॥

বৃত্রাসুর-বৃত্তান্ত নামক দ্বাদশ আহ্নিক সমাপ্ত।

ত্রয়োদশ আহ্নিক -হিরণ্যকশিপুর উপাখ্যান।

শুকদেবকে জিজ্ঞাসেন পরীক্ষিৎ রাজন্।
কৃপা করি করুন মম সন্দেহ ভঞ্জন ॥
সকলের সুহৃদ্ যিনি সমদৃষ্টি যাঁর।
ইন্দ্রের তরে কেন দৈত্যে করেন সংহার ।১॥
শুক কহেন ভাল প্রশ্ন করেছ রাজন্।
শ্রীহরির পবিত্র লীলা অপূর্ব্ব কথন
আনন্দে করিব তাঁহার লীলা বিশ্লেষণ।
যাহাতে জীবের হয় ভক্তির বর্দ্ধন ॥২॥
নরদেহে জিহ্বা লাভ করিয়া যে জন।
কীর্ত্তনীয় হরিগুণ না করে কীর্ত্তন ॥
সহজে পাইয়া সে জন মুক্তির সোপান।
মোহবশে নাহি তাহে করে আরোহণ ।৩॥
শ্রীগোবিন্দ মহিমা হয় আনন্দের খনি।
শ্রবণে কীর্ত্তনে কল্যাণ জীবে দেয় আনি ।৪।
অনাদি নির্গুণ যিনি প্রকৃতির ঈশ্বর।
স্বেচ্ছায় করেন তিনি লীলা মনোহর ॥

ত্রিগুণে ব্যাপিয়া রেখেছেন ত্রিভুবন।
সত্ত্বরজঃ তমঃ নামে তাদের গণন।
স্বেচ্ছায় গুণের বশ হন জনার্দ্দন ॥৫॥
কোন্ গুণের কবে হয় জয় পরাজয়।
একমাত্র প্রভুর ইচ্ছা বশে তাহা হয় ॥
সত্ত্বগুণের জয় কাল হৈলে উপস্থিত।
দেবাদির সাত্ত্বিক দেহে হইয়া অধিষ্ঠিত।
প্রভুর স্থিতিতেই তাঁরা হয়েন বর্দ্ধিত ॥
এরূপ রজঃ তমঃ গুণের কাল আসিলে।
তাহাদের বৃদ্ধি হয় প্রভুর ইচ্ছা বলে ॥৬
অজাতশত্রু যুধিষ্ঠিরের প্রশ্নেতে নারদ।
রাজসূয় যজ্ঞে কথা কহেন বিশাদ ॥৭॥
নিন্দা স্তুতিতে শ্রীহরি করেন সমদৃষ্টি।
ভেদবুদ্ধি আববেকে কল্পিত দেহ সৃষ্টি
দেহেতে মমতা বোধ থাকার কারণ।
বৈষম্যেতে আকুল হয় মানবের মন ॥
তাহা হ'তে হয় পীড়া হিংসাদির জনম ॥
অভিমান-হীন সেই প্রভু নারায়ণ।
ভেদবুদ্ধি ঘুচাইতে করেন শাসন ॥
শুধু স্তুতি পুরস্কারে না হ'ন প্রসন্ন
নিন্দা তিরস্কারে কভু নহেন অপ্রসন্ন ॥৮-৯॥
বৈর-ভক্তি ভয় মৈত্রী স্নেহ অভিলাষে।
সর্ব্বদা করিবে চিন্তা জগন্নিবাসে ॥
যে ভাবে যে ডাকে তাঁরে পায় সেই ভাবে।
মুক্তি দাতা হার করুণা অজস্র বিতরে ॥
কোনও উপায়ে তাঁহাতে মন লাগাইলে।
বৈষম্য তাঁহাতে কিছু কভু না পাইবে ॥১০॥
বৈরিভাবে যেই রূপে তন্ময় হইবে।
অন্যভাবে সে রূপ না হয় দেখ ভেবে ১১
তৈলপায়ী কীট যথা ভাবিয়া ভ্রমরে।
প্রাণ ভয়ে ভাবিয়া সেইরূপ ধরে ॥১২॥
নারদ কহেন তবে শুন হে রাজন্।
দেবগণে পক্ষপাত করি প্রদর্শন।
বরাহরূপে হিরণ্যাক্ষে বধেন নারায়ণ ॥
ভ্রাতৃশোকে অতি সন্তপ্ত হিরণ্যকশিপু।
অতি ক্রোধে ভাবে নারায়ণে মহারিপু ॥১৩॥

অতি ক্রুদ্ধ হৈয়া করি অধর দংশন।
উদ্দীপ্ত নয়নে হেরে ধূম্র গগন ॥
হিরণ্যকশিপু ডাকি দৈত্যগণে কহে।
আমার বচন তোমরা শুনহ সকলে ॥১৪॥
তুল্যদর্শী বলি বিষ্ণু পরিচিত হন।
তুচ্ছ তাঁহাকে ক্ষুদ্র শত্রু দেবগণ ॥
তাহাদের স্তবে তুষ্ট হয়ে নারায়ণ।
মম প্রিয় সহোদরে করেন নিধন ॥১৫॥
শুদ্ধ তেজোময় বিষ্ণু সে স্বভাব ছাড়েন।
বরাহরূপে বালকবৎ চপল হয়েন ॥
এই শূলে গ্রীবা তাঁর করি বিদারণ।
তাঁর রক্তে প্রিয় ভ্রাতার করিব তর্পণ।
কিঞ্চিৎ মিটিবে মম মনের বেদন ॥১৬-১৭॥
শীঘ্র যাও পৃথিবীতে অসুর সকল।
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বধি দাও প্রতিফল ॥
যাগযজ্ঞ জপ তপ আদি ব্রত করে।
বেদাধ্যায়ী ব্রতী দাতা বধিবে সবারে ॥
মৃত ভ্রাতার উদ্দেশে করিয়া তর্পণ।
সান্ত্বনা বাক্যে শান্ত করে ভ্রাতৃপুত্রগণ ॥১৯॥
মাতাকে ভ্রাতৃজায়াকে ডেকে কহে দৈত্যপতি
বীরের মরণে শোক কেন কর অতি ॥
স্বর্গেতে গেল সে পড়ি সম্মুখ সমরে।
ইহা হইতে কাম্য আর কি হইতে পারে? ॥২০॥
নানাদিক্ হ'তে লোকে পান্থ শালায় আসে।
ভালবাসা জনমে একত্র সহবাসে ॥
ক্ষণিক মিলন পরে বিচ্ছেদ ঘটয়।
যার যেথা প্রয়োজন তথা চলি যায়।
কেহ নাহি তার তরে করে হায় হায় ২১॥
তেমতি নিজ কর্ম্মবশে যত জীবগণ।
একত্রে নীত হইয়া হয় ক্ষণিক মিলন ॥
কর্ম্মশেষে হয় যার সময় যখন।
আপন আপন পথে করনয় গমন ॥
অবশ্য ঘটিবে যাহা না হয় খণ্ডন
তার লাগি বৃথা কেন করহ রোদন ॥২২॥

আত্মার বিনাশ নাই শুন গো জননি।
কাঁপিলে সলিল কাঁপে ছায়া বৃক্ষ শ্রেণী।
নদীস্রোতে তীরস্থ বস্তু দেখায় চঞ্চল।
প্রকৃত সে বস্তুগুলি না হয় বিকল॥
মনুষ্যের মন নানা চিন্তায় চঞ্চল।
অবিকারী আত্মাকেও না দেখে অচল॥২১-২৪
মায়া বশে সংসারী জীব নানা রূপ দেখে।
অভিমান ঘটে দেহাতিরিক্ত আত্মাতে॥
সুখ দুঃখ সংসারও জনম মরণ॥
দেহাভিমান হ'তে হয় বলেন বুধগণ ২৫-২৬॥
অপরূপ আখ্যান এক করহ শ্রবণ।
মৃত ব্যক্তির বন্ধু সহ যমের সম্ভাষণ॥২৭॥
সুযজ্ঞ নামেতে রাজা উশীনর দেশে।
সুখেতে করেন রাজ্য মনের হরষে॥
ক্রমে শত্রুগণ সহ সমর বাধিল।
শত্রুশরে সুযজ্ঞের দেহান্ত হইল॥
রণস্থলে রাজা যেথা ত্যজেন জীবন।
মৃতদেহ বেড়িয়া কাঁদে স্ত্রী পুত্র স্বজন॥২৮॥
হেনকালে ধর্ম্মরাজ বালকের বেশে।
উপনীত হইলেন তাহাদের পাশে॥২৯
সান্ত্বনা করিয়া যম কহেন সকলে।
কেন কাঁদ তোমরা মৃত দেহ লয়ে কোলে।
জন্মিলে অবশ্য তাহার হইবে মরণ।
বিধাতার নিয়ম এই না হয় লঙ্ঘন॥
তোমরা সকলে শোকে করিছ রোদন।
তোমাদেরও একদিন হইবে মরণ॥
তবে কেন সকলে শোক কর অকারণ।
স্থির হও শুন সবে আমার বচন॥৩০॥
পিতামাতা মোরে হেথা করেছেন বর্জ্জন।
দুঃখ বা বিলাপ নাহি করি কদাচন॥
যদিও আমায় অসহায় বোধ হয়।
শ্রীহরির কৃপারাশি মোরে বেড়ে রয়॥
সিংহাদি আমাকে না করে আক্রমণ।
সর্ব্বজীবের রক্ষাকর্ত্তা রাখেন অনুক্ষণ।
মাতৃগর্ভে জীব যথা থাকে অসহায়।
রক্ষা পাই সদা সেই প্রভুরই কৃপায়॥৩১॥

ভগবদ্ ইচ্ছাতেই বিশ্ব জনময়।
তাঁর ইচ্ছাতে হয় সৃষ্টি স্থিতি লয়॥
চরাচর বিশ্ব তাঁর ক্রীড়াবস্তু মাত্র।
রাখিতে নাশিতে ইহা তিনিই সমর্থ॥৩২॥
পথে পরিত্যক্ত দ্রব্য নষ্ট নাহি হয়।
ভগবৎ কৃপা কটাক্ষ যদি তাহাতে রয়॥
বনে ব্যাঘ্র-কবলে পড়েও নাহি মরে।
গৃহে সুরক্ষিত হইয়াও নাহি বাঁচে॥
ভগবৎ কৃপাই একমাত্র রক্ষার কারণ।
এ কথা স্মরিলে দুঃখ থাকে না কখন॥৩৩॥
কর্ম্মবশে হয় জীবের জনম মরণ।
দেহধর্ম্মে আত্মার কভু না হয় বন্ধন।
দেহ হ'তে পৃথক্ আত্মা রাখিও স্মরণ॥৩৪॥
দেহ হতে আত্মা সম্পূর্ণ ভিন্ন জান।
পঞ্চভূত হয় শুধু দেহের উপাদান॥
আত্মা সহ পঞ্চ ভূতের সম্বন্ধ মাত্র নাই।
অমর অজর আত্মা ইহা জানা চাই॥
অবিবেকী জন দেহ ও আত্মা এক ভাবে।
তাই আমি কৃশ আমি স্থূল বুলি বলে॥৩৫॥
কাষ্ঠ মধ্যে অগ্নি আছে বুঝা নাহি যায়।
দাহ্য ও দাহক ভাবে একত্র মিলয়।
শ্বাসবায়ু দেহে থাকে অবিচ্ছিন্ন ভাবে।
দেহ হইতে পৃথক্ তাহা সকলেই জানে॥
সর্ব্বব্যাপী আকাশ সর্ব্বত্র অবস্থিত।
বস্তু হইতে পৃথক্ তাহা সবার বিদিত॥
তেমতি দেহ সহ আত্মা দেখায় জড়িত।
কিন্তু দেহাদি হতে তাহা সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত॥৩৬॥
সুযজ্ঞের তরে তোমরা করিছ রোদন।
সুযজ্ঞ ত সম্মুখে আছে করিয়া শয়ন॥
ডাকিলে সাড়া পাও না তাই শোক কর।
বল ত কে ডাকে আর কে দেয় উত্তর॥
দুটীর কাহারও সহ নাহি পরিচয়।
তবে কেন শোকাকুল হ'তেছে হৃদয়।৩৭॥
"আমি" ও "আমার" চিন্তাই দুঃখের কারণ।
শ্রীহরি বিনা কেহ কারো না হয় আপন॥
অজ্ঞান-জনিত চিন্তা সদা দূর কর।
শোক ভয় তাপ না রহিবে অতঃপর॥৩৯॥

নারদ কহেন শুন রাজা যুধিষ্ঠির
দৈত্যপতি মনে মনে করিল এই স্থির ॥
অপ্রতিদ্বন্দ্বী রাজা হব অজর অমর।
ত্রিভুবনে কাহাকেও না করিব ডর ॥৪০॥

মন্দর পর্ব্বত গুহায় গিয়া দৈত্যপতি।
বাহু তুলি পদাঙ্গুষ্ঠে ধরায় ভর রাখি ॥
আকাশের প্রতি রাখিয়া স্থির দৃষ্টি।
করিতে লাগিল তপস্যা কঠোর অতি ॥৪১॥

তপস্যার প্রভাবে ভেদি শিরোদেশ তার।
প্রকাশ অনল-জ্যোতিঃ ব্যাপিয়া সংসার ॥
ধরা কাঁপে থর থর পবন সঘনে।
চন্দ্র সূর্য্য বিচলিত তপস্যা প্রভাবে ॥
অষ্ট কুলাচল কাঁপে সহিত সাগর।
নদী স্রোত-হীন হয় গর্জ্জে জলধর ॥
বিনা মেঘে বজ্রাঘাত হয় ঘন ঘন।
মুহুর্মুহু কম্প ঘটে দ্বিসপ্ত ভুবন ॥৪২-৪৩॥

অতিশয় ভয়ে ভীত হয়ে দেবগণ।
ব্রহ্মার সমীপে সবে করেন গমন ॥
দেখ দেখ জগৎপতি ওহে পদ্মযোনি
অস্থির হইনু বিধান করুন আপনি ॥৪৪
অজর অমর ইচ্ছে হিরণ্যকশিপু।
কিম্বা ত্রিলোকের প্রভুত্ব বাঞ্ছে সুররিপু ॥
উলটিয়া দিবে সৃষ্টি এই অভিলাষে।
তপস্যা করিছে দৈত্য দেবেরে নাশিতে।
আত্মা হয় নিত্য কালও শাশ্বত হয়।
দৈত্যপতির হয় উৎসাহ কি বিপর্য্যয় ॥৪৫॥

ধ্রুবলোক অনিত্য বলি ছাড়িয়া প্রয়াস।
ব্রহ্মপদ জিনিতে হইল তাহার আশ ॥
মন্দর গিরিতে প্রভু গমন করিয়া।
দৈত্যরাজে করুন তুষ্ট ইষ্ট বর দিয়া
দেবগণ-মুখে ব্রহ্মা করিয়া শ্রবণ।
ভৃগু দক্ষ মুনি লইয়া করেন গমন ॥৪৬॥

দৈত্যরাজ পাশে গিয়া কহেন পিতামহ।
উঠ উঠ কাশ্যপ সত্বর বর লহ ॥
উৎকট তপস্যা কৈলে তুমি দৈত্যেশ্বর।
আসিয়াছি দিতে তোমা তব অভীষ্ট বর ॥৪৭॥

হিরণ্যকশিপু কহে এই নিবেদন।
তব সৃষ্ট জীব দ্বারা না হবে মরণ ॥
অস্ত্রাঘাতে না মরিব কিংবা শস্ত্রাঘাতে।
মরণ না হবে মম আকাশে ভূমিতে ॥
দেব যক্ষ রক্ষোগণে ভয় না থাকিবে ॥
গৃহমধ্যে বা বাহিরে না হবে মরণ।
দিবা বা রাত্রিতে নাহি ত্যজিব জীবন ॥
ব্রহ্মা কন এ বর দুর্লভ হয় অতি।
তথাপি অভীষ্ট বর দিই তোমা প্রতি ॥৪৮-৫০
দুর্লভ বর লভি হইল অতীব হৃষ্ট।
হেমবর্ণ দেহ ধরি হয় অতি গর্ব্বিত ॥
স্মরিয়া বিষ্ণুহস্তে নিজ ভ্রাতার নিধন।
বিষ্ণুপ্রতি করিল ঘোর বিদ্বেষ পোষণ ॥৫১॥

তিন লোক দশদিক্ করি পরাজয়।
ত্রৈলোক্য লক্ষ্মীর আসন ইন্দ্রের আলয়
অধিকার কৈল সেই অসুর দুর্জ্জয় ॥৫২॥

ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব ভিন্ন যত দেবগণ।
যক্ষরক্ষ গন্ধর্ব্ব ও লোকপালগণ ॥
মদ্যপানে তাম্রচক্ষু আরক্ত লোচন।
উপহার সহ দৈত্যরাজে করে আরাধন ॥৫৩॥

বল করি কাড়িল ইন্দ্রের সিংহাসন।
তাহাকে তুষিতে ব্যস্ত সবে অনুক্ষণ ॥
সিদ্ধ গন্ধর্ব্ব ঋষি ও বিদ্যাধরগণ।
বিশ্বাবসু তুম্বুরু আর অপ্সরাগণ ॥
স্তুতিগানে তুষিতে তারে অনুক্ষণ।
আমরাও করিতাম তাহে যোগদান ॥৫৪
কঠোর শাসনে ভীত লোকপালগণ।
বিষ্ণুর শ্রীপদে তাঁরা লইলেন শরণ
সকলেই স্তব করেন প্রভু নারায়ণে।
রক্ষা কর দয়াময় মহা বিপদেতে ॥৫৫

দেবগণে আশ্বাসিয়া দেব চক্রপাণি
জলদ গম্ভীর স্বরে করেন দৈববাণী ॥
আমার দর্শন হয় অতি ক্ষেমঙ্কর।
মঙ্গল হইবে সবার না করিও ডর ॥৫৬-৫৭

দৈত্যরাজের দৌরাত্ম্য আমি সব জানি।
প্রতীক্ষা কর কিছু সবে শাস্তি দিব আনি ॥৫৮

দেবগণে বেদাদিতে ব্রাহ্মণে ধেনুতে।
আমা প্রতি বিদ্বেষ করে আর ধর্ম্মতে॥
এ হেন পুরুষ কভু রক্ষা নাহি পায়।
উৎকট পাপের ফলে অচিরে নাশ হয়॥৫৯॥
প্রহ্লাদ নামে দৈত্যপতির পুত্র হইবে।
নির্ব্বৈর প্রশান্তমূর্ত্তি ভাগবত প্রহ্লাদে।
হিরণ্যকশিপু আজ্ঞা দিবে ঐ পুত্র বধে॥
ভক্তেরে করিতে রক্ষা বধিব অসুরে।
তোমাদের যত ভয় তখন যাবে দূরে॥৬০॥

ত্রয়োদশ আহ্নিক সমাপ্ত

চতুর্দ্দশ আহ্নিক—প্রহ্লাদের উপাখ্যান

[আকর—শ্রীমদ্ভাগবত]

যুধিষ্ঠিরে কহেন নারদ তপোধন।
হিরণ্যকশিপুর ছিল চারিটী নন্দন॥
তাহাদের মধ্যে প্রহ্লাদই সর্ব্বোত্তম।
তাঁহার পূত চরিত্র অতি অনুপম॥
মহাগুণবান্ শিশু পরম ভাগবত।
মহতের উপাসনায় সর্ব্বদা নিরত॥
ব্রহ্মণ্য সত্যনিষ্ঠ ও স্বরূপ গুণবান।
মিষ্টভাষী জিতেন্দ্রিয় শুদ্ধ মতিমান্।
সর্ব্বভূতে সমদর্শী পরহিতে রত।
শুদ্ধ বুদ্ধিতে গুরুজনে সদা অবনত।
অভিমান অহঙ্কার সদা বিবর্জ্জিত॥
অতি সমৃদ্ধকুলে লভিয়া জনম।
গর্ব্বহীন স্পৃহাহীন নিরুদ্বেগ মন॥
শান্ত স্থির সকল বাসনা হ'তে মুক্ত।
অসুর কুলে জন্মিয়াও মাৎসর্য্য-রহিত॥১ ৪॥
শিশু-সুলভ ক্রীড়া হ'তে সদাই বিরত।
কৃষ্ণ চিন্তা হেতু তিনি জড়বৎ প্রতিভাত॥
কৃষ্ণগ্রহে প্রহ্লাদ হইয়া অভিভূত।
সংসারের চিন্তা চিত্ত হতে দূরীভূত॥
শ্রবণ ভোজন পান শয়ন কথন।
এ সব চিন্তা তাঁর মনে না থাকে কখন॥
বৈকুণ্ঠপতির চিন্তায় হইয়া তন্ময়।
কভু হাসেন কভু বা রোদন করয়॥
কভু উচ্চৈঃস্বরে গাহেন মধুর গীত।
কভুবা নির্লজ্জবৎ করেন তিনি নৃত্য॥
পুলক ভরিয়া যাইত তাঁর সর্ব্বদেহে
কৃষ্ণ অঙ্গের মধুর পরশ যেন অঙ্গে॥
সেই আনন্দে হইত তাঁর চক্ষু উন্মীলিত;
কভু নীরবে তাঁহার দিবস কাটিত॥৫-১০॥
নিজ পুত্র হেন পরম ভাগবত প্রতি।
দ্রোহ আচরণ সদা করে দৈত্যপতি ১১॥
দৈত্য কুলগুরু শুক্রাচার্য্য তপোধন।
ষণ্ড ও অমর্ক নামে তাঁর দুই নন্দন॥
দৈত্যরাজ গৃহপাশে তাঁদের বসতি।
তথা শিক্ষা তরে প্রহ্লাদে দেন অনুমতি॥১২॥
নীতিজ্ঞ ও প্রহ্লাদে ও অন্য দৈত্য নন্দনে।
ষণ্ডামর্ক শিক্ষা দেন অতীব যতনে॥১৩॥
একদা দৈত্যপতি পুত্রকে লয়ে কোলে।
জিজ্ঞাসেন প্রহ্লাদে পরম আদরে॥
এত দিন যাহা শিখিয়াছ গুরুর নিকটে।
তুই একটী ভাল কথা শুনাও আমাকে॥১৫॥
প্রহলাদ কহেন পিতঃ করি নিবেদন।
সংসারের মাঝে জীব ভ্রমে অনুক্ষণ॥
'আমি' ও 'আমার' এই মিথ্যা অভিমানে।
অসৎ পথেতে ফেরে সৎ নাহি জানে॥
আত্মপাত অন্ধকূপ গৃহ পরিহরি।
বনে গিয়া একমনে ভজিবে শ্রীহরি॥

ইহাই সর্ব্বোত্তম পথ আমি জানি।
এ ভিন্ন অসাধু অন্য সর্ব্বলোক জানি ॥১৫॥

[ইহা শুনি দৈত্যপতি ক্রোধে গেল জ্বলি।
কে করিল শিশু পুত্রে এ হেন দুর্ম্মতি।।]
প্রহ্লাদের সৎশিক্ষা তরে দৈত্যপতি।
পাঠালেন পুনঃ তাঁরে গুরুর বসতি॥
প্রহ্লাদকে গুরু মিষ্টবাক্যে সম্বোধিয়া।
জিজ্ঞাসা করেন তাকে সান্ত্বনা করিয়া॥
শুন বৎস প্রহ্লাদ মঙ্গল হবে তব।
সত্য করি কহ বাছা ছাড়িয়া কৈতব॥

কাহারও না হৈল হেন বুদ্ধি বিপর্য্যয়।
কেন বা তোমার হ'লো দাও পরিচয়॥
অথবা স্বভাবে হ'ল কহ বাছাধন।
কেহ কি তোমার বুদ্ধি করেছে এমন॥
শুনিতে বাসনা বড় হইয়াছে মনে।
সত্যকথা কহ বৎস গুরু বিদ্যমানে ॥১৬-১৮॥

প্রহ্লাদ উত্তর দেন করিয়া বিনয়।
সত্যকথা নিবেদন করি মহাশয়॥
এই যে 'আপন' 'পর' জ্ঞান, মিথ্যাময়।
যাঁহার মায়ার বশে হতেছে উদয়॥
যাঁর মায়ায় বিমোহিত যত জীবগণ।
নমি আমি সেই মায়াধীশের শ্রীচরণ॥
তিনি যবে জীবের হ'য়েন অনুকূল।
তবে এই পশুবুদ্ধি হইবে নির্ম্মূল ॥১৯-২০॥

'আপন' 'পর' চিন্তায় যার চিত্ত রত।
পরব্রহ্ম চিন্তায় তার বুদ্ধি হয় হত॥
ব্রহ্মাদিরও যিনি মনের অতীত।
মম মতি তাঁহারই কৃপাতে চালিত ॥২১॥
লৌহকে যথা টানে অয়স্কান্ত মণি।
মম মনকে আকৃষ্ট করেন চক্রপাণি ।২২॥
এই বলি বিরত হয়েন মহামতি।
শুনিয়া গুরু হয়েন অতি কোপমতি।
ক্রোধভরে বলে ওরে কে আছ কোথায়।
দুষ্টে শিক্ষা দিব শীঘ্র বেত লৈয়া আয়।
আমাদের নিন্দা করে এই কুলাঙ্গার।
ইহাকে উচিত হয় করিতে প্রহার

চন্দন কানন সম দৈত্যবংশ হয়।
কণ্টক বৃক্ষের চারা প্রহ্লাদ নিশ্চয়॥
বিষ্ণুর কুঠার যে দৈত্যবনের ছেদনে।
প্রহ্লাদ হইবে দণ্ড সে কুঠার ধারণে ॥২৩-২৫॥

এইরূপে প্রহ্লাদে করিয়া তিরস্কার।
শিক্ষা দেন গুরু সামদান ভেদ আর॥
অনন্তর কিছুদিন হইলে অতীত।
চারিশাস্ত্রে প্রহ্লাদে মনে করি সুপণ্ডিত।
দৈত্যপতির নিকট লইয়া যাইতে।
লইয়া গেল তারে কয়াধুরাণীর কাছে॥
পুত্রকে মাতা সাজান নানা আভরণে।
প্রহ্লাদে লয়ে গেল দৈত্যপতি সন্নিধানে ॥২৬॥

পুত্র কোলে লয়ে তার শির আঘ্রাণ করি।
অভিষিক্ত করেন দিয়া নয়নের বারি॥
চুম্বন করিয়া তারে আনন্দে বিহ্বল।
প্রফুল্ল বদনে পুত্রে কহেন মহাবল॥
এতদিন গুরুগৃহে শিখিয়াছ যাহা।
যাহা উত্তম মনে কর মোরে বল তাহা ॥২৭-২৮
ধীরে ধীরে কহিলেন প্রহ্লাদ সুজন।
শ্রীহরির গুণ লীলা শ্রবণ কীর্ত্তন।
স্মরণ অর্চ্চন আর শ্রীপদসেবন॥
দাস্য সখ্য বন্দন আর আত্মনিবেদন।
এই নববিধ কৃষ্ণভক্তির লক্ষণ॥
এই নব লক্ষণযুক্ত ভক্তি সহকারে।
যদি কেহ গোবিন্দের আরাধনা করে।
তাহাই উত্তম শিক্ষা আমার বিচারে ॥২৯-৩০॥

পুত্রের বচন শুনি দৈত্যের ঈশ্বর।
ষণ্ডামর্কে কহেন ক্রোধে কম্পিত অধর॥
রে ব্রাহ্মণাধম তোমরা অতীব দুর্ম্মতি।
বিপক্ষে আশ্রয় কর নাহি তব ভীতি॥
মোরে অনাদর করি পাপিষ্ঠ দুর্জ্জন।
বালকে অসার শিক্ষা দিলে কি কারণ ॥৩১-৩২॥

সংসারে এ হেন শত্রু আছে বহুজন।
ছদ্মবেশে মিত্রভাবে থাকে অনুক্ষণ॥
তোমাদের বন্ধুত্ব শুধু কপটতাময়।
এখন তাহার পাই প্রকৃত পরিচয় ॥৩৩॥

ভয়ে ভীত গুরুপুত্র কহে জোড় করে।
এ শিক্ষা দিই নাই মোরা কভু কুমারেরে॥
স্বাভাবিক বিষ্ণুভক্তি দেখি যে ইহার।
কোন শিক্ষা নাহি হয় কারণ তাহার
দোষী আমি নহি কভু শুনুন রাজন্।
মম প্রতি কোপ প্রভু করুন সংবরণ ॥৩৪॥
ইহা শুনি পুত্রকে কোপে বলে দৈত্যপতি।
কে দেয় তোরে রে দুষ্ট এ হেন দুমতি ॥৩৫॥
বালক প্রহ্লাদ কহেন নির্ভয় অন্তরে।
সবিনয়ে পিতাকে প্রণমি যোড় করে॥
গৃহাসক্ত জনের পিতঃ কৃষ্ণপদে মতি।
স্বতঃ কিংবা অপর হ'তে না হয় উৎপত্তি॥
চর্ব্বিত চর্ব্বণবৎ বিষয়ভোগ করে।
কামাদি রিপুগণ অতি পুষ্ট হয় তাহে॥
বুঝে না তাহারা নারায়ণ স্বার্থগতি।
দুরাশয় তাহারা অতীব দুর্মতি॥
অন্ধ যদি চলে অপর অন্ধের হাত ধরে।
উভয়েই অদর্শনে গর্ত্ত মধ্যে পড়ে॥
বেদবিধি রজ্জুতে বাঁধা তাহাদের মন।
কাম্যকর্ম্মে পরমার্থ করয়ে গণন॥
প্রকৃত পরমার্থ হরিকৃপাতেই হয়।
বিষয়াসক্ত চিত্ত ইথে নাহি প্রবেশয় ॥৩৬।
অনর্থ-নাশন শ্রীহরির শ্রীচরণ।
কর্ম্মানুষ্ঠানে শুধু তাহা মিলে না কখন॥
নিষ্কিঞ্চন ভকতের শ্রীপদের রজে।
যাবৎ না অভিষিক্ত হয় সকল অঙ্গেতে॥
শ্রীহরির চরণ তাবৎ না স্পর্শে তার মন।
নিঃসংশয় হয় ইহা শাস্ত্রের বচন ॥৩৮॥
ইহা শুনি দৈত্যপতি জ্বলিয়া কোপেতে।
কোল হইতে পুত্রে তুলি আছাড়ে ভূমিতে॥
অনুচরগণে কহে এটাকে দূর কর।
অবশ্য বধ্য ইহাকে বধহ সত্বর ॥৩৯-৪০॥
উহার পিতৃব্য বধ করিল যে জন।
এই মূঢ় করে তাহার চরণ অর্চ্চন॥
পিতৃব্য-হন্তার ভক্ত এই কুলাঙ্গার।
মম ভ্রাতৃঘাতীরে তোরা কররে সংহার ॥৪১॥

বনে জাত ঔষধ ব্যাধি দূর করে বটে।
দেহ জাত ব্যাধিকে সমূলে নষ্ট করে॥
পরকেও পুত্রবৎ পালিবে নিশ্চয়।
যদি সে ঔষধতুল্য হিতকারী হয়॥
দেহজাত পুত্রও জেনো পরিত্যজ্য হয়।
ব্যাধিবৎ সে পুত্র যদি অহিত করয়॥
দুষ্ট অঙ্গ কাটিলে যদি দেহ রক্ষা পায়।
বুদ্ধিমান্ অবশ্যই কাটিবে তাহায়।
ত্যজিলে বিষাক্ত অঙ্গ করিয়া যতন।
অবশিষ্ট অঙ্গ সুখে থাকিবে তখন ॥৪২॥
যে কোন উপায়ে দুষ্টে করহ নিধন।
অস্ত্রাঘাতে বা বিষ দাও করিতে ভক্ষণ ॥৪৩॥
ইন্দ্রিয়ের অগোচর প্রভু নারায়ণ।
তাঁহার শ্রীপদে মগ্ন প্রহ্লাদের মন।
অস্ত্রাদি না পারিল তাঁরে করিতে পীড়ন॥
পুণ্যহীনের সৎকর্ম্ম যেমন নিষ্ফল।
ভক্তোপরি অস্ত্রাদি তেমনি বিফল ৪৪॥
প্রহ্লাদে পুনঃ পাঠাইলেন গুরুর ভবনে।
ধর্ম্ম অর্থ কাম শিক্ষা দিতে সযতনে ॥৪৫॥
একদা গুরু নাহি ছিলেন পাঠশালে।
প্রহ্লাদে জিজ্ঞাসেন বালক সকলে ॥৪৬॥
মহাপ্রাজ্ঞ তবে তাঁর বয়স্য দিগকে।
জন্ম মৃত্যু রহস্য বুঝান হাসি মুখে ॥৪৭॥
প্রাজ্ঞগণের অতি শৈশব কাল হইতে।
উচিত হয় ভাগবত ধর্ম্ম আচরিতে॥
কেননা মনুষ্য জন্ম দুর্লভ সংসারে।
তাহার স্থিরতা নাহি পাই দেখিবারে ॥৪৮॥
সংসারী জীবের শ্রীহরিই প্রকৃত আপন।
শরণ লইতে হয় তাঁহার শ্রীচরণ ৪৯।
ইন্দ্রিয় জনিত সুখ সকল যোনিতে।
দেহলাভ হেতু জীব লভে পৃথিবীতে॥
যথা দুঃখ পায় জীব না করি যতন।
সেইরূপ সুখ ভোগ করে জীবগণ॥
অতএব সুখহেতু না কর প্রয়াস।
ইহাতে কেবল ভাই হয় আয়ুনাশ।
শ্রীমুকুন্দপদ সেবনে হয় যে মঙ্গল।
বিষয় ভোগেতে কভু হয় কি সে ফল। ৫০-৫১

অতএব কল্যাণ হেতু করিবে যতন।
যাবৎ নাহি হয় এই দেহের পতন ॥
সংসারী জীবের সহিত কভু না মিলিবে।
সংসারের ভয়ে ভীত সদাই থাকিবে ॥৫২।
পুরুষের শতবর্ষ পরমায়ু হয়।
তাহার অর্দ্ধেক কাল নিদ্রাতে কাটয় ॥
মায়ামুগ্ধ হয়ে জীব মাতে ক্রীড়াবশে।
বিংশতি বয়স কাটে প্রথম বয়সে ॥
জরাগ্রস্ত হইয়া শেষে বার্দ্ধক্য দশায়।
আরও বিংশতি বর্ষ নিষ্ফল কাটায় ॥৫৩-৫৪॥
বিষয় মদিরাতে জীব প্রমত্ত হইয়া।
সংসারে আসক্ত হয় সুখের লাগিয়া।
অবশিষ্ট কাল যায় বৃথায় কাটিয়া ॥৫৫॥
বিষয়েতে অত্যাসক্ত ইন্দ্রিয়ের দাস
কেবা পারে মোচন করিতে স্নেহপাশ ॥
কোন্ জন ত্যজিবারে পারে অর্থতৃষ্ণা।
আর যারা হয় প্রিয়তম প্রাণাপেক্ষা
বাণিজ্যে অথবা চুরি করি পরধন।
অথবা দাসত্বে করি জীবন যাপন ॥
প্রাণহানি জানিয়াও করে উপার্জ্জন।
হেন অর্থতৃষ্ণা কে পারে করিতে বর্জ্জন॥৫৬ ৫৭॥
অনুরক্ত প্রিয়ের সঙ্গ কেমনে ত্যজিবে।
মনোহর কথা তার কেমনে ভুলিবে ॥
স্নেহময় শিশুদের আধ আধ বাণী।
কেমনে ভুলিতে পারে সংসার পরাণী ॥
প্রিয়তম পুত্র আর দুহিতা নিচয়।
বৃদ্ধ পিতা মাতা ভ্রাতা ভগ্নী সমুদয় ॥
মনোহর গৃহ আর রত্ন আভরণ।
কুলগত বৃত্তি যত পশু ভৃত্যগণ।
কেমনে ভুলিবে আদরের বন্ধুগণ ॥
যেহেতু এ সবে অনুরক্ত অনুক্ষণ ৫৮-৫৯॥
গুটিপোকা গড়িয়া কোষ আপন লালায়
তাহাতেই বদ্ধ হ'য়ে জীবন হারায় ॥
সেইরূপ জনগণ এ ঘোর সংসারে।
নিজকর্ম্মে বদ্ধ হ'য়ে যাতায়াত করে ॥
লোভ হেতু কামনার তৃপ্তি নাহি মানে।
উপস্থ রসনা সুখ শ্রেষ্ঠ বলি জানে ॥
মোহবশে ইহা তারা ছাড়িতে না চায়।
দুর্লভ মানব জন্ম হেলায় হারায় ॥৬০॥
কুটুম্ব-পোষণে নিজ আয়ু করে ক্ষয়।
বুঝে না তাহাতে পরমার্থ হত হয় ॥
ত্রিতাপে তাপিত হ'য়ে ভ্রমে এ জগতে।
তথাপি নির্ব্বেদ না হয় কোন মতে ॥৬১॥
পরদ্রব্য হরণে ত রাজদণ্ড আছে।
পরকালে দণ্ড পায় শুনে জ্ঞানীর কাছে॥
জেনেও ছাড়ে না চুরি ইন্দ্রিয়-দাসগণ।
অদম্য লোভই হয় ইহার কারণ ॥৬২॥
কুটুম্ব পোষণে অত্যাসক্ত জনগণ।
'আপন' 'পর' বুদ্ধি তারা ছাড়ে না কখন ॥
বিদ্বান্ হ'লেও করে পরবিত্ত হরণ।
ভগবচ্চিন্তা তাদের না হয় কখন।৬৩।
পুত্র পৌত্রাদি সুখলোভে হ'য়ে বুদ্ধিহত।
কামিনীর ক্রীড়ামৃগে হয় পরিণত।
লোভ চেষ্টা হতে কভু নিষ্কৃতি না পায়।
দুঃখের তাড়নে কেবল করে হায় হায় ॥৬৪॥
অতএব হিতকথা শুন বন্ধুগণ।
বিষয়েতে সমাসক্ত দৈত্যদেব মন ॥
দূর হ'তে তাদের সঙ্গ করি পরিহার।
নারায়ণের শ্রীপদ কমল কর সার ॥৬৫॥
প্রহ্লাদ বলেন তোমরা শুন সবে ভাই।
তাঁহাকে তুষ্ট করিতে বিশেষ কষ্ট নাই ॥
সবার হৃদয়ে তিনি থাকেন সদাই।
প্রাণভরে ডাকিলে তাঁর সাড়া পাই ॥
মানস উপচারে তাঁহাকে সেবা কর।
লভিবে দুর্লভ ভক্তি অতীব সত্বর ॥৬৬।
স্থাবর হইতে ব্রহ্ম অবধি যত পদার্থ।
সকলই পঞ্চভূত হইতে গঠিত ॥
সত্বাদি ত্রিগুণ যাহা সৃষ্টির কারক।
আকাশাদি পঞ্চভুত তন্মাত্র পঞ্চক ॥

সৃষ্টি প্রলয় কিম্বা প্রকাশের সময়।
সর্ব্বত্রই বিরাজিত হরি দয়াময়।
পরমাত্মা হন এক অদ্বিতীয় বিভু।
সকলের ঈশ্বর অব্যয় তিনি প্রভু॥
কেবলা-নুভবানন্দ স্বরূপ ঈশ্বর।
মায়া যবনিকার ঐশ্বর্য্য নিকর॥৬৭-৭০॥

অতএব অসুরভাব করি পরিহার।
সর্ব্বভূতে মৈত্রী দয়া এই কথা সার॥
দ্বেষভাব সর্ব্বরূপে করুন বর্জ্জন।
ইহাতেই তুষ্ট হবেন প্রভু নারায়ণ॥৭১॥

পরিতুষ্ট হ'লে সেই করুণার আধার।
জীবের অলভ্য কিছু নাহি থাকে আর॥
হরিপদ সেবার মহাভাগ্য যদি মিলে।
ভক্তিভরে হরিগুণ কীর্ত্তন করিবে॥
কিছু আকাঙ্ক্ষা না করেন ভক্তগণ।
মোক্ষের তরেও তাঁরা লালায়িত না হন॥৭২॥

ত্রিবর্গ আত্মবিদ্যা তর্ক ও দণ্ডনীতি।
বেদ প্রতিপাদ্য এই সমুদয় যদি॥
অর্পিত হয় শ্রীহরির শ্রীপদকমলে।
একান্ত সার্থক তাহা কহেন সকলে॥৭৩॥

এই দুর্ল্লভ জ্ঞান হয় অতীব নির্ম্মল।
নারদে কহেন পূর্ব্বে ভকত বৎসল॥
অকিঞ্চন ভকতের শ্রীপদশতদলে।
বিলুণ্ঠিত নরগণ লভেন অবহেলে॥৭৪॥

[জননীকে নারদ যবে দেন উপদেশ।
গর্ভবাসে থাকি আমি শুনেছি বিশেষ॥]

তোমাদের ইথে যদি অভিরুচি হয়।
আমার বচনে যদি জনমে প্রত্যয়॥
বালক হইলেও তোমরা অবহেলে।
শ্রদ্ধাহেতু এই জ্ঞান লভিবে সকলে॥৭৫॥
সদ্বুদ্ধির উদয়ে যোগ করিয়া আশ্রয়।
নাশহ তব কর্ম্ম বীজ ত্রিগুণময়॥৭৬॥
কর্ম্মবীজ হ'তে হয় জনম মরণ।
শাস্ত্র অনুসারে হয় তাহার নাশন॥
সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম হয় ভক্তির সাধন।
এই কথা বলেছেন নারদ তপোধন॥

গুরুর শুশ্রূষা ভক্তি হরিগুরুপদে।
সাধুসঙ্গ হরিস্মৃতি বিপদে সম্পদে॥
সর্ব্বকর্ম্ম সমর্পণ শ্রীহরিচরণে।
শ্রীহরির পূজা আরাধনা একমনে॥
শাস্ত্রের কথায় শ্রদ্ধা মূর্ত্তি দরশন।
শ্রীহরির লীলা গাথা শ্রবণ কীর্ত্তন॥
শ্রীকৃষ্ণপদ পঙ্কজ করহ ধেয়ান॥

শ্রীহরি বিরাজিত জানি সর্ব্বজীবে।
নিয়ত সেবহ শ্রীভাগবত পদযুগে॥
এই পুণ্যকর্ম্মে জিনিয়া ষড়্‌রিপুগণে।
লভিবে ভকতি তবে শ্রীহরি চরণে॥৭৭-৮১॥

মায়ায় মনুষ্য দেহ করিয়া ধারণ।
যে সকল লীলা করেছেন নারায়ণ॥
মধুমাখা সেইলীলা করিয়া স্মরণ।
মহানন্দে প্রেমাশ্রু করিয়া বিসর্জ্জন॥

গদ গদ ভাষে পুলকিত কলেবরে।
উচ্চকণ্ঠে গায় কভু কভু নৃত্য করে॥
কভু হাসে কভু কান্দে গ্রহ-গ্রস্ত প্রায়।
কখনও প্রণাম করে সকলের পায়॥

কখনও বা হয় কৃষ্ণ-চিন্তায় মগন।
মুহুর্মুহু দীর্ঘশ্বাস করে বিসর্জ্জন।
কখনও নির্লজ্জপ্রায় উচ্চকণ্ঠে কয়।
কোথা বিশ্বপতি নারায়ণ দয়াময়॥৮২-৮৩॥

তখন টুটে যায় তাঁর সকল বন্ধন।
কৃষ্ণলীলা চিন্তায় হয় পূত দেহ মন॥
সকল অজ্ঞান তখন দগ্ধ হৈয়া যায়।
শ্রীহরি-পাদপদ্ম লভেন তাঁহারি কৃপায়॥৮৪॥

দৃঢ়া ভক্তিহেতু যায় অজ্ঞান কামনা।
হরিপদ প্রাপ্ত হন ঘুচে এ যাতনা॥

ইহলোকে শ্রীহরির চরণে শরণ।
মলিন জীবের হয় সংসার নাশন॥

ইহাই মোক্ষসুখ বলেন বুধগণ।
অতএব হৃদে ভজ হৃদয়ের ধন॥৮৫॥

তোমাদের বলি ওহে দৈত্য বালকগণ।
নিজ হৃদে বিরাজেন হরি সর্ব্বক্ষণ॥

হৃদয়ের দেবতাকে করিতে পূজন।
বিশেষ চেষ্টার কভু নাহি প্রয়োজন॥
কুকুর শূকর ব্যস্ত যে সুখের চেষ্টায়।
সে সুখ পাইয়া কি লাভ কহত আমায়॥৮৬॥
দারাসুত ধনজন পশুভৃত্য আর।
গৃহ ভূমি কুঞ্জর ঐশ্বর্য্য ধনাগার॥
সুখভোগের যত কিছু আছে এ সংসারে।
ক্ষণস্থায়ী সব তাহা না আসে উপকারে॥৮৭॥
শাস্ত্র মত যজ্ঞাদিতে স্বর্গবাস হয়।
তাহাও জানিহ কভু চিরস্থায়ী নয়॥
স্পর্দ্ধা গর্ব্ব আদি দোষ তাহাতে জড়িত।
নির্দ্দোষ সুখ বলি তাহা না হয় গণিত॥
শ্রীহরিচরণকমল করহ আশ্রয়।
শাশ্বত সুখ তাহে পাইবে নিশ্চয়॥
কায়মনোবাক্যের যিনি হন অগোচর।
ভক্তিতে শরণ লও সেই পরমেশ্বর॥৮৮॥
বিষয় সুখ লাগি জ্ঞানাভিমানী জন।
কর্ম্মেতে সদা রত হয় তাহাদের মন॥
কর্ম্ম করি চাহে তাহারা দুঃখের নিবৃত্তি।
কামনা থাকাতে দুঃখের না হয় বিরতি॥
সকান কর্ম্মের ফলে দুঃখ নাহি যায়।
নিষ্কাম করমেতে সুখের আশা হয়॥৮৯-৯০॥
যে দেহের সুখের লাগি ব্যস্ত অনুক্ষণ।
শৃগালের ভক্ষ্য হয় হইলে মরণ॥
দেহের সহিত আত্মা নিত্য নাহি রয়।
এক দেহ ছাড়ি আত্মা অন্য দেহ লয়॥
দেহ তবে তোমার আপন কভু নয়।
দেহজাত জীবে তব মমতা কিসে হয়॥
ধন ভবন দেহ হ'তে হয় আরও দূর।
তবে কেন তার লাগি হও চিন্তাকুল॥৯১-৯২॥
পুত্র কলত্র তোমার দেহবৎ নশ্বর।
তাদের তরে কেন ভাই হইবে কাতর॥
নিত্যানন্দ রসভোগ করেন ভক্তগণ।
তাহা ত্যজি ক্ষণিক সুখ না চান কখন॥
পূর্ব্বকর্ম্মফলে ভাই পেয়েছ এই দেহ।
নিত্য সুখের কাছে দেহ সুখ অতি হেয়॥৯৩-৯৪
আত্মা হ'তে দেহ পৃথক্ রাখিও স্মরণ।
কর্ম্ম ও দেহের হয় দুশ্ছেদ্য বন্ধন॥
জীবের অজ্ঞান এই বন্ধন ঘটায়।
তা হ'তে পুনঃ পুনঃ সংসারে আসে যায়॥
ধর্ম্ম অর্থ কামাদি হয় বশীভূত যাঁর।
নিষ্কাম হ'য়ে কর সেই হরিপদ সার॥৯৫-৯৭॥
পরমাত্মা সকলের আত্মা ও প্রিয় হন।
সৃষ্ট জীবের হৃদয়ে করেন নিবসন॥৯৭॥
সুরাসুর নর যক্ষ গন্ধর্ব্ব নিচয়।
যে কেহ মুকুন্দপদে লইলে আশ্রয়॥
মম সম মঙ্গল লভিবে সেই জন।
সংশয় নাহিক ইথে শুন বন্ধুগণ॥৯৮॥
মুনি ঋষি যতি কিম্বা দেবতা ব্রাহ্মণ।
পবিত্র চরিত্র সদ্বৃত্তি তপ আচরণ
যজ্ঞ দান ব্রত শুচি বিদ্যার অর্জ্জন।
শুদ্ধা ভক্তিতেই প্রীত হন নারায়ণ
অন্য সব বিড়ম্বনা জেনো ভ্রাতৃগণ ৯৯-১০১
অতএব ভক্তিভরে ভজ নারায়ণে।
আত্মবৎ সর্ব্বজীবে দেখহ নয়নে॥১০১॥
যক্ষ রক্ষ নারী শূদ্র ব্রজবাসিগণ।
নীচ জাতি ইতর জীব আর বিহঙ্গম॥
ঘৃণিত পাপজীব তারা তথাপি সকলে।
শ্রীচরণকমলে স্থান লভে ভক্তিবলে॥১০২॥
একান্ত ভক্তিতে ভজ শ্রীহরিচরণ।
সকলি ভগবন্মূর্ত্তি হেন দরশন॥
ইহলোকে সারভূত জেনো এ উভয়।
ইহাই পরম স্বার্থ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়॥১০৩

ইতি চতুর্দ্দশ আহ্নিক সমাপ্ত।

পঞ্চদশ আহ্নিক—হিরণ্যকশিপু-বধ।

প্রহ্লাদের উপদেশ দৈত্য বালকগণ।
উত্তম জানিয়া তাহা করিল গ্রহণ॥
গুরুর উপদেশ তারা না করে পালন॥১॥
ইহা দেখি গুরুরা মহাভয় পাইয়া।
সর্ব্ব বৃত্তান্ত কহেন দৈত্যপতি পাশে গিয়া॥২॥
অপ্রিয় দুঃসহ নিজ পুত্রের আচরণ।
শুনি দৈত্যপতি হলেন আরক্ত নয়ন॥
চোখ বাঁকাইয়া পুত্রে বলেন তখন॥৩॥
ওরে হতভাগা তুষ্ট তুর্বিনীত অতি।
দৈত্যকুল ভেদকারী পাপিষ্ঠ তুর্মতি॥
নরাধম না মানিস্ আমার শাসন।
আজ তোরে পাঠাইব শমন সদন॥৪॥
আমি যদি ক্রুদ্ধ হ'য়ে করি নিরীক্ষণ।
লোকপালগণ সহ কাঁপে ত্রিভুবন॥
শিশু তুই না মানিস আমার শাসন।
কাহার বলে তোর হেন ভয়হীন মন॥৫॥
দৈত্যপতি মহাকোপে কাঁপে থর থর।
নির্ভয়ে পিতাকে প্রহ্লাদ দিলেন উত্তর॥
কেবল আমার বল নহেন নারায়ণ।
আপনারও বল তিনি শুনহ রাজন্॥
ত্রিভুবনে আছে যত বলবান্ প্রাণী।
সকলেরই বল তিনি দেব চক্রপাণি॥
উচ্চনীচ আদি করি স্থাবর জঙ্গম।
তাহারই বলে ব্রহ্মা আদি হন বলীয়ান্॥৬॥
তিনিই ঈশ্বর কাল তিনি উরুক্রম।
সামর্থ সাহস তিনি বুদ্ধি পরাক্রম॥৭॥
তিনিই পরম আত্মা ইন্দ্রিয় নিকর।
তিনিই পরম ব্রহ্ম ত্রিগুণের ঈশ্বর॥
বিশ্ব তাঁহারই শক্তির হ'তেছে প্রকাশ।
স্বজন পালন তিনিই করেন বিনাশ॥৭॥
অতএব শুনুন রাজা বচন আমার।
এই তব আসুর ভাব কর পরিহার।
একমাত্র শত্রু তব অসংযত মন।
শত্রুভাবে না দেখুন কৃপালু নারায়ণ॥
এই শত্রু এই মিত্র এই চিন্তা পরিহর।
শুদ্ধ চিত্ত সমদর্শী হইতে চেষ্টা কর॥
নিরপেক্ষ থাকাই তাঁহার শ্রেষ্ঠ পূজন॥৮॥
ইহাতেই তুষ্ট হন প্রভু নারায়ণ।
কাম ক্রোধ আদি করি রিপু হয় ছয়।
তাহাদের সতত বাস নরের হৃদয়॥
বহিঃশত্রু কেহ নাই দেখুন ত ভেবে।
অবিবেকতা হইতে অনিষ্ট যত ঘটে॥
সে সকলে না জিনিয়া কিসে লোকে কহে।
দশ দিক্ জয় করিয়াছি নিজ ভুজবলে॥৯॥
এত বলি হিরণ্যকশিপু ক্রোধে জ্বলে।
ঘৃত ঢালি দিল যেন জ্বলন্ত অনলে॥
গর্জ্জিয়া তনয়ে কহে আরক্ত নয়নে।
মরণ ঘনায়ে তোর এসেছে এখনে॥১০॥
কেবলি শুনাস্ তুই পরমেশ্বর বিভু।
আমা ভিন্ন কেবা হয় জগতের প্রভু॥
কোথা তোর নারায়ণ দেখা ত আমারে।
এখনই যমের ঘরে পাঠাই তাহারে॥
সব ঠাঁই যদি তোর ভগবান্ থাকে।
এই স্তম্ভের ভিতরে কেন না দেখি তাকে॥১১॥
এই বলি সেই মহাসুর দৈত্যেশ্বর।
খড়্গ চর্ম্ম হাতে লয়ে উঠিল সত্বর॥
বজ্রমুষ্টি প্রহারিল স্তম্ভের উপর।
উঠিল ভীষণ শব্দ লোক-ভয়ঙ্কর॥১২॥
সেই শব্দে চরাচর কাঁপিয়া উঠিল।
মনে হইল বুঝি ব্রহ্মাণ্ড কটাহ ফাটিল॥
স্বর্গলোকে থাকি ব্রহ্মা আদি দেবগণ।
ভাবেন বুঝি বিচূর্ণ হইল ত্রিভুবন॥১৩॥
কিসের শব্দ হৈল বলি চিন্তে দৈত্যরাজে।
ব্যগ্রচিত্তে চারিদিকে ইতি উতি খুঁজে॥
স্তম্ভ হইতে নির্গত অপরূপ দরশন।
নর বটে সিংহও বটে অদ্ভুত ঘটন॥১৪॥
কাহার মুরতি এই ভাবে মনে মন।
নরসিংহ মূর্ত্তি হেরে অতীব ভীষণ।
প্রতপ্ত-কাঞ্চন প্রায় প্রশান্ত লোচন॥

শিরে শোভে কেশর বদন বিস্ফারিত।
করাল দশন রাজি তাহে প্রকটিত॥
করবাল চঞ্চল রসনা ক্ষুরধার।
লক্ লক্ করে সদা বদন বিস্তার।
ভ্রুকুটি কুটিল মুখ অতি ভয়ঙ্কর।
পর্ব্বত কন্দর প্রায় শ্রবণ বিবর॥
সুড়ঙ্গসদৃশ নাসা গর্জ্জে ঘন ঘন।
সুবিশাল হনুযুগ ভীষণ দর্শন॥
সুবিপুল তনু যেন সুমেরু শিখর।
গগনে ঠেকেছে শির দেখে লাগে ডর॥
অদীর্ঘ ও স্থূলগ্রীবা গুরু বক্ষঃস্থল।
ক্ষীণ কটি ও বিস্তারিত বাহুযুগল॥
চন্দ্রিকা সদৃশ শুভ্র লোমে সমাবৃত।
বজ্রসম নখরেতে ভুজ সুশোভিত॥১৫-১৭॥
দেখি ক্রোধে দৈত্যরাজ গদা লয়ে করে।
মহাকোপে প্রহারিল নৃসিংহ উপরে॥
গদা হস্তে ফিরে বীর মণ্ডলী আকারে।
ঘন ঘন সিংহনাদে তীব্র হুঙ্কার করে॥
অবহেলে গদাধর ধরেন দৈত্যবরে।
গরুড় ধরেন যেন মহা বিষধরে॥
খেলাচ্ছলে দৈত্যরাজে ছাড়েন নৃহরি।
গরুড় হইতে মুক্ত যেন মহা অহি॥
মেঘের আড়ালে থাকি দিক্‌পালগণ।
ভাবেন বুঝি দৈত্যপতি হ'ল না নিধন॥
হস্তমুক্ত দৈত্যপতি ভাবে মনে মনে।
ভয় পাইয়া নৃসিংহ ছাড়িল আমারে॥১৮-১৯॥
পুনরপি খড়্গ চর্ম্ম করিয়া গ্রহণ।
মহাবেগে নৃসিংহে করিল আক্রমণ॥
মাতঙ্গের ন্যায় রব করে ঘন ঘন।
মেঘের আড়ালে মূর্চ্ছা যান দেবগণ॥২০॥
শ্যেন পক্ষীর ন্যায় দৈত্য ঘুরিতে লাগিল।
তার গতিবিধি বুঝা কঠিন হইল॥
তবে নৃসিংহদেব করেন অট্টহাস।
চক্ষু মুদে দৈত্য তাহে পেয়ে মহাত্রাস॥
তখনি নৃসিংহ তারে করেন ধারণ।
মহাক্রোধে কালসর্প মুষিকে যেমন॥২১॥

বজ্রাঘাতে যার অঙ্গে লাগে না আঁচড়।
নৃসিংহ কবলে পড়ি করে ধড়ফড়॥
দ্বারদেশে উরু পরে রাখি দৈত্যেশ্বরে।
বিদীর্ণ করেন হরি করাল নখরে॥
বিনতা নন্দন যথা কৃষ্ণসর্প নাশে।
তেমতি নৃসিংহদেব বধেন অনায়াসে॥২২॥
ব্রহ্মা আদি দেবগণ আসি ভক্তিভরে।
করযোড়ে স্তব করেন নৃসিংহদেবেরে॥২৩॥
মা লক্ষ্মীকে দেবগণ করেন বহু স্তুতি।
নৃসিংহদেবেরে শান্ত কর মা সম্প্রতি॥
নৃসিংহদেবের দেখি বিকট মূরতি।
মা লক্ষ্মী নাহি যান নৃসিংহের সংহতি॥২৪॥
তবে ব্রহ্মা কহিলেন প্রহ্লাদে সম্বোধি।
কুপিত হ'য়েছেন প্রভু তব পিতা প্রতি।
তব প্রভুকে শান্ত কর করি স্তব স্তুতি॥২৫॥
তবে শিশু প্রহ্লাদ ভাগবত শিরোমণি।
ধীরে গিয়া দাঁড়ালেন হ'য়ে কৃতাঞ্জলি॥
দেব শ্রীনৃসিংহের শ্রীচরণে লুটাইয়া পড়েন।
নৃসিংহদেবের করকমল মস্তকে ধরেন॥২৬॥
করজোড়ে স্তব করেন প্রহ্লাদ তখন।
গদগদ ভাবে প্রেমে পুলকিত মন॥২৭॥
ব্রহ্মাদি দেবগণ ও জ্ঞানী মুনিগণ।
একান্ত মনে যাঁহার করি আরাধন॥
অপার মহিমায় তাঁরা অন্ত নাহি পান।
উগ্রমতি দৈত্য তাহা করিবে বাখান॥
শ্রীহরির প্রীতি তাহে কেমনে হইবে।
কোন মতে ইহা আমি না পারি বুঝিতে॥২৮॥
বিদ্যা বুদ্ধি যোগ তপঃ অথবা বহু ধন।
দেহের বল সৌন্দর্য্য ও সৎকুলে জনম॥
শ্রীহরি আরাধিতে এ সব নাহি প্রয়োজন।
ভক্তিতেই তুষ্ট হন প্রভু নারায়ণ॥
গজেন্দ্রের কোন গুণে রক্ষা না হইল।
ভক্তিতেই নারায়ণের করুণা পাইল॥২৯॥
নিজ লাভে পূর্ণ সদা এই দয়াল প্রভু।
অভাব তাঁহার কোন কালে নাই কভু॥
অজ্ঞানী জীবের তরে দয়াময় হরি।
পূজা অর্চ্চনাদি চাহেন বড় কৃপা করি॥

মুখেতে তিলক টিপ যদি দেওয়া যায়।
প্রতিবিম্বে সেই তিলক তখনি দেখায়॥
জীবমাত্র শ্রীহরির প্রতিবিম্ব হয়।
শ্রীহরিকে মান দিলে জীবে মান পায়॥
জীবের কল্যাণ তরে প্রভু দয়াময়।
করেছেন এই অতি সুলভ উপায়॥৩০॥
অবিদ্যার বশে হয় সংসারে আগমন।
মুক্তির উপায় প্রভুর মহিমা কীর্ত্তন॥
নীচ হইলেও আমি ভরসা পাই অতি।
গাহিব শ্রীহরির লীলা যথা মম মতি॥৩১॥
তব আজ্ঞাকারী হন ব্রহ্মাদি দেবগণ।
শ্রদ্ধা ভক্তিতেই পূজেন তব শ্রীচরণ॥
বৈরিভাবে না করেন তোমায় ভজন।
বুঝিতে না পারি তাঁদের ভয়ের কারণ॥
মনোহর মূর্ত্তি কিম্বা ভয়ঙ্কর অতি
জীবের কল্যাণ হেতু ধরেন নানা মূর্ত্তি॥৩২॥
হে প্রভু এই রোষ করুন সম্বরণ।
সাধুদ্বেষী দৈত্যরাজে করেছেন নিধন॥
সর্পাদি ক্রুর জীবের হইলে নিধন।
সাধুগণ তাহাতে আনন্দিত হন॥
শান্তিতে থাকিবেন এবে যত সাধুগণ।
এ মূর্ত্তি স্মরণে হবে ভয় নিবারণ॥৩৩॥

বিকট দন্তের পাঁতি ভীষণ বদন।
লোল জিহ্বা ভ্রুকুটি ও জ্বলন্ত নয়ন॥
গলায় নাড়ীর মালা রক্তাক্ত কেশর।
বিশাল শ্রবণযুগ ও সুতীক্ষ্ণ নখর॥
বজ্রসম নাদে কাঁপে দিগ্‌গজ নিচয়॥
বিকট মূরতিতেও নাহি মোর ভয়॥৩৪॥

ভীত হই সংসার চক্রের ঘোর আবর্ত্তনে।
এ হতে নিষ্কৃতি জীবে পাইবে কেমনে
অসুর যোনিতে মোর হয়েছে জনম।
কবে আমি পাব শিরে ও মোক্ষদ চরণ॥৩৫॥

প্রিয়ের বিয়োগে তথা অপ্রিয় সংযোগে।
উৎপন্ন শোকাগ্নিতে মরিতেছি ভুগে॥
নানাবিধ দুঃখ ভুগি নানা দেশে ফিরি।
প্রতীকারের উপায় কিছুই না হেরি॥

দাস্য যোগ বলি প্রভু দিন মোরে আশ।
জন্ম জন্ম করুন মোরে তব নিত্য দাস॥৩৬॥

তব শ্রীচরণাশ্রয়ী ভক্তের প্রভাবে।
সংসারাসক্তি মোর সমূলেতে যাবে॥
হে প্রিয়, মহিমা তব কীর্ত্তন করিয়া।
অনায়াসে দুঃখসাগর যাব পার হইয়া॥৩৭॥

লোকে ভাবে বালকের পিতামাতা আশ্রয়।
ঔষধ সেবনে রোগীর রোগ দূর হয়॥
জলে পড়া লোকের হয় নৌকাই আশ্রয়।
কিন্তু ইহার বিপরীত প্রায়ই ঘটয়॥
পিতামাতা থাকিতেও বালক মারা যায়
ঔষধ সত্ত্বেও রোগী পরাণ হারায়।
নৌকারোহীও কভু জলে ডুবে যায়॥
অনিত্যই দেখিতে যত রক্ষার উপায়।
রক্ষা পায় জীব সদা তোমার কৃপায়॥৩৮॥

যখন যাহার দ্বারা অথবা যেথায়।
বিপদ হইতে জীবে সদা রক্ষা পায়॥
প্রভুর করুণা আছে সকলেরই মূলে।
বড়ই অপরাধ হয় প্রভুকে ভুলিলে॥৩৯॥

[কর্ত্তা হয়ে কার্য্য কর কর্ম্ম করণীয়।
তোমা দিয়াই কার্য্য হয় তোমাতে অর্পণীয়॥
তোমা হতে জগৎ সৃষ্টি তুমি অপাদান।
তোমাতেই সব তো তোমারই সম্বন্ধ জ্ঞান॥
তোমাতেই জগৎ স্থিত তুমি সব আধার।
অধিকরণ তুমি প্রভু সর্ব্বস্ব আমার॥]
কালক্রমে মায়ার গুণ-ক্ষোভ হয়।
সত্ত্বঃ রজঃ আর তমঃ এই গুণত্রয়॥
তোমার অংশ আত্মার অনুগ্রহ ফলে।
ক্ষুব্ধ মায়া মনঃ প্রধান লিঙ্গ সৃষ্টি করে॥
পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও মন।
পঞ্চ মহাভূতে হয় বিকার কারন॥
কর্ম্মময় বাসনাময় অতীব দুর্জ্জয়।
ভীষণ সংসার চক্র ঘুরিছে অতিশয়॥
এই চক্রের ভীষণ আবর্ত্তন হ'তে।
তব আশ্রয় বিনা রক্ষা নাই কোনমতে॥৪০॥

তব চিৎশক্তিতে বুদ্ধি ও জ্ঞান পরাজিত।
তোমার মায়ায় কার্য্যকারণ বশীভূত ॥
সংসার চক্রের হয় ষোড়শটী আর।*
আমার পক্ষেতে তাহা ষোড়শ বিকার ॥
সেই চক্রে ইক্ষু দণ্ডবৎ হই নিষ্পেষিত।
ক্ষণে ক্ষণে হইতেছি অতিশয় নিপীড়িত ॥
করুণা করিয়া এই শরণাগত জনে।
টানি লহ দয়াময় তব নিত্য নিকেতনে ॥৪১॥

লোকপালগণের ঐশ্বর্য্যের নাই সীমা।
দেখিয়াছি তাঁহাদের বিভব-গরিমা ॥
মম পিতার ভ্রূকুটীতে তাঁরা কম্পমান।
সে দুর্দ্ধর্ষ পিতা মম হলেন হতপ্রাণ ॥
তব কৃপায় লভিনু বিবেক বুদ্ধি জ্ঞান।
আয়ু ও সুখভোগ কিছু নহে বুঝিলাম ॥
না চাহি ইন্দ্রিয়-সুখ বিভব ও সম্পত্তি।
কৃপা করি দাও তব দাসের সঙ্গতি ॥৪২-৪৩॥

যে সুখ লাগি ব্যস্ত তাহা মরীচিকা প্রায়।
তার পাছু ছুটিয়া শেষে বুক চাপড়ায় ॥
যে দেহের সুখের তরে সদাই কাতর।
সে দেহ যে নানবিধ রোগের আকর ॥
দেখিয়াও চৈতন্য নাই এমনি দুর্মতি।
ক্ষণিক সুখের তরে করে ছুটাছুটি।
নির্ব্বেদের অবসর নাই জন্ম যায় কাটি ॥৪৪॥

রজঃ প্রকৃতি মম, জনম অসুর কুলে।
এই অসুরে প্রভু কত কৃপা বরষিলে ॥
ব্রহ্মা শিব মা লক্ষ্মীর ভাগ্যে যা নাহি মিলে।
করপদ্মে এ অধমের শির পরশিলে ॥৪৫॥

সংসারী জীবের মন ভেদবুদ্ধির আশয়।
এই নীচ এই উত্তম মনেতে চিন্তয় ॥
সমদর্শী তোমাতে ভেদবুদ্ধি নাহি হয়।
কল্পবৃক্ষ হ'তে যদা বাসনা পূর্ণ হয় ॥
কাতরে ডাকিলে তুমি দয়াময় হরি।
যোগ্যাযোগ্য না দেখি দাও বাঞ্ছা পূর্ণ করি ॥৪৬॥

যত মূঢ় জন বিষয় সুখ লোভে।
পড়ে কালসর্পময় সংসার কূপেতে ॥
সেই মূঢ় জনগণের সঙ্গের দোষেতে।
পড়িতেছিলাম আমি বিষয় কূপেতে ॥
সেকালে দেবর্ষি নারদ কৃপাময়।
আত্মসাৎ করি উদ্ধার করেন আমায় ॥
তব দাস করিলেন মোরে কৃপা করি।
হেন ভাগ্য ছাড়ি দিব কি আশার লাগি ॥৪৭॥

আমা প্রতি মম পিতা হইয়া কুপিত।
খড়্গ লইয়া মোরে যবে মারিতে উদ্যত ॥
বলিলেন আমি ছাড়া কে আছে ঈশ্বর।
রক্ষা করুক তোরে দেখি কেমন বীরবর ॥
আপনি তখন প্রভু প্রকট হইয়া।
রক্ষা করিলেন মোরে পিতাকে বধিয়া ॥
তব দাস নারদের কথা সত্য করিবারে।
করিলেন এই কর্ম্ম হয় মোর মনে ॥৪৮॥

নর ঋষি পশু মীন দেবাদি রূপেতে।
অবতীর্ণ হন প্রভু এই পৃথিবীতে ॥
শিষ্ট রক্ষা করি করেন দুষ্টের নিধন।
তিন যুগে যুগধর্ম্ম করিয়া পালন ॥
কলিতে প্রচ্ছন্নরূপে তব অবতার।
ত্রিযুগ নাম তাই হয়েছে আপনার ॥৪৯॥

বহির্ম্মুখ দুর্দ্ধর্ষ মম কামাতুর মন।
শোকাদি ত্রিবিধ তাপে পীড়িত অনুক্ষণ ॥
দুষ্ট মন তব প্রসঙ্গ শুনিতে না চায়।
তব তত্ত্ব বিচার মোর কিরূপে জুয়ায় ॥
বৈকুণ্ঠের নাথ জীবের কুণ্ঠা দূর কর।
শ্রীচরণে মতি চাহি হে করুণার আকর ॥৫০॥

বহু সতীনে যথা পতিকে পীড়ন করে।
তেমতি ইন্দ্রিয়গণ অস্থির করে মোরে।
জিহ্বা শিশ্ন ত্বক্ চক্ষু উদর ও শ্রবণ।
মোরে লয়ে টানাটানি করে অনুক্ষণ ॥
ইহাদের সম্পূর্ণ বশে আমার মন।
তব সেবায় মন মম না যায় কখন ॥৫১॥

---

* আর — চাকার মধ্য হইতে সীমা অপর দণ্ড (Spoke).

পড়িয়াছি কর্ম্মদোষে ভব বৈতরণীতে।
কৃপা কর, উদ্ধার কর এ দশা হইতে॥
ভেদবুদ্ধিযুক্ত কিন্তু ভবভীত মনে।
তুমি বিনা কেবা শক্ত পাতকী তারণে॥৫২॥
এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি স্থিতি লয়।
সকলই হতেছে প্রভু তোমার কৃপায়॥
মহাপাতকীও যত তোমার কৃপায়।
সংসার সাগর তরে গোলকের প্রায়॥
ভক্তগণে করেছ তব কৃপার ভাণ্ডারী।
তাঁদের সেবায় পাপী অক্লেশে যায় তরি॥৫৩॥
নিজ উদ্ধারের লাগি মোর ভয় নাই।
ভক্তমুখে তব লীলা শুনিবারে পাই॥
কিন্তু যারা তব লীলা শ্রবণে বিমুখ।
তাদের দশা ভাবিয়া পাই মনে দুখ।৫৪॥
নিজ মুক্তি তরে প্রায়ই ব্যস্ত মুনিগণ।
মৌন হয়ে তাঁহারা করেন অরণ্যে গমন॥
পরহিত তরে ভাবনা তাহাদের নাই।
দুঃখীদের ত্যজি নিজ মুক্তি আগে চাই॥
কর্ম্মবশে জীব সদা ঘুরে এ সংসারে।
আত্মহিত লাগি কভু তোমাকে না স্মরে।
তোমা বিনা কেহ নাই তাদের রক্ষা করে॥৫৫॥
স্ত্রীসহবাস তরে লোকে লালায়িত হয়।
কিন্তু পরিণামে তাদের দুঃখই মিলয়॥
দাদ চুলকাইলে বটে ক্ষণিক সুখ হয়।
পরে রোগবৃদ্ধি হইয়া জ্বলন করয়॥
ভ্রান্ত জীব এই ক্ষণিক সুখের তরে।
পরিণামে দুঃখ জেনেও ছাড়িতে না পারে॥
অগ্র পশ্চাৎ বিচার করিয়া ধীর জন।
তুচ্ছ কামবেগ তাঁহারা করেন সহন॥৫৬
মৌনব্রতে একান্তে কর শাস্ত্র শ্রবণ।
জপ তপ সমাধি ও শাস্ত্র অধ্যয়ন॥
মুক্তিলাভের পথ বলি নির্দ্দিষ্ট শাস্ত্রেতে।
দুষ্টজনে সেবে ইহা জীবিকা অর্জ্জিতে।
অপবর্গ লাভ তার না হয় কোন মতে॥
দাম্ভিক জনে যদি এইগুলি সেবে।
অভাব হইতে কভু রক্ষা না পাইবে॥৫৭

বীজাঙ্কুরবৎ স্বরূপ হয় কার্য্যকারণ।
বেদের নির্ণয় এই জানেন জ্ঞানিগণ॥
কাষ্ঠের মধ্যে অগ্নির হয় অবস্থান।
ঘাষলেই পাওয়া যায় তাহার প্রমাণ॥
তুমি প্রভু হও প্রকৃত রূপাদি বর্জ্জিত।
ভক্তিপথেই তব কৃপা হয় অনুভূত॥
ভক্তিপথে চলি তাই জিতেন্দ্রিয়গণ।
কার্য্যকারণ প্রভুর কৃপা প্রাপ্ত হন॥৫৮
পৃথিবী পবন শব্দ আকাশ ও জল।
দেবগণ হৃদয় মন ইন্দ্রিয় সকল॥
বাক্য মন দিয়া হয় তাহার পরিচয়।
সকলই তোমার রূপ তুমি সর্ব্বময়॥৫৯
দেব মর্ত্ত্য জীব মন ইন্দ্রিয় নিচয়।
আদি অন্ত যুক্ত সবে সত্ত্বাদি গুণময়॥
অনাদি অনন্ত প্রভু তুমি দয়াময়।
তোমাকে জানা তাদের সাধ্যাতীত হয়॥
শাস্ত্রাদি বিচার ত্যজি তাই সুধীগণ।
ভক্তিভরে করেন সবে তব আরাধন॥৬০
স্তুতি প্রণাম পূজা তব শ্রীপাদ স্মরণ।
লীলা কথা শ্রবণ ও সর্ব্বকর্ম্মার্পণ।
এই ছয়টাই হয় ভক্তিলাভের সোপান।
ভক্তি বিনা দুষ্প্রাপ্য তুমি ওহে নারায়ণ॥
ভক্তিতে শ্রীপাদস্থিত পরমহংসগণ।
দাস্য ভক্তি দিন মোরে হে মধুসূদন॥৬১
বিপ্র হইলেও নানাগুণে বিভূষিত।
হে কমলাক্ষ তব পদে ভক্তি বিবর্জ্জিত॥
দাম্ভিক বিপ্র হইতে ভক্ত চণ্ডালই শ্রেষ্ঠ।
কুল উদ্ধারিয়া তিনি হয়েন বরিষ্ঠ॥৬২

[শ্রীনৃসিংহদেব এই স্তবে তুষ্ট হইয়া।
প্রহ্লাদ কহেন কথা আদর করিয়া॥]

প্রারব্ধের অবসান কালে যেই জন।
তোমার এই মধুর স্তব করিবে কীর্ত্তন॥
ভক্তিতে তোমাকে ও আমাকে করিবে বন্দন।
অবশ্য ঘুচিবে তার কর্ম্মের বন্ধন॥৬৩

দৈত্যকুলে জন্মিয়া হে নিস্পাপ সজ্জন।
তোমায় একুশ পুরুষ পূত হইয়া যান ॥৬৪
শান্তমূর্ত্তি সমদর্শী মম উদার ভক্তগণ।
যেথা যেথা তাঁহারা করেন নিবসন ॥
পাপ কীকট বাসীও তাঁহাদের কৃপায়।
পাপ ঘুচি অতি পবিত্র হইয়া যায় ॥৬৫
আমাতে ভক্তিতে তারা বাসনা হ'তে মুক্ত।
হিংসা দ্বেষ ত্যজি সর্ব্ব জীবে প্রীতিযুক্ত ॥৬৬
ভক্তের আদর্শ তুমি মম প্রিয় জন।
তোমাকে স্মরিয়া যে করিবে আচরণ।
অচিরেই পাইবে সে দুর্লভ ভক্তিধন ॥৬৭
পরম পবিত্র কথা বিষ্ণুলীলাযুক্ত।
শ্রবণে কীর্ত্তনে হয় সর্ব্ব পাপ মুক্ত ॥
আদি পুরুষ শ্রীনৃসিংহের এই লীলা গাথা।
দৈত্যেন্দ্র হিরণ্যকশিপুর নিধনের কথা ॥
তাঁর সাথে প্রহ্লাদের অপূর্ব্ব আচরণ।
অকুতোভয়ে করেন শ্রীবৈকুণ্ঠে গমন ॥৬৮-৬৯

পঞ্চদশ আহ্নিক সমাপ্ত।

ষোড়শ আহ্নিক—বলিরাজার উপাখ্যান।

[একদা শ্রীবলিরাজা লয়ে দৈত্যগণ।
ইন্দ্রের অমরাবতী করেন বেষ্টন ॥
না পারি রোধিতে দৈত্যগণে দেবগণ।
স্বর্গ ত্যজি গুপ্তবেশে করেন ভ্রমণ ॥]
স্বর্গভ্রষ্ট দেবগণ হইলেন যদি।
দেবমাতা অদিতি কান্দেন নিরবধি
বিলাপ করেন বহু অনাথার প্রায়।
আশ্রমে আনন্দ কিছু দেখা নাহি যায় ॥
সমাধি-নিবৃত্ত হৈলে কশ্যপ মতিমান্।
অদিতি আশ্রমেতে করেন প্রয়াণ ॥১-২
পতিকে প্রণমি সতী করেন নিবেদন।
স্বর্গ হৈতে মম পুত্রে খেদায় দৈত্যগণ ॥
কৃপা করি সেই মত করুন কল্যাণ।
স্বর্গরাজ্যে যাহে তাহাদের হয় অবস্থান ॥৩-৪॥
অদিতির মোহ দেখি কশ্যপ তপোধন।
কহেন স্নেহেতে আবদ্ধ যত জনগণ ॥
কোথায় অনাত্মা এই ভৌতিক কলেবর।
কোথায় বা আত্মা সেই প্রকৃতির পর ॥
কে কাহার পতিপুত্র আত্মীয় স্বজন।
এই বুদ্ধির একমাত্র মোহই কারণ ॥৫-৬॥
অদিতিরে কহেন পূজ দেব জনার্দ্দন।
সর্ব্বভূত-হৃদয় যাঁহার নিকেতন ॥
জগতের গুরু যিনি বাসুদেব হন ॥৭॥
হরি বিনা দীনে দয়া কে বল করিবে ?
ভগবদ্ ভক্তির ফল অমোঘ জানিবে ॥৮॥
পয়োব্রত অনুষ্ঠিতে ব্রহ্মার বচন।
শ্রদ্ধায় আচরিলে হয় বাঞ্ছা পূরণ ॥৯-১০॥
পতি আজ্ঞায় ব্রত পালেন দেবমাতা।
দ্বাদশ দিবস পালেন হয়ে অতন্দ্রিতা ॥১১॥
ব্রতশেষে আদিপুরুষ হন আবির্ভূত।
চতুর্ভুজ পীতবাস শ্রীঅঙ্গে শোভিত।
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম শ্রীকরে সংস্থিত ॥১২॥
কৃপা করি কর জীবের বিপদ্ ভঞ্জন।
মোদের কল্যাণ করুন দেবনারায়ণ ॥১৩॥
অভীষ্ট অতুল্য শ্রী পরমায়ু আর।
যিনি তুষ্টে ত্রিবর্গ দেন অনন্ত অপার ॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল কিছু নহে আন।
সপত্নী পুত্রেরে জয় কেমন বাখান ॥১৪॥
প্রসন্ন হইয়া প্রভু কহেন অদিতিরে।
তোমার অভীষ্ট মাতা আমার গোচরে ॥

দৈত্যপতি বলি, ভক্ত প্রহ্লাদের নাতি।
সবিশেষ ভক্তিমান্ বলি মোর প্রতি ॥
কালি প্রসন্ন ও দ্বিজ ভক্তি করে সে অপার।
কেমনে তাহারে ঠেলি নহে দুরাচার ॥১৫-১৬॥
কিন্তু পয়োব্রতে মাতা পূজেছ আমার।
আমার অর্চ্চনা কভু ব্যর্থ নাহি যায় ॥
শ্রদ্ধার অনুরূপ ফল সেই জন পায়।
অনেক চিন্তায় স্থির করেছি উপায় ॥
তব পুত্ররূপে হব বামন অবতার।
সুগোপনে শ্রেষ্ঠ ফল জেনো সারাৎসার ॥
এই বর দিয়া শ্রীহরি হন অন্তর্দ্ধান।
পতির শ্রীপদে দেবী করেন বাখান ॥১৭-১৯॥
কশ্যপে করিতে কৃপা প্রভু নারায়ণ।
অদিতির জঠরে করিলেন প্রবেশন ॥
বারতা জানিয়া ব্রহ্মা হরষিত অতি।
গর্ভস্থ প্রভুকে করেন বহু স্তবস্তুতি ॥২০॥
স্তবস্তুতি করি গেলে ব্রহ্মাদি দেবগণ।
শুভক্ষণে ভূমিষ্ঠ হইলেন নারায়ণ ॥
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম শোভে চতুর্ভুজে।
পরিধানে পীতবাস নয়ন অম্বুজে ॥
ভগবান্ শ্রীহরি যিনি অনাদি অব্যক্ত।
আয়ুধ অলঙ্কারে হইলেন ব্যক্ত ॥
লীলাময় নটরাজ লীলা প্রকাশিতে।
প্রকট হইলেন বামন মূরতিতে ॥২১-২২॥
বলিরাজা ভৃগুকচ্ছে হইয়া রক্ষিত।
অশ্বমেধ যজ্ঞেতে হয়েছেন দীক্ষিত ॥
অখিল-সার বটুরূপী যান যজ্ঞস্থলে।
বসুন্ধরা টলমল করে পদভরে ॥২৩॥
ব্রহ্মতেজে দীপ্ত বপু দেখি সভামাঝ।
ব্যস্ত হইয়া অভ্যর্থনা করেন বলিরাজ।
আনন্দেতে তব আজ্ঞা পালিবেক দাস ॥২৪॥
পিতৃকুল তৃপ্ত মম তব পদার্পণে।
যজ্ঞ অদ্য সুসম্পন্ন তব আগমনে ॥
যাহা অভিলাষ বটু আছে তব মনে।
কৃতার্থ হইব তাহা অর্পিয়া শ্রীচরণে ॥২৫-২৬॥

ইহা শুনি বলিরাজে কহেন বামন।
কুলের উচিত দেখি তব আচরণ ॥
এ বংশে না ছিল কেহ নিঃস্বত্ত্ব কৃপণ।
'দিব' বলি কভু নাহি ফিরায় ব্রাহ্মণ ॥২৭॥
এই কুলে যাঁরা জন্ম করেছেন গ্রহণ।
দানে বা রণে কভু পরাঙ্মুখ নাহি হন ॥
তব কুলে জন্মেছেন প্রহ্লাদ সুমতি।
নির্ম্মল সুযশে শোভে যেন তারাপতি ॥২৮॥
এই কুলে হিরণ্যাক্ষ মহাবলধর।
গদাহস্তে পৃথিবী ভ্রমিল একেশ্বর ॥
প্রতি যোদ্ধা না পাইল এ তিন ভুবনে।
এমন বীরত্ব কেবা শুনেছে শ্রবণে ॥২৯॥
ভ্রাতার নিধন বার্ত্তা শুনি মহাবীর।
হিরণ্যকশিপু ক্রোধে হইয়া অধীর ॥
ভ্রাতৃঘাতী নারায়ণে করিতে নিধন।
দ্রুতগতি উপনীত বৈকুণ্ঠ ভুবন ॥৩০॥
শূল ল'য়ে আসে বীর কৃতান্তের প্রায়।
দেখিয়া বিষ্ণু হইলেন মগন চিন্তায়।
যথা যথা যান বীর সঙ্গে সঙ্গে ধায় ॥
ইহার দৃষ্টি হয় কেবল বাহ্য বিষয়ে।
এ হেতু প্রবেশেন বিষ্ণু উহার হৃদয়ে ॥৩১-৩২॥
শূন্য দেখি ভগবান্ বিষ্ণুর নিকেতন।
ক্রোধভরে মহাবীর গর্জ্জে ঘনে ঘন ॥
ধরায় আকাশে স্বর্গে বিবরে সাগরে।
অন্বেষিয়া কোথাও না পায় গদাধরে ॥৩৩॥
দেখিতে না পেয়ে বীর কহিলা তখন।
এ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে করিলাম অন্বেষণ ॥
নিশ্চয় সেথায় বিষ্ণু করেছে গমন।
যেথা গেলে পুনঃ নাহি ফিরে কোন জন ॥৩৪॥
শক্র জানিয়াও তব পিতা বিরোচন।
দেবেরে নিজ আয়ু করেন সমর্পণ ॥৩৫॥
কথা শুনি বলিরাজ কহেন তখন।
বিপ্রসুত কেন কর এরূপ প্রার্থন ॥
বৃদ্ধের মতন দেখি তব হাব ভাব।
কিন্তু স্বার্থ নাহি বুঝ বালক স্বভাব ॥

ত্রিভুবনের অধীশ্বর আমি হে ব্রাহ্মণ।
দ্বীপ-দাতা পাশে ত্রিপাদ চাহ কি কারণ? ॥৩৬-৩৭॥

আমাকে প্রসন্ন করি পুনঃ অন্যস্থান।
ভিক্ষা করা নাহি হয় উচিত বিধান॥
অতএব হেন ভিক্ষা কর মহাশয়।
যাহে সুখে জীবনযাত্রা নির্ব্বাপিত হয় ॥৩৮॥

ইহা শুনি ভগবান্ কহেন তখন।
শুন বলি মহারাজ আমার বচন॥
অর্থকামে অসন্তোষ কভু ভাল নয়।
সংসারের হেতু ইহা জানিও নিশ্চয় ॥৩৯॥
যদৃচ্ছা-লাভেতে তুষ্ট হয় যেই নর।
যাহা পায় তাহে তুষ্ট যেই দ্বিজবর।
ব্রহ্মতেজ বাড়ে তার শুন দৈত্যেশ্বর॥
অসন্তোষে প্রশমিত ব্রহ্ম-তেজোবল।
সলিল সংযোগে যথা প্রচণ্ড অনল ॥৪০॥
অতএব তিন পাদ ভূমি ভিক্ষা করি।
এই ভিক্ষা দেহ মোরে দৈত্য অধিকারী॥
ইহাতেই মম বাঞ্ছা হইবে পূরণ।
আর কোন দ্রব্যে মোর নাহি প্রয়োজন॥
তুমি সব দিতে চাহ আমি নাহি চাই।
ত্রিপাদ ভূমিটী পেলে আমি চলে যাই ॥৪১॥
ইহা শুনি হাসিয়া কহেন দৈত্যবর।
যাহা ইচ্ছা লহ প্রভু না বলি অতঃপর॥

ব্রাহ্মণে প্রার্থিত দান করিবার তরে।
জল পাত্র লয়েন বলি প্রফুল্ল অন্তরে ॥৪২॥
ইহা দেখি শুক্রাচার্য্য কহেন তখন।
ইনিই বিষ্ণু শুন বিরোচন নন্দন॥
কশ্যপের পুত্র জন্ম অদিতি জঠরে।
এখানে উপস্থিত দেবকার্য্যসিদ্ধি তরে ॥৪৩॥
তিন পদে বিশ্বকায় ল'বেন ত্রিভুবন।
সর্ব্বস্ব বিষ্ণুকে দিয়া কোথা রহিবে রাজন্ ॥৪৪॥
প্রতিশ্রুত হইয়া দিতে না পারিবে তুমি।
নিশ্চয় হইতে হবে ঘোর নরক-গামী ॥৪৫॥
যে দানেতে গৃহস্থের বৃত্তি লোপ হয়।
সেই দান কভু জীবের উচিত না হয়॥
ধর্ম্ম যশ অর্থ কাম স্বজনের তরে।
পাঁচ ভাগে গৃহস্থ ধন বিভাগ করে॥
ইহ পর লোকে সুখে থাকে সেইজন।
ইহাতে সংশয় না করিহ কদাচন ॥৪৬-৪৭॥

দেহরূপ বৃক্ষেতে সত্য হয় ফল।
বৃক্ষ নাহি জীয়ে যদি সবই নিষ্ফল॥
মিথ্যাই দেহের মূল জানিবে নিশ্চয়।
অতএব মিথ্যাতেই দেহ রক্ষা হয়॥
মূল যদি নষ্ট হয় বৃক্ষ নাহি রহে।
মিথ্যাকে ত্যজিলে আত্মা নাহি রহে দেহে ॥৪৮-৪৯॥

গুরু কহে মিথ্যা দূষ্য নহে পঞ্চ স্থানে।
হাস্য পরিহাসে আর স্ত্রীলোক মিলনে॥
সর্ব্বস্ব রক্ষিতে ও বিবাহে মিথ্যা ক'বে।
মিথ্যা বলি গো-ব্রাহ্মণে অবশ্য বাঁচাবে ॥৫০-৫১॥

বলি কহেন গৃহস্থের ধর্ম্ম এই বটে।
অর্থে কামে যশোবৃত্তিতে বিরোধ না ঘটে ॥৫২॥

প্রহ্লাদের পৌত্র আমি বিরোচন সুত।
বিত্তলোভে মিথ্যা বলি হ'ব দোষযুক্ত ॥৫৩॥

সর্ব্বংসহা বসুন্ধরা জগতে বিদিত।
মিথ্যাবাদীকে বহিতে না পারেন কদাচিত ॥৫৪॥

না করি নিন্দার ভয় না ডরি বিপাকে।
না ডরি চ্যুতির ভয়ে না ডরি নরকে॥
অসত্যে ডরাই পাছে কথা নাহি থাকে।
বড় ভয় করি যদি বিপ্র পড়েন ফাঁকে ॥৫৫॥

দধীচি রাখেন ধর্ম্ম আর রাজা শিবি।
সত্য করেন সযতনে নিজ প্রাণ ত্যজি॥
ভূমি দান কভু নহে ইহার কাছে বেশী ॥৫৬॥
রণক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ বরং সুলভ।
সুপাত্রে শ্রদ্ধায় দান অতীব দুর্ল্লভ ॥৫৭॥
বামনদেবে কহেন তবে বলিরাজ।
দৈন্য ভয়ে যাচককে ফিরাতে পাই লাজ॥
ব্রহ্মজ্ঞের ইচ্ছা পূরিলে হয় ভাগ্যোদয়।
তাই দিতে চাহি ভবদ্‌বাঞ্ছিত বিষয় ॥৫৮॥

যে বিষ্ণুর উদ্দেশে লোকে যাগ যজ্ঞ করে।
কিন্তু কভু নাহি দেখে নয়ন গোচরে॥
সেই বিষ্ণু কৃপা করি এসেছেন যজ্ঞেতে।
বহু ভাগ্য হইবে তাঁর ইচ্ছা পূরাইলে।৫৯॥
নিরপরাধ মোরে যদি করেন বন্ধন।
বিপ্রবেশী শত্রুকে না করিব হিংসন॥৬০॥
গুরুর আদেশ অশ্রদ্ধা করিবার ফলে।
অভিশাপ দেন গুরু সত্যসন্ধ বলিকে॥৬১॥
পতিব্রতা বিন্ধ্যাবলী বলির বনিতা।
গলে মুক্তমালা দ্বারা হয়ে সুশোভিতা॥
সোণার কলসে জল আনেন ত্বরা করি।
শ্রীবামন শ্রীপদ ধুয়ে লয়েন শিরোপরি॥৬২॥
দেখিতে দেখিতে বামন হলেন অ-বামন।
বিরাট মূরতি তিনি করেন ধারণ॥
বিভূতিমৎ ত্রিগুণাত্মক শ্রীবামনদেহে।
পঞ্চভূত তন্মাত্র বিশ্ব বলিরাজ দেখে॥
এক পদে সপ্ত দ্বীপা পৃথিবী ফুরাল।
আর এক পদে সপ্ত স্বর্গ আরোপিল॥
আকাশ ব্যাপিয়া হইল বিরাট কলেবর।
মূর্ত্তির দশভুজে আবরিল দিক্ সকল॥৬৩॥
এক পদে সপ্তদ্বীপা পৃথিবী ফুরাল।
আর এক পদে সপ্ত স্বর্গ আরোপিল।
তৃতীয় পদের কিন্তু স্থান না হইল।৬৪॥
ত্রিপাদ ভূমির ছলে সর্ব্বস্ব লইল।
দেখি অসুরেরা ক্রোধে বলিতে লাগিল॥৬৫॥
বিষ্ণু নহে দৈত্যশত্রু বুঝিনু এখন।
মায়াবীর শ্রেষ্ঠ এই ব্রহ্মবন্ধু জন॥
দেবগণ পক্ষ হইয়া আসি বিপ্রবেশে।
দৈত্যরাজ বলিকে ছলিল অবশেষে॥৬৬॥
এত বলি দৈত্যগণ অস্ত্র শস্ত্র লয়ে।
বিপ্ররূপী বামনদেবে গর্জ্জে গেল ধেয়ে।৬৭॥
দৈত্যগণে নিবারিয়া কহেন বলিরাজ।
গুরু প্রতিকূল তবে যুদ্ধের কি কাজ॥৬৮॥
কালই সুখ-দুঃখের দাতা প্রাণিগণে।
হেন কালকে পুরুষকার বেড়িবে কেমনে॥৬৯॥
দেবের বিপক্ষে ছিলেন মোদের অনুকূল।
সেই কালই এবে হয়েছেন দৈত্য-প্রতিকূল॥৭০॥
দুর্গ মন্ত্র নীতিশাস্ত্রাদি ও লোকবল।
কালকে রোধিতে জানিও সকলি বিফল॥৭১॥
জিতিয়াছ যাদের দৈববলে বলী হয়ে।
তারাই মোদের বিজয় গর্ব্ব নাশিছে॥৭২॥
যাবৎ না হয় মোদের সুশোভন কাল।
তাবৎ যুদ্ধেতে নাহি যাইবে জঞ্জাল॥৭৩॥
প্রভুর ইচ্ছা বুঝিয়া বিনতা-নন্দন।
বরুণ পাশে বলিকে করেন বন্ধন॥৭৪॥
পাশবদ্ধ স্থিরপ্রজ্ঞ দৈত্যপতি বলিকে।
বামন কহেন তৃতীয় পদের স্থান দিতে॥
প্রতিশ্রুত ভঙ্গে হয় নরকে গমন।
গুরুর শাপেও হবে নরকেতে স্থান॥৭৫-৭৭॥
বটু বামন হইতে বলি নিগ্রহ পাইল।
তবু নাহি সত্য হ'তে তিলেক টলিল।
ধীর কণ্ঠে বিনয়েতে বামনে কহিল॥৭৮॥
বলি কহিল প্রভু বঞ্চনা না করিব।
যাহা বলিয়াছি তাহা অবশ্য রাখিব॥
এ শরীর তব এই জগৎ তোমার।
সঁপিলাম তব পদে যা ছিল আমার॥
মম শিরে রাখ প্রভু শ্রীপদকমল।
মুক্ত কর প্রভু আমার অঙ্গীকার শৃঙ্খল॥৭৯॥
নাহি ডরি পাশবন্ধ না ডরি রাজ্যচ্যুতি।
দুঃখে নিগ্রহে বা ধনহানিতে নাই ভীতি॥
নরকে যাইতে মোর নাহি তত ভয়।
অপকীর্ত্তি হ'তে মোর যত ভয় হয়॥৮০॥
হিততরে দণ্ড দেন যোগ্যতম জন।
পিতামাতাও তাহাতে সমর্থ না হন॥৮১॥
অসুরদিগের যিনি পরোক্ষ হিতকারী।
লজ্জিত বা দুঃখিত তাহে নাহি হই আমি।৮২॥
পাশবন্ধে বাঁধিলেও শ্রেষ্ঠ হিতকারী।
লজ্জিত বা দুঃখিত তাহে নাহি হই আমি॥৮৩॥
পিতা দ্বারা যবে তিনি নিগৃহীত হন।
তব কৃপায় হয় তাঁর সঙ্কট মোচন॥৮৪॥
এ জগতে নহে কেহ প্রকৃত আপন।
সুবুদ্ধি পিতামহ মম করেন চিন্তন॥
দেহ ছেড়ে যায় যবে আয়ুঃ শেষ হয়।
ধন লাগি স্বজনগণ আসিয়া মিলয়॥

মায়া হৈতে দৃঢ় হয় সংসার বন্ধন।
শাশ্বত শ্রেয়ের বিঘ্ন হয় যে ভবন॥
পিতামহ এই সব করি নিরীক্ষণ।
তব অভয় পদে ল'ন একান্ত শরণ ॥৮৫-৮৬॥
হেন কালে পূর্ব্বাকাশ করি উদ্‌ভাসিত।
ভক্তশ্রেষ্ঠ প্রহ্লাদ হইলেন উপস্থিত ॥৮৭॥
শ্রীবামন পদে প্রহ্লাদ করিয়া বন্দন।
কতই করুণা প্রভু করিলে বর্ষণ॥
বলিকে ইন্দ্রপদ তুমিই দিয়াছিলে।
দর্প চূর্ণ করিতে তাহা তুমিই হরিলে॥
দর্পহেতু মহামোহে পড়েছিল বলি।
সেই মোহ দূর কৈলে বড় কৃপা করি ॥৮৮
ঐশ্বর্য্যে ও বিভবে সংযমীও হয় মুগ্ধ।
সেই মোহবশে জীব না শুনে আত্মতত্ত্ব॥
কৃপা করি বলির সেই মোহ ঘুচাইলে।
ভক্তিভরে নমি তব শ্রীপদকমলে ॥৮৯
[বলির বন্ধন দেখি ব্রহ্মা দুঃখিত।
নিবেদন করিলেন প্রভুর সাক্ষাত॥
সর্ব্বহারা বলির কষ্ট দেখা নাহি যায়।
ক্ষমা কর নিজ গুণে ওহে দয়াময়॥]
ব্রহ্মারে কহেন তবে বামন শ্রীহরি।
সর্ব্বস্ব ঘুচাই তার যারে কৃপা করি॥
মদগর্ব্বে আমাকেও যবে অবজ্ঞা করে।
সর্ব্বস্ব ঘুচাইয়া আমি শিক্ষা দিই তারে ॥৯০
কর্ম্মবশে সংসারচক্রে ঘুরিতে ঘুরিতে।
নানা যোনি ভ্রমি জন্মে পৌরুষী যোনিতে॥
জন্ম কর্ম্ম বয়ঃরূপ বিদ্যৈশ্বর্য্য ধনে।
যদি না প্রমত্ত কভু হয় কোন জনে।
তাহাকেই কৃপা করি নিশ্চয় জানিবে ॥৯১-৯২
জন্মাদি হইতে হয় গর্ব্ব অভিমান।
সকল শ্রেয়ের বিঘ্ন তাহে বিদ্যমান॥
মম ভক্তগণ তাহে না হন মোহিত।
গর্ব্ব অভিমান তাঁর না হয় কদাচিত ॥৯৩
দৈত্য দানবশ্রেষ্ঠ এই বলি মহারাজ।
অজেয় বৈষ্ণবী মায়া জিনিলেন আজ॥
রাজ্যভ্রষ্ট রিক্তধন এই দৈত্যবর।
বন্ধন যাতনা ভুগে ত্রিলোক ঈশ্বর॥
গুরু দিলেন অভিশাপ আমি করি ছল।
ধর্ম্ম নাহি ছাড়ে বলি সত্যেতে অটল ॥৯৪-৯৫
[পরম প্রীত হইয়া শ্রীবামন ভগবান।
বলি রাজাকে কহিলেন মধুর বচন॥]
ইন্দ্রসেন মহারাজ চল সুতলেতে।
জ্ঞাতি বন্ধু সহ তথা থাক মহাসুখে॥
দেবের দুর্লভস্থান জানিও সুতল।
সকলে তথায় আমি করিব রক্ষণ।
সর্ব্বদা নিকট মোর পাইবে দর্শন ॥৯৭-৯৮
আমাকে অনুক্ষণ দর্শন করিয়া।
দৈত্যদেহ-জাত দুর্মতি যাইবে ঘুচিয়া ॥৯৯
ইহা শুনি বলি কহেন করি যোড়পাণি।
প্রণামের উদ্যমমাত্র করিয়াছি আমি॥
তাহাতেই যে দয়া না পান দেবগণ।
অধম অসুর তাহা লভিল এখন ॥১০০
কৃতার্থ হন প্রহ্লাদ পরম আনন্দে।
করজোড়ে নিবেদন প্রভুর শ্রীপদে॥
বিশ্বজন বন্দে যাঁর শ্রীপদযুগল।
সেই প্রভু হলেন মোদের দ্বারপাল॥
হেন ভাগ্য কাহারও না দেখি দয়াময়।
ব্রহ্মা শিব মা লক্ষ্মী দেবতা নিচয় ॥১০১
কল্পতরু তুমি দয়াময় নারায়ণ।
সকলের মনোবাঞ্ছা করহ পূরণ॥
তথাপি ভক্তের পক্ষে ভকত বৎসল।
বিচিত্র স্বভাব ইহা অতি সুবিমল ॥১০২
প্রসন্ন বামন কহেন তাঁহাদের প্রতি।
সুতলেতে যাও প্রহ্লাদ সঙ্গে লয়ে নাতি ॥১০৩
গদা হস্তে সদা আমি থাকিব তথায়॥
সর্ব্বদা তোমরা সবে হেরিবে আমায়।
আমার দর্শনে ঘুচিবে কর্ম্মের বন্ধন।
সকলে মিলিয়া পাইবে আনন্দ পরম ॥১০৪
এই অদ্ভুত লীলা করিলে শ্রবণ।
দেহান্তে বৈকুণ্ঠধামে করিবে গমন ॥১০৫

ষোড়শ আহ্নিক সমাপ্ত।